বিলাতী জিনিষ করিতে বর্জ্জন,
যথাসাধ্য মোরা করি প্রাণপণ,
এস এস বোন, মিলিয়া সবে।
"মার দেওয়া মোটা কাপড়" পরিব,
মার দেওয়া সব (ই) আদরে লইব,
স্বদেশী জিনিসে লজ্জা নিবারিব,
এস, এ প্রতিজ্ঞা সকলে করি।
হে ভগিনীগণ, খুলি প্রাণ মন,
বল সমস্বরে "বন্দে মাতরম্"
কিবা সুমধুর, কিবা মনোরম,
শুনি প্রাণ মন উঠে শিহরি।
আমাদের মাতা চিরপরাধীনী,
পরধনে তাই মোরা গরবিণী,
মাতৃদত্ত ধনে অবজ্ঞা করিয়া,
রহিয়াছি সবে মোহেতে ডুবিয়া,
তাইতে এ হেন দুর্দ্দশা মা'র।
ত্রিশ কোটি হায়! যার সুত সুতা,
সেই অভাগিনী পরের আশ্রিতা!
আজি সে সবার চরণে দলিতা,
ধিক্ ত্রিশ কোটি সন্তানে তাঁর।
এতদিন মোরা মোহেতে ডুবিয়া,
নিজ জননীরে ছিলাম ভুলিয়া,
জননীর কষ্ট বুঝিনি কখন,
বিলাতীয় মোহে ছিলাম মগন,
এখন ঘুচেছে ঘুমের ঘোর।
মার কষ্ট এবে বুঝেছি সকলে,
ত্রিশ কোটি মোরা মার মেয়ে ছেলে,
একতার হার সবে পরি গলে,
ঘুচাব মায়ের যাতনা ঘোর।
ধর্ম্মে মতি আর একতার বল,
থাকিলে হইবে নিশ্চয় সফল
মোদের উদ্যম; ক্ষত বক্ষঃস্থল
মোদের মায়ের লাগিবে যোড়া।
পুনঃ এস বোন খুলি প্রাণ মন,
বল সমস্বরে "বন্দে মাতরম্"
কিবা সুমধুর কিবা মনোরম,
দিগ্‌দিগন্তরে পড়ুক সাড়া॥

শ্রীনী।

৩। দুঃখের মিলন।

অহো! থাকিতে জীবিত জননীর কোলে
ত্রিশ কোটি পুত্র, কি কুভাগ্য-ফলে
এ ঘোর নিগ্রহে, সিক্ত অশ্রুজলে
দুখিনী জননী বলনা ভাই?
আমাদের দেহে নাহি কি জীবন,
নাহি বাহু? নাহি নয়ন শ্রবণ?
উত্তপ্ত শোণিত শীতল এখন,
নীরবে এ দুঃখ নেহারি তাই।
ক্ষুদ্র বালকের জননী-অঞ্চল
ছাড়াইতে বল কার আছে বল?
সুকুমার শিশু অশক্ত দুর্ব্বল,
তবু লোটে ভূমে আকুলপ্রাণে।
হায়! জননীর সুযোগ্য কুমার
অজস্র থাকিতে কোন উপকার
হইল না, সাধ্য নহিল কাহার,
বাঁচাতে মায়েরে অভয়দানে?
শোকদুঃখ-ক্লিষ্টা মোদের জননী,
বিবিধ আঘাতে আকুলিত প্রাণী,
হায়রে জননী! তবু স্নেহখনি,
প্রীতির মুরতি তবুরে ভাই!
কে ছিলরে সুখী আমাদের মত,
কে পেয়েছে বল জননী এমত,

যদিও তাঁহার দেহ অস্ত্রাহত,
তাঁরি বক্ষে তবু মোদের ঠাঁই।
আমরা ভিখারী দুঃখিনী-কুমার,
এ ভূষণ বাস সাজে কিরে আর?
দরিদ্রতা রাহু গ্রাসিল যাহার
প্রিয় জন্মভূমি, স্বদেশিগণে,
পারি যদি মোরা হৃদয়-শোণিতে
একটী দুঃখীর বেদনা দূরিতে,
তার চেয়ে আর কি আছে মহীতে
বারেক দেখনা জীবন পণে?
কি অভাবে ভাই আমরা বিকল,
রত্নখনি মাতা কেন নিঃসম্বল,
হতভাগ্য মোরা ভিখারী দুর্ব্বল,
বিদেশীরা ধনী মোদের ধনে?
করহ প্রতিজ্ঞা দিবনা, দিবনা,
শেষ মুষ্টিমেয় সম্বল আপনা
বিদেশী বণিকে; এ শুভ কামনা,
পূর্ণ কি হবে না জীবন পণে?
ধনী, ধনরত্নে করে সমুজ্জ্বল
মাতৃভূমি; মোরা দরিদ্র দুর্ব্বল
সাজাব মাতায় ভক্তি অশ্রুজল,
প্রস্ফুটিত বন কুসুম দিয়ে,
আমরাও ভাই পরিব সকলে
স্বদেশী বসন ভূষণ যা মিলে,
ভিখারীর অঙ্গে কভু কি সাজেরে
রাজভূষা; বৃথা সাজি কি নিয়ে?
ছাড় ভ্রাতৃগণ, বিদেশী ভূষণ,
স্বদেশীয় শিল্পে করহ যতন,
আকারে মানব, মোদের জীবন,
মনুষ্যত্বহীন হবে কি বলে?
এখনো আমরা জাগিলে আবার,
স্বর্গের দেবতা ঢালি সুধাধার
করিবে মোদের জীবন সঞ্চার,
মা বলে মায়েরে ডাক সকলে।
গাও ভ্রাতৃগণ, গাও সুধাময়,
বন্দে মাতরম্! বড় দুঃসময়,
নগরে প্রান্তরে বিজনে, কি ভয়
গাইতে মায়ের প্রশংসা গান?
গাও ভাই সবে স্বদেশ-মঙ্গল,
স্বদেশের দুঃখে ফেল অশ্রুজল,
স্বদেশের তরে হোক অচঞ্চল,
'দুঃখের মিলন', জুড়াক প্রাণ॥

শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী—ঢাকা, উয়ারী।

অমলা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"শ্রেয়ঃ প্রাণবিসর্জ্জন পর-উপকারে।"

ভাগ্যচক্র যে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত, তাহা নহে; ইহা জাতিগত ও দেশগত। প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনে যেমন "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানিচ", প্রত্যেক দেশের ভাগ্যেও ঠিক্ তদনুরূপ। যে ভারতবর্ষ সর্ব্বরত্নের আকর ছিল, তাহাকেই আজি নিত্য ব্যবহার্য্য শিল্প-জাত দ্রব্যের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইতে

হইয়াছে; যে দেশের উৎকৃষ্ট দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হইয়া ভারতবর্ষের বণিকদিগের উপর গুরুতর শুল্কভার স্থাপনার্থ বিলাতী বণিকদিগের অন্যায় অনুরোধ—এবং এই অনুরোধ রক্ষায় অসমর্থ হওয়ায় ১৭৬৩ খ্রীঃ অব্দে উদয়নালার যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া প্রকৃতিরঞ্জন মিরকাশীমকে পলায়ন করিতে হইয়াছিল; যে দেশের পণ্যদ্রব্য বিলাতী পণ্য অপেক্ষা কতগুণে শ্রেষ্ঠ দেখাইবার জন্য টমাস্ মনরো (Thomas Monro) মহোদয় বলিয়াছিলেন যে, "ভারতীয় শাল অধিক মূল্যে খরিদ করিব সেও ভাল, তথাপি আমি ইউরোপীয় শাল বিনামূল্যে উপঢৌকনস্বরূপ প্রাপ্ত হইলেও তাহা ব্যবহার করিতে অভিলাষ করি না"; যে ভারতবর্ষের বস্ত্রাদির উপর বিলাতে শতকরা ৭০ৎ হইতে ৮০ৎ টাকা কর নির্দ্ধারণ করিয়াও ইহার কাটতি বন্ধ করিতে বহু সময় লাগিয়াছিল; সেই ভারতবর্ষ কিরূপে বিলাতী বণিক্‌দিগের প্রবঞ্চনামূলক চুক্তিপত্র ও জবরদস্তী বায়না, সিপাহীর কশাঘাত, বণিককর্ম্মচারীর অমানুষিক অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া বস্ত্র ব্যবসায় হারাইল ও ভারতের অসংখ্য সূত্রধর নৃশংস বিদেশী বণিকদিগের হস্ত হইতে জাতি কুল মান বজায় রাখিবার জন্য কিরূপে স্বহস্তে আপনাদিগের বৃদ্ধাঙ্গুলী কর্ত্তন করিয়া অনশনে থাকিয়াও অক্ষম সাজিতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহা তদানীন্তন মেয়র কোর্টের জজ উইলিয়ম বোল্টন সাহেব তাঁহার "ভারতব্যাপার আলোচনা" (Considerations on Indian Affairs) নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যখন সামান্য দ্রব্যের জন্যও বিদেশের ভরসায় থাকিতে হয়, তখন দেশের কোনও বৃহৎ ব্যাপারের জন্য আবশ্যক দ্রব্য যে বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? তথাপি ভারত গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ যে বিপুল বিদেশীয় আমদানির মধ্যে পালপার্ব্বণে স্বদেশজাত দ্রব্যোৎপাদনার্থ মধ্যে মধ্যে উৎসাহদান করিয়া থাকেন।

১৮৭৬ সাল, নবেম্বর মাস। আগামী বর্ষে ১লা জানুয়ারি তারিখে দিল্লীর দরবার বসিবে। সম্প্রতি লর্ড কর্জ্জনের আমলে যেমন ভারতবর্ষে একটী জাঁকজমকপূর্ণ দরবার হইয়াছে, ১৮৭৭ সালে লর্ড লিটনের সময়েও প্রায় তদনুরূপ হইয়াছিল। উহাতে মহারাণী বিক্টোরিয়াকে ভারতের সাম্রাজ্ঞী বলিয়া ঘোষণা করা হয়। নানা দেশের ব্যবসায়িগণ দিল্লী পাঠাইবার জন্য উপযুক্ত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতেছে, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও পঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে জমিদার, ধনী, বণিক্ মহলে মহা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। উপাধিপ্রিয় অন্তঃসার-শূন্য জমিদারগণ বহুকষ্টে কিছু টাকা কর্জ্জ করিয়া বণিকদিগের নিকট উপস্থিত হইতেছেন, ও ইউরোপ হইতে পছন্দমত পোষাক আনাইয়া দিবার জন্য ফরমাইস করিতেছেন। এখন আমাদের দেশে বিজয়া দশমীর দিবস বস্ত্রাদির অর্ডার

সংগ্রহ করিবার জন্য যেমন ম্যানচেষ্টার হইতে বণিক্‌দিগের প্রতিনিধিগণ কলিকাতায় আসিয়া থাকেন, সে সময়েও সেইরূপ জনকয়েক সাহেব ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন; তাঁহাদের উদ্দেশ্য রথ দেখা ও কলাবেচা। আমাদের টমসন সাহেবও তাঁহাদের মধ্যে একজন। তিনি দরবারের ৮।১০ মাস পূর্ব্ব হইতে আসিয়াছিলেন; নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া দেখিলেন যে, ভারতবর্ষে একটা বস্ত্রের ব্যবসায় খুলিলে বিস্তর লাভ হইবে। অর্ডার সংগ্রহ ভিন্ন, তিনি এই বিষয়ে বহু চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যে, তিনি স্বয়ং এলাহাবাদে একটী কারবার খুলিবেন এবং এলাহাবাদেই বাসাভাড়া লইলেন।

একদিন বৈকালে টমসন অন্য দুই তিন জন সাহেবের সহিত আপন কামরায় উপবিষ্ট হইয়া মনঃকল্পিত ব্যবসায় সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় সাহেবের চাপরাশী দৌড়িয়া আসিয়া সংবাদ দিল, "অনেক অনুসন্ধান করিয়াও টমিকে কোথাও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।"

টমি টমসন সাহেবের একমাত্র সপ্তমবর্ষীয়া কন্যা। যমুনা নদীর উপকূলে টমসন সাহেবের বাসা। "তবে জলে ডুবিয়াছে" এই বলিয়া টমসন ও অন্যান্য সাহেবগণ যমুনার তীরের দিকে ছুটিলেন; এবং একটী যুবক তাঁহাদিগের অনুসরণ করিল।

চাপরাশীকে সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিয়া টমসনপত্নী স্বয়ং যমুনাকূলে গমন করিয়াছিলেন। যমুনাতট লোকে লোকারণ্য; কচ্ছপ-বহুল যমুনা কুলুকুলুধ্বনিতে গঙ্গা সম্মিলনে চলিয়াছে। কিন্তু টমির কেহই সন্ধান পাইতেছে না। টমসনপত্নী মণিহারা ফণীর ন্যায় ছটফট্‌ করিয়া বেড়াইতেছেন; টমিকে যে কেহ খুঁজিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে অজস্র অর্থ প্রদান করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন।

টমসন সাহেব উন্মত্তের ন্যায় যমুনাতটে উপস্থিত হইলেন। প্রকৃতিও তাঁহাকে দেখিয়া বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিল। শীতকালের বৈকাল; আশুগতির যেন অস্তিত্ব লোপ হইল; অস্তোন্মুখ সূর্য্যদেব লোহিত মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, যমুনার কুলকুলধ্বনি যেন নীরব হইল; নিকটস্থ বৃক্ষোপরি একটী পক্ষিশাবক তাহার মাতার মুখ হইতে আহার লইয়া কিচমিচ শব্দে গলাধঃকরণ করিতে লাগিল; নিকটস্থ গরুর পালে একটী গাভী তাহার সদ্যপ্রসূত বৎসের গাত্র লেহন করিতে করিতে অতুল আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল।

সাহেব স্বয়ং যমুনার মধ্যস্থল বিশেষরূপে পরিদর্শন করিবার জন্য একটী মাজিকে নৌকা আনিতে আজ্ঞা করিলেন। ইতিমধ্যে একজন চীৎকার করিয়া উঠিল "ঐ যে কি একটা দেখা যাচ্ছে না? একবার ডুব্‌ছে, একবার উঠ্‌ছে!"

হাঙ্গরকুম্ভীর বিশেষতঃ কচ্ছপের ভয়ে কেহ জলে নামিতে সাহসী হইল না;

হঠাৎ একটী যুবক উচ্চৈঃস্বরে জগদীশ্বরের নাম স্মরণ করতঃ যমুনাবক্ষে লাফাইয়া পড়িল, এবং পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির উল্লিখিত বস্তু নির্দ্দেশ করিয়া সন্তরণ দিয়া চলিতে লাগিল। মা যমুনা যেন প্রিয়পুত্রকে ক্রোড়ে পাইয়া আদর করিয়া নাচাইতে নাচাইতে লইয়া চলিলেন; সন্তান ভীত হইবে বলিয়া যেন যমুনা জলজন্তুকে ক্ষণকালের জন্য লুক্কায়িত থাকিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু দুষ্টছেলে সে কথা শুনিবে কেন? এক একবার উঁকি মারিয়া যুবককে দেখিতে থাকে; পুনরায় তিরস্কারের ভয়ে লুকাইয়া পড়ে।

কিন্তু যুবকের কোন দিকে লক্ষ্য নাই; তিনি অবিচলিতচিত্তে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলেন। ভাসমান দ্রব্যটী তুলিয়া দেখিলেন বাস্তবিকই মনুষ্য; বয়সও ৭।৮ বৎসরের অধিক নয়। তখন তাঁহার হৃদয়ে দ্বিগুণ উৎসাহ ও বাহুতে চতুর্গুণ বলের সঞ্চার হইল; তিনি দক্ষিণ হস্তে টমিকে লইয়া বাম হস্তে সন্তরণ দিয়া তীরে পৌঁছিলেন। টমি তখনও জীবিত ছিল; ঈশ্বরানুগ্রহে বহু শুশ্রূষার পর টমি এ যাত্রা প্রাণ পাইলেন।

যুবককে সকলে অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিলেন। টমসন সাহেব ও তৎপত্নী যে তাঁহাকে কি উপহার দিবেন, তাহা ভাবিয়া পাইতেছেন না; একবার যাহা প্রদান করিবেন স্থির করেন, তাহা এরূপ উপকারীর অযোগ্য ভাবিয়া পরক্ষণেই পরিত্যক্ত হয়। এখন তাঁহারা কন্যার কথা ছাড়িয়া দিয়া যুবকের বীরত্ব ও উপচিকীর্ষার বিষয় স্মরণ করিয়াই অধিক আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

অবশেষে টমসন সাহেব কহিলেন "মহাশয়! আজ আপনি আমার যে উপকার করেছেন, তার ধার আমি জীবনে শোধ করতে পারব না, আর আপনি আজ যে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তাহার জন্য ঈশ্বর আপনাকে পুরস্কার দিবেন।"

যুবক। মহাশয়! ঈশ্বর আমার মঙ্গল করবেন, এ ভেবে তো নদীতে ঝাঁপ দিইনি। মরণ যখন নিশ্চিত, তখন প্রাণটাকে একটা ভাল কাজের জন্য দিতে কে না ইচ্ছা করে? আর আপনার আমি কোন উপকারই করতে পারিনি; আপনি আমার যা উপকার করেছেন, আমি কোন জন্মেই সে ঋণ হতে মুক্ত হতে পারব না। সে উপকারের তুলনায় এ অতি তুচ্ছ।

টমসন। আপনি আমার কন্যার প্রাণদান করেছেন।

যুবক। আপনিও আমার জীবনদাতা।

টমসন বিস্মিত হইয়া কহিলেন "কই! আমি যে আপনার এমন কোন উপকার করতে পেরেছি বলে স্মরণ হয় না।"

যুবক। আপনি কি কখনও মেদিনীপুর গিয়াছিলেন?

টমসন। পাঁচ ছয় মাস পূর্ব্বে।

যুবক। গোপপাহাড়ের নিকট কোনও বিশেষ ঘটনা স্মরণ হয় কি?

টমসন। সে সময় দস্যুগণ কয়েকজন পথিককে নিহত ও একজনকে আহত করে রেখে গেছিল; আহত ব্যক্তিকে আমি বর্দ্ধমান হাঁসপাতালে রেখে এসেছিলুম; এখন তিনি সেরে বাড়ী গেছেন· আপনি কি এ সম্বন্ধে কিছু জানেন নাকি?

যুবক। মহাশয়! এই অধীনকেই আপনি আহত অবস্থায় এনে বর্দ্ধমানে রেখেছিলেন।

সাহেবের আর আনন্দের সীমা রহিল না; তিনি যুবকের হস্তদ্বয় আপনার চক্ষের উপর রাখিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। টমসন-পত্নী অবিরত ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন, এবং তাঁহারও চক্ষু হইতে দুই এক ফোঁটা অশ্রু ভূতলে পতিত হইল। সাহেব অশ্রুপূর্ণলোচনে কহিলেন "আপনি বাড়ী গিয়ে আমায় সংবাদ দেননি কেন?"

যুবক। হাঁসপাতাল হ'তে এখানেই আসছি; এখনও বাড়ী যাইনি।

টমসন। দরবারের কাজের উদ্যোগে আমি বিশেষ ব্যস্ত থাকায়, মধ্যে কিছুদিন আপনার সংবাদ নিতে পারিনি; তার পর আমি আপনার নাম উল্লেখ করিয়া বর্দ্ধমানের এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জনকে টেলিগ্রাম করি; সেইদিনই টেলিগ্রামে উত্তর পাইলাম যে "রোগী প্রায় সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন; তিনি বাড়ী গিয়াছেন।"

যুবক। তিনি ঠিকই লিখেছিলেন; আমিও একথা জানি। আপনি যে ডাক্তার বাবুর নামে টেলিগ্রাম করেছিলেন, তিনি প্রায় এক মাস হইল ছুটি লইয়া বাড়ী গিয়াছেন, এই কথা লিখেছিলেন।

টমসন। তা হ'তে পারে। টেলিগ্রামে তাঁর নাম ছিল না; 'বর্দ্ধমান হাঁসপাতালের এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন' এইরূপ লেখা ছিল। তাতেই আমি ভেবেছিলেম যে ইনি তবে পূর্ব্বের ডাক্তার বাবুই হবেন।

এইরূপ ক্ষণকাল কথাবার্ত্তার পর টমসন সাহেব কহিলেন "আপনার পূর্ব্বের বিপদের কথা এর পর শুনা যাবে; এখন একটু বিশ্রাম করুন। আমি লোকদ্বারা আপনার আহারাদির আয়োজন করিয়ে দিচ্ছি; পৃথক্ বাড়ী ও ভাল ব্রাহ্মণের বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।"

আমরা সুধীরের সাক্ষাৎলাভ করিলাম; এবং তিনি উপযুক্ত স্থানেই আশ্রয় পাইয়াছেন। এখন দেখা যাউক

"অমলার হারানিধি মিলে কিনা মিলে।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীকরালীচরণ হাজরা।

সম্রাট্ অরিলিয়স আণ্টোনাইনসের উপদেশ।

৭ম অধ্যায়।

১। যে সকল বস্তু তোমার মনের বাহিরে, তাহাদের সহিত তোমার কোনও সম্বন্ধ নাই, তোমার মনের এইরূপ ভাব হউক, তাহা হইলে খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে পারিবে।

২। সকল কাজের মধ্যে গর্ব্বিত ভাব নয়, কিন্তু সুরসিকতার ভাব দেখান তোমার কর্ত্তব্য। ইহাতে বুঝিবে যে, যে মানুষ যেরূপ কাজে ব্যাপৃত, তাহার মূল্য তদনুসারী।

৩। অন্যের সাহায্য লইতে লজ্জা বোধ করিও না। ভবিষ্যতের ভাবনায় অস্থির হইও না, কারণ তাহা যথাসময়ে তোমার নিকট আসিবে।

৪। শরীরের যে সকল অংশ পতনের ক্লেশ অনুভব করিতে পারে, করুক। যে সকল অংশ কষ্ট ভোগ করিয়াছে, তাহারা ইচ্ছা করিলে অভিযোগ করিতে পারে। কিন্তু যাহা ঘটিয়াছে, তাহা মন্দ বলিয়া আমি যতক্ষণ বিবেচনা না করি, ততক্ষণ তাহাতে আমার ক্ষতি করিতে পারে না। আর এরূপ মনে না করা আমার সাধ্যায়ত্ত।

৫। মনের নিয়ামক কোনও বৃত্তি আত্মাকে চঞ্চল বা ব্যথিত করে না। শরীরকে কোনও ক্লেশ সহ্য করিতে না হয়, তাহার পথ শরীর দেখুক এবং ক্লেশ পাইলে মুখ ফুটিয়া তাহা বলুক। কিন্তু যে আত্মা ভয় ও ক্লেশ অনুভব করিবে, অনুভবনীয় বিষয়ে তাহার নিজের মন্তব্য নির্দ্ধারণের সম্পূর্ণ ক্ষমতা তাহার আছে। শরীরের ক্ষতিতে তাহার কোনও ক্ষতি হইবে না; কারণ আপনার ক্ষতিকর অপসিদ্ধান্তে সে উপনীত হইবে না। আত্মা নিজে অভাব সৃষ্টি না করিলে সে নিজে অভাবগ্রস্ত হইবে না। আত্মা আপনি আপনাকে চঞ্চল ও পেষিত না করিলে চঞ্চল ও পেষিত হইবে না।

৬। যাহারা অনিষ্ট করে, তাহাদিগকে ভালবাসিবার বিশেষ ক্ষমতা মানুষের আছে। কিন্তু অনিষ্টকারী তোমার কোনও ক্ষতি করে নাই, কারণ সে তোমার আত্মাকে পূর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট করিতে পারে নাই।

৭। তোমার যা নাই, তাহার অপেক্ষা যা আছে, তাহারই বিষয় অধিক চিন্তা কর। যাহা আছে, তন্মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট যাহা, তাহাই মনোনীত কর এবং পরে চিন্তা কর; তাহা না থাকিলে কত আগ্রহের সহিত তাহারই অন্বেষণ করিতে। কিন্তু এই বস্তুর অতিগৌরব করিও না, কারণ এরূপ করিলে পরে তাহার অভাবে ক্লেশ অনুভব করিবে।

৮। কল্পনাকে মুছিয়া ফেল। বর্ত্তমানের ভাবনা ভাব। মানুষ কোনও

অনিষ্ট করিলে যেখানে করে, সেইখানেই তাহা রাখিয়া দাও।

৯। সরলতা, শিষ্টতা এবং অনাসক্তি গুণে ভূষিত হও। মানবজাতিকে ভাল বাস এবং ঈশ্বরের অনুসরণ কর।

১০। লোকের উপকার করিয়া অত্যাচারিত হওয়া রাজকীয় গৌরব।

১১। ঈশ্বরের উপর নির্ভরপূর্ব্বক আপনার বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট হওয়া, প্রতিবেশী লোকদিগের প্রতি ন্যায়াচরণ করা এবং সতর্কতাসহকারে—তোমার বর্ত্তমান চিন্তা সুফলপ্রসূ করা সর্ব্বস্থানে এবং সর্ব্বকালে তোমার ক্ষমতায়ত্ত।

১২। মনে কর তুমি মৃত এবং বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত তোমার জীবনের সীমা পূর্ণ হইয়াছে; তৎপরে যেটুকু জীবন পাও, স্বভাবের অনুগত হইয়া তাহা যাপন কর।

১৩। তোমার ভাগ্যে যা ঘটে এবং তোমার অদৃষ্টসূত্র যাহা নির্ম্মাণ করিয়া দেয়, তাহাই ভালবাস। ইহার অপেক্ষা তোমার উপযোগী আর কি হইতে পারে?

১৪। প্রত্যেক ব্যক্তিই অনিচ্ছাপূর্ব্বক সত্য, ন্যায়পরতা, মিতাচারিতা এবং উপচিকীর্ষা হইতে বঞ্চিত হয়—এই কথা সর্ব্বদা মনে রাখিও; কারণ তাহা হইলে তুমি অন্যের প্রতি অধিক ভদ্রাচরণ করিতে সমর্থ হইবে।

১৫। যখন কোনও ক্লেশ পাও, তখন এই চিন্তা মনে জাগ্রৎ রাখিবে যে, ইহাতে কোন অমর্য্যাদা নাই এবং ইহা তোমার ধর্ম্মবুদ্ধিকে মলিন করিতে পারে না।

১৬। যদিও সমুদায় সংসার তোমার বিরুদ্ধে চীৎকার করে এবং শ্বাপদ জন্তুগণ তোমার শরীরের অঙ্গ সকল ছিঁড়িয়া খায়, তথাপি নির্বিঘ্নে মনের পরম শান্তিতে বাস করা তোমার সাধ্যায়ত্ত।

১৭। তাঁহারাই সম্পূর্ণ চরিত্রবান্, যাঁহারা জীবনের প্রত্যেক দিনকে জীবনের শেষ দিন বলিয়া যাপন করেন।

১৮। যখন তুমি কোনও ভাল কাজ কর এবং অপরে তোমার কাজের গৌরব লাভ করে, তখন তোমার নিজের গৌরব বা পুরস্কারের অন্বেষণ করিও না।

গৃহকর্ম্ম।

বোম্বাই আলুর পায়েস।

প্রথমে উনানের জালে একটা হাঁড়ি কিম্বা কটাহ তুলিয়া তাহাতে জল দাও। জল গরম হইলে কতক গুলিন বোম্বাই আলু তার ভিতরে ছাড়িয়া দাও। আলু গুলিন বেশ সিদ্ধ হইলে নামাইয়া খোসা ছাড়াইয়া একটা পরিষ্কার পাত্রে রাখ। পরে আধ পোয়া ময়দা ও আধ পোয়া আতপ চাউলের গুঁড়া দ্বারা উক্ত আলুগুলিন সুন্দররূপে মাখ। অনন্তর ছোট ছোট বাটি বানাইয়া তার ভিতরে শুকনো ক্ষীর পুরিয়া মুখ বন্ধ করিয়া ছানাবড়ার

আকারে বড়া বানাও। পরে উনানের জালে কটাহ তুলিয়া খানিকটা ঘি ঢালিয়া দাও। ঘি গরম হইলে উক্ত বড়াগুলিন অল্প অল্প ভাজিয়া নামাও, তারপর তিন-সের দুগ্ধ ঘন করিয়া জাল দিয়া তাহাতে বড়াগুলিন ছাড়িয়া দাও এবং বাদাম, পেস্তা, কিসমিস, কয়খানা তেজপত্র ও চিনি দিয়া মৃদু জাল দাও। পরে একটু কর্পূর ও দুইটা এলাচের গুঁড়া দিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া নামাইয়া একটা পরিষ্কার পাত্রে ঢাল। ইহা খাইতে অতি উত্তম জিনিস। এই পায়েস রাঁধিয়া বৃদ্ধ শ্বশুরকে বা তত্তুল্য ব্যক্তিকে খাইতে দাও।

শ্রীমতী প্রিয়বালা রায়—দ্বারভাঙ্গা।

বিবিধ বিবরণ।

৫৬ বৎসরে মৃত্যু।

১। ইংলণ্ডেশ্বর অষ্টম হেন্‌রি—জাত খ্রীষ্টাব্দ ১৪৫১, মৃত ১৫০৭।

২। জর্ম্মণ সম্রাট ৪র্থ হেন্‌রি—জাত ১০৫০, মৃত ১১০৬।

৩। প্রুষিয়ার প্রথম রাজা প্রথম ফ্রেডারিক—জাত ১৬৫৭, মৃত ১৭১৩।

৪। ইংরাজ কবি আলেকজাণ্ডার পোপ—জাত ১৬৬৮, মৃত ১৭২৪।

৫। ইটালীয় কবি ডান্‌টে—জাত ১২৬৫, মৃত ১৩২১।

৬। ইংরাজ প্রাচ্য ভাষা-তত্ত্ববিদ্ জর্জ্জ সেল—জাত ১৬৮০, মৃত ১৭৩৬।

৭। মার্কিণ রাজনীতিজ্ঞ জন হান্কক—জাত ১৭৩৭, মৃত ১৭৯৩।

৮। ফরাসি সাম্রাজ্ঞী মেরিয়া লুইসা—জাত ১৭৯১, মৃত ১৮৪৭।

৯। মিসর ও সিরিয়ার সুলতান সালাদিন—জাত ১১৩৭, মৃত ১১৯৩।

১০। ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ার রবার্ট ষ্টিবেনসন—জাত ১৮০৩, মৃত ১৮৫৯।

১১। ইংলণ্ডেশ্বর ২য় হেন্‌রি—জাত ১১৩৩, মৃত ১১৮৯।

১২। ইংরাজ গ্রন্থকার রেভারেণ্ড চার্লস কিংসলি—জাত ১৮১৯, মৃত ১৮৭৫।

১৩। স্পেনীয় সেনাপতি ও রাজ-নীতিজ্ঞ জুয়ান প্রিন—জাত ১৮১৪, মৃত ১৮৭০।

১৪। রোমীয় সেনাপতি জুলিয়াস সিজর—জাত খৃঃ পূঃ ১০০, মৃত খৃঃ পূ ৪৪।

১৫। রোমীয় প্রাণিতত্ত্ববিৎ জ্যেষ্ঠ প্লিনি—জাত খৃঃ ২৩, মৃত খৃঃ ৭৯।

১৬। রোম-সম্রাট ২য় ক্লডিয়াস—জাত ২১৪, মৃত ২৭০।

১৭। মার্কিণ রাষ্ট্রবিপ্লব সেনাপতি হেন্‌রী নক্স—জাত ১৭৫০, মৃত ১৮০৬।

১৮। যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট এব্রা-হাম লিঙ্কন—জাত ১৮০৯, মৃত ১৮৬৫।

১৯। রোমীয় সেনাপতি কনিষ্ঠ সিপিও এমিলিয়েনাস আফ্রিকেনাস—জাত খৃঃ পূঃ ১৮৫, মৃত খৃঃ পূ ১২৯।

২০। মেথডিষ্ট ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক জর্জ্জ হোয়াইটফিল্ড—জাত ১৭১৪, মৃত ১৭৭০।

২১। জর্ম্মণ সম্রাট ২য় ফ্রেডারিক—জাত ১১৯৪, মৃত ১২৫০।

প্রসিদ্ধ নাসিকা।

বৃহৎ সুগঠিত নাসিকা মহাপুরুষের চিহ্ন। আমাদের দেশে এরূপ নাসিকাকে গরুড়ের বা শুকপক্ষীর নাসা বা তিল-ফুলের সহিত তুলনা করা হয়। অন্যান্য দেশের ইতিহাসেও এইরূপ দেখা যায়।

১। লাইকারগাস এবং সোলোনের নাক ৬ বুরুল লম্বা ছিল।

২। কবি ওভিডের নাক বোতলের মত ছিল বলিয়া তাঁহার ডাক-নাম নাসো।

৩। সিপিও নাসিকার নাম তাঁহার বৃহৎ নাসিকা হইতে উৎপন্ন।

৪। আলেকজাণ্ডারের বৃহৎ নাসিকা ছিল। রিচিলিউ এবং কার্ডিনাল উলসিরও তদ্রূপ।

৫। প্রাচীন মেডাল বা মুদ্রায় দেখা যায় পারস্যরাজ সাইরাস ও আর্টা জারাক্সিসের নাসিকার সূক্ষ্ম অগ্রভাগ তাহার বেড় স্পর্শ করিয়াছে।

৬। অষ্টম আণ্টিয়োকোসের নাসিকা শকুনীর নাসার মত বৃহৎ ও বক্র ছিল, এজন্য তাঁহাকে "গ্রাইপাস" বলিত।

৭। ওয়াসিংটনের নাসিকা ঈগল পক্ষীর নাসিকার ন্যায় ছিল। ইহা অতিশয় দৃঢ়তা, ধৈর্য্য এবং বীরত্বের পরিচায়ক।

৮। মহম্মদের নাসিকা এরূপ বক্র ছিল যে, তাহার অগ্রভাগ অধর ও ওষ্ঠের মধ্যে প্রবিষ্ট বলিয়া বোধ হইত।

৯। জুলিয়াস সিজারের নাসিকা ঈগল পক্ষীর নাসার ন্যায় ছিল।

১০। রোমরাজ নিউমার নাসিকা ৬ বুরুল লম্বা, তাহাতে তাঁহার আর এক নাম পম্পিলাস হইয়াছিল।

১১। সেক্সপীয়ার, বেকন, ফ্রাঙ্কলিন ও ডাক্তার জনসনের নাসারন্ধ্র প্রশস্ত ছিল। ইহা মনস্বিতা এবং গভীর চিন্তাশীলতার চিহ্ন।

১২। প্রথম নেপোলিয়নের নাসিকা যেন ছাঁচে ঢালা, বাটালি কাটা, সুন্দরাকৃতি ও সুন্দরভাবব্যঞ্জক ছিল।

১৩। ফ্রেডারিক দি গ্রেটের নাসিকা এত বড় ছিল যে, লাভেটার বাজি রাখিয়া বলিয়াছিলেন যে, আমি ১০,০০০ লোকের মধ্যে চক্ষে কাপড় বাঁধিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী স্পর্শে ইহা ধরিয়া দিব।

নূতন সংবাদ।

১। গত নবেম্বর কলিকাতার "সম্মিলন-গৃহের" প্রাঙ্গণে এবং মফঃস্বলের প্রায় সর্ব্বস্থানে মহাসমারোহে মহারাণী বিক্টোরিয়ার ১৮৫৮ সালের ১লা নবেম্বরের

ঘোষণাপত্র ও দেশবাসীদিগের ঘোষণাপত্র পঠিত হইয়াছে। শেষোক্ত পত্র এই :—

"সমগ্র দেশের সমবেত প্রতিবাদ সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্ট যখন বঙ্গদেশকে বিভক্ত করিলেন, তখন আমরা এই প্রতিজ্ঞা ও ঘোষণা করিতেছি যে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ-জনিত সকল প্রকার অপকারের প্রতি-বিধানার্থ এবং জাতীয় একতা সংরক্ষণার্থ আমরা যথাশক্তি চেষ্টা করিব। ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন।"

২। কলিকাতায় যুবরাজের অভ্যর্থনা-প্রণালী—যুবরাজ সস্ত্রীক ও সদল ২৯এ ডিসেম্বর প্রিন্সেপ ঘাটে নামিবেন। গবর্ণমেণ্ট হাউসে রাজপুরুষগণের অভি-নন্দন প্রদান ও যুবরাজপত্নীকে অলঙ্কার দান। ৩০এ ঘোড়দৌড় দর্শন ও বেল-বেডিয়ারে ভোজ। ৩১এ সেণ্টপল গির্জায় ভজনাপূর্ব্বক বারাকপুর গমন। ১লা জানুয়ারি প্যারেড, রাজভোজন ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ে উপাধিগ্রহণ। ২রা ময়দানে প্রকাশ্য অভ্যর্থনা। ৩রা আলোকদান ও উদ্যানভোজন। ৪ঠা রাজভোজ ও নৃত্য। ৫ই বিক্‌টোরিয়া স্মৃতি হল স্থাপন ও লর্ড কিচেনারের সহিত ভোজন। ৬ই দার্জ্জিলিঙ যাত্রা।

৩। বোলটন সাহেব কর্ম্মত্যাগ করাতে মেং কে, জি, গুপ্ত রেবিনিউ বোর্ডের পাকা মেম্বর হইলেন।

৫। গত ১৬ই অক্টোবর বাবু পশুপতি নাথ বসুর বাটীতে যে জাতীয় ফণ্ডের স্থাপনা হয়, তাহাতে ৭৫ হাজারের অধিক টাকা উঠিয়াছে।

৬। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ হইতেছে। বাবু সুবোধচন্দ্র মল্লিক এতদর্থে লক্ষ টাকা দিবেন।

৭। কাঙ্গরা ভূমিকম্প সাহায্য-ফণ্ড হইতে ৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। ২৫ হাজার টাকা হাতে আছে।

৮। রুসিয়ার উপর মহাবিজয় লাভের পর জাপান-সম্রাট্ ঘোষণা করিয়াছেন— "আমরা দৃঢ়স্বরে উপদেশ দিতেছি, আমাদের প্রজারা যেন বৃথা গর্ব্ব প্রকাশের কোনও পরিচয় না দেয় এবং আদেশ করিতেছি তাহাদের কর্ত্তব্যকার্য্যে নিযুক্ত হউক এবং যতদূর সাধ্য সাম্রাজ্যকে বলশালী করিবার চেষ্টা করুক।"

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। Aids to Newspaper Reading and the Study of English—বাবু নরেন্দ্রনাথ মজুমদার দ্বারা সংগৃহীত। ইংরাজী ভাষা শিক্ষার উপযোগী অনেক পদ ও বাক্যাদি বিশেষ যত্নপূর্ব্বক সংগৃহীত হইয়াছে। এতৎপাঠে ইংরাজী গৃহশিক্ষার্থী-দিগের বিশেষ উপকার হইতে পারে।

২। বঙ্গের যুগান্তর—মূল্য ৵০ আনা। বর্ত্তমান বঙ্গচ্ছেদ ও স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষে লিখিত। কবিতাগুলি সরল

এবং দেশহিতৈষিতাব্যঞ্জক। ইহাতে এক দিকে জাতীয় শোকোচ্ছ্বাস, অন্য দিকে উদ্দীপনা আছে।

৩। শ্রীমৎ পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর উপদেশ—শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত—ধর্ম্মসাধন ও আচারাদি বিষয়ে পরমহংস দেবের মত ইহাতে বিবৃত আছে। তিনি একটী সারকথা বলিয়াছেন, যুক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক বিচার করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ প্রত্যেক মানবের পক্ষে অবশ্য করণীয়। কিন্তু গ্রন্থোক্ত সূর্য্য-পূজাদি কি যুক্তি ও বিজ্ঞানসঙ্গত?

বামারচনা।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।*

আমরা ভগিনী আজ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায়
করিব ভগ্নীর কাজ,
ডাকিব ভ্রাতৃ-সমাজ,
মঙ্গল কামনা করি স্নেহ মমতায়। ১

আজ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় ধান দুর্ব্বা হাতে,
সাহস সম্বল নিয়ে
পথে আছি দাঁড়াইয়ে,
মিশিতে এ কার্য্যক্ষেত্রে ভ্রাতাদের সাথে। ২

এক বঙ্গমার পুত্র—আট কোটি ভাই,
সকলেই সহোদর,
একটিও নহে পর,
ভ্রাতাদেরো সহোদরা আমরা সবাই। ৩

প্রবাদ এ বঙ্গ-ভূমে অবলা স্ত্রীলোক
স্বার্থময় অন্তঃপুরে
অজ্ঞান আঁধার ঘোরে
পড়ে থাকে, নিয়ে আপনার দুঃখ শোক। ৫

ছিছি!! এ ঘৃণার কথা, চল ভ্রাতৃগণ!
সম্মুখে কর্ত্তব্য কার্য্য,
দেখাইব শৌর্য্য বীর্য্য,
দেখিবে এ বিশ্ববাসী অবলা কেমন। ৬

ভ্রাতৃগণ!
দিবা নিশি শ্রম কর স্বদেশের তরে,
(মোরা) সাধ্য মত উপকার
করিব প্রতিজ্ঞা সার,
ধন দিয়া মন দিয়া প্রাণপণ করে। ৭

ভ্রাতৃগণ কার্য্যক্ষম ভগিনীর সুখ,
(মোরা) বিক্রি করে রত্ন ভূষা,
মিটাবো ভ্রাতার আশা,
দেশের উন্নতি হেরি জুড়াইব বুক। ৮

সীমন্তে সিন্দূর আর বাহুতে বলয়,
এই রাখি আর যত,
অলঙ্কার নানা মত,
নাশিতে দেশের দুঃখ করিব বিক্রয়। ৯

আজ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় শুভ সম্মিলন
হলো ভ্রাতা ভগিনীর,
কি সৌভাগ্য জননীর,
ভ্রাতা ভগিনীর হলো সার্থক জীবন। ১০

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস,
প্রভাতী-রচয়িত্রী।

---

* "জাতীয় ধনভাণ্ডার" জন্য ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে বঙ্গীয় ভ্রাতৃগণ ভগিনীদের নিকট অর্থ সাহায্য চাহিয়াছিলেন, তদুপলক্ষে এই কবিতা লিখিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 508. December, 1905.

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪৩ বর্ষ। ৫০৮ সংখ্যা। | অগ্রহায়ণ, ১৩১২। ডিসেম্বর, ১৯০৫। | ২য় ভাগ। ৮ম কল্প।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

নূতন রাজপ্রতিনিধি—ভারতের নূতন রাজপ্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনারল লর্ড মিণ্টো সস্ত্রীক ও সদল গত ১৭ই নবেম্বর বোম্বাই পৌছিয়া ২২এ কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছেন। আমরা সসম্মান তাঁহার অভিনন্দন করিতেছি এবং শান্তিহীন ভারতে শান্তি স্থাপনার্থ তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।

যুবরাজ দম্পতী—বোম্বাইয়ে রাজভক্তিসহ অভ্যর্থিত ও পূজিত হইয়া ইন্দোর, জয়পুর প্রভৃতি দেশীয় রাজাদিগের রাজ্যে ভ্রমণ করিতেছেন। যুবরাজপত্নীকে বোম্বাইয়ের পারসী, হিন্দু ও মুসলমান মহিলাগণ স্ব স্ব জাতীয় প্রথানুসারে বরণ করিয়াছেন।

নরওয়ের রাজা—বহুদিন নরওয়ে সুইডেনের সহিত যুক্ত ছিল, এখন স্বতন্ত্র হইয়া দেন্মার্করাজের পৌত্র প্রিন্স চার্লসকে ৭ম হেকন উপাধি দিয়া রাজা করিয়াছে।

জাপান প্রত্যাগত বঙ্গযুবা—আমাদের পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ সত্যসুন্দর দেব জাপানে ২॥ বৎসর অবস্থিতিপূর্ব্বক চিনা বাসন প্রস্তুতি প্রভৃতি শিল্প শিক্ষা করিয়া গত ২৩এ নবেম্বর ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহা দ্বারা স্বদেশী শিল্পের উন্নতির অনেক আশা করি। তাঁহার অভ্যর্থনার স্নেহোপহার স্থানান্তরে প্রদত্ত হইল।

কন্যাত্রয়—লর্ডমিণ্টোর এলিন, রুবী ও বায়লেট ইলিয়ট নাম্নী ৩ কন্যা পিতা মাতার সহিত আসিয়াছেন।

ভিত্তিস্থাপন—যুবরাজ বিক্টোরিয়া স্মৃতি-মন্দির ছাড়া বাঙ্গালোর টাটা রিসার্চ ইনষ্টিটিউট ও লক্ষ্ণৌ মেডিকেল কলেজের ভিত্তি স্থাপন করিবেন।

জাতীয় ফণ্ড—বাবু পশুপতিনাথ বসু বাহাদুরের বাটীতে যে জাতীয় ভাণ্ডার স্থাপিত হয়, তাহাতে প্রায় একলক্ষ টাকা জমিয়াছে।

দান—কাশীরাজ লক্ষ্ণৌ মেডিকেল কলেজের জন্য ৫০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

দেশহিতৈষিণী মহিলা—কুমারী সুশী সোরাজী আমেরিকার কানাডা রাজ্যে গিয়া পুনায় শিক্ষা প্রচারের সপক্ষে বক্তৃতা করিতেছেন।

ভূমিকম্প—গত ১২ই নবেম্বর রেঙ্গুণে ভূমিকম্প হইয়াছে, লাহোরে ও সিমলাতেও ভূমিকম্প হইয়াছে।

অন্ধের জীবিকা—জাপানে অন্ধসংখ্যা ৫০,০০০, ইহাদিগের চৌদ্দ আনা পরিমাণ বার্ত্তাবহের কার্য্য করে।

সিবিল সার্জন—শ্রীহট্টবাসী গুরুসদয় দত্ত গত বৎসর সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, এ বৎসর শেষ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

বন্দেমাতরং—স্বদেশী আন্দোলনের মূলমন্ত্র রূপে ইহা সমুদায় বঙ্গদেশে ও বঙ্গসমাজে কীর্ত্তিত হইতেছে। ইহার আশ্চর্য্য শক্তিতে বাঙ্গালীরা উৎসাহিত ও একপ্রাণ হইতেছেন। আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গের ছোটলাট মাননীয় ফুলারের ইহা অসহ্য। ভারত গবর্ণমেণ্ট বরাবর দেশজাত দ্রব্যের প্রতিপোষক, বঙ্গের ছোটলাট ফ্রেজারও আপনাকে ইহার সপক্ষ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু নব ছোটলাটের বিবেচনায় 'বন্দেমাতরং' ও স্বদেশী আন্দোলন বিদ্রোহসূচক এবং এ জন্য তাঁহার শাসনাধীন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকগণ তিরস্কৃত, অবমানিত ও দণ্ডিত হইতেছেন। বঙ্গবিভাগের এই এক প্রথম সুফল!!

মহিষাদলের মহারাণী।

প্রথম প্রস্তাব।

পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, অনেক দেশে অনেক সময়ে বুদ্ধিমতী রমণীগণ প্রকাণ্ড জমিদারী ও সুবিস্তৃত রাজ্যসমূহ সুচারুরূপে শাসন করিয়া গিয়াছেন। ইহার দৃষ্টান্ত একটী বা দুইটী নহে, শত শত প্রামাণিক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত দ্বারা এ কথার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। হিন্দু জাতির প্রাচীন ইতিহাসেও ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্রানুসারে স্ত্রীজাতিকে গুরুতর কর্ম্মভার অর্পণ করিবার বিধি নাই, তথাপি উভয় জাতিরই ইতিহাসে শত শত "রমণী-রাণীর" রাজ্যশাসনের বিবরণ আছে। বর্ত্তমান ভারতেও ইহা অপ্রচুর নহে। ইন্দোরের অহল্যা বাই, নাটোরের রাণী ভবানী, ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মী বাই, পঞ্জাবের ঝিন্দনকুমারী, ভোপালের বেগমগণ, বরোদার যমুনা বাই, মান্দ্রাজের আপণা

আইয়ান, কাশিমবাজারের স্বর্ণময়ী, পুঁটিয়ার শরৎসুন্দরী ও ভুবনময়ী প্রভৃতি প্রতিভাশালিনী রমণীগণ বিস্তৃত রাজ্য ও জমিদারী শাসন করিয়া গিয়াছেন। মেদিনীপুর জিলান্তর্গত মহিষাদলের রাজা ও রাণীগণ অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ বংশ হইতে সমুদ্ভূত। মহিষাদলের রাজবংশ অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও অতীব বরণীয়। এই বংশের কয়েক জন রাণী অতি আশ্চর্য্য প্রতিভা, কর্ম্মদক্ষতা, ধর্ম্মপরায়ণতা এবং পরাক্রমের সহিত গুরুতর রাজকার্য্য পরিচালন করিয়া সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিশিষ্ট সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। বামাবোধিনীতে ইঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতে আকাঙ্ক্ষা করি। অদ্যকার প্রস্তাবে মহারাণী জানকী দেবীর বিবরণ লিখিলাম।

মহারাণী জানকী দেবী মহিষাদলের নরপতি আনন্দলাল উপাধ্যায় মহোদয়ের সহধর্ম্মিণী। বাঙ্গালা ১১৭৭ সালে (খৃষ্টীয় ১৭৭০ অব্দে) জানকী দেবী তাঁহার পতির মৃত্যুর পরে সিংহাসন অধিরোহণ করেন। তখন বঙ্গদেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত মুর্শিদাবাদের মুসলমান নবাবদিগের বঙ্গশাসন লইয়া ঘোরতর বাদানুবাদ চলিতেছিল। নিরপেক্ষ ভাবে বলিতে হইলে তখন বাঙ্গালায় অশান্তি, অরাজকতা ও ঘোর আত্মকলহ উপস্থিত ছিল। এইরূপ ঘোরতর অশান্তির সময় বিস্তৃত রাজ্য শাসন করা কিরূপ গুরুতর ব্যাপার, তাহা পাঠক ও পাঠিকারা সহজেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু মহারাণী জানকী দেবী তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তির সহায়তায় এক দিনের জন্যও পদস্খলিতা হন নাই। তিনি এমন সুকঠিন রাজকার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিয়াও পূজা, অর্চ্চনা, শাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠ, দেবসেবা, অতিথিসৎকার এবং বিধবার ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি অনুষ্ঠান যথাবিধি পালন করিয়া গিয়াছেন।

সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ধর্ম্ম-শাস্ত্রের নিয়মমতে মহারাণী মহোদয়া বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ, সাধু, অতিথি, পণ্ডিত, অধ্যাপক, বিদ্যার্থী এবং দরিদ্র পুরুষ ও রমণীকে প্রচুর মুদ্রা, বস্ত্র ও আহার্য্য দ্রব্য দান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণদিগকে ভূমি দান করিতেও তিনি বিমুখা হন নাই। এই সময়ে ইংরেজ গবর্ণর ওয়ারেণ হেষ্টিংশ একজন করসংগ্রাহক (কলেক্টর) প্রেরণ করিয়া মহিষাদলের মহারাণীর নিকট কর প্রার্থনা করেন এবং তাঁহার জমিদারীর সুবন্দোবস্ত করিয়া দিতে চান। বুদ্ধিমতী জানকী দেবী সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া রাজকার্য্য পূর্ব্বমত পরিচালনা করিতে লাগিলেন। অবশেষে গবর্ণর ওয়ারেন্ হেষ্টিংশ স্বীয় অভীষ্ট সাধনে অক্ষম হইয়া মহারাণীকে রাজস্ব দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করেন। জানকী দেবী এই বিষম বাগ্‌যুদ্ধে সগৌরবে জয়লাভ করিয়া বাঙ্গালা ১১৮৫ সালে "গোপালজী" বিগ্রহ স্থাপন এবং এই মূর্ত্তির মূল্যবান্ নবরত্ন

মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ঐ মন্দির এখনও বর্ত্তমান। মন্দিরের গাত্রে প্রস্তর-লিপি এইরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে—

"শুভমস্তু ১৭০০শকে
শ্রীনৃপানন্দলালস্থ পত্নী
শ্রীজানকীয়া স্বন্দ ত্রয়োবিংশ
সনে দশেষু নবরত্ন দদে
সপ্তদশ শকে গোপাল রায়
তৎগঠিত শ্রীপাচু সেনা মিস্ত্রিয়ে॥
১১৮৫ সাল॥"

অল্পকাল মধ্যে মহারাণী মহাশয়া দেউল-পোতা গ্রামে গোপীনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই দুই মন্দির প্রতিষ্ঠা দ্বারা, বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ, অধ্যাপক, বিদ্যার্থী ও কাঙ্গালীর অন্ন সংস্থান হইয়াছিল। অতিথিদিগের পক্ষে ইহা আশ্রয় ও আশ্রম স্বরূপ পরিগণিত ছিল। অনন্তর জানকী দেবী কৃষিকার্য্যে মনোযোগ প্রদান করিয়া এবং বহু স্থানের পতিত জমিতে চাষ করাইয়া শস্তের প্রচুরতা সম্পাদন করেন। স্থানে স্থানে শস্য-ভাণ্ডার নির্ম্মাণ করিয়া শস্তের মূল্য সুলভ, প্রাপ্তির সুবিধা ও দুর্ভিক্ষের আক্রমণ হইতে প্রজাসাধারণকে ঝটিতি রক্ষা করিবার সহজ উপায় বিধান করেন। ১১৯৫ সালে রামবাগ নামক স্থানে শ্রীরামচন্দ্রের একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মন্দিরের নিকটেও কতকগুলি প্রকাণ্ড শস্য-ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছিল। এই সময়ে করুণাময় দাস ও গৌরাঙ্গ চন্দ্র দাস এই দুই সুযোগ্য ব্যক্তি জানকী দেবীর মন্ত্রী ছিলেন। এই দুই মন্ত্রীর বিশেষ যত্ন ও চেষ্টায়, মহারাণীর পোষ্য পুত্র কুমার মতিলাল উত্তমরূপে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া রাজবংশের মুখোজ্জ্বল করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মহারাণী মহোদয়া তাঁহার পুত্রের শিক্ষা ও দীক্ষা সম্বন্ধে যথোচিত অর্থব্যয় ও যত্ন স্বীকার করিতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি যে কেবল নিজের পোষ্যপুত্রের শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করিতেন তাহা নহে, পরন্তু তৎকালীন গ্রাম্যপাঠশালার ছাত্রবর্গের ও চতুষ্পাঠীর সংস্কৃত বিদ্যার্থীদিগের সাহায্যার্থও চাউল, বস্ত্র, রৌপ্য মুদ্রা পাঠাইয়া দিতেন। জানকী দেবী সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। দেবনাগরী অক্ষরে তাঁহার হস্তের স্বাক্ষর এখনও অনেক পুরাতন কাগজ পত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

উপরে যে রামবাগের মন্দিরের কথা উল্লিখিত হইল, তাহার গাত্রস্থ খোদিত লিপি এইরূপ—

"শুভমস্তু ১৭১০ সতর শ দশ দিক ঋষি
চন্দ্র সখোত্তু শকে ভৃগুত্তবাসরে
অস্ত বংশে ঘটসামাঙ্ক্যা বেদী ভুমাস্তা
তিথৌ তথা। ভূমিপানন্দলালস্থ পত্নী
শ্রীজানকী মুদাদদৌ শ্রীরামচন্দ্রায়
মন্দিরঞ্চেদমুত্তমং। (১১৯৫)"

মহারাণী মহোদয়া বৃন্দাবনধামে ১২০৬ সালে ৺ জানকীরমণের যে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন, তাহার গাত্রস্থ লিপি এইরূপ—

১। শ্রীশ্রীমৎ বৃন্দাবন কুঞ্জমন্দির

শ্রীশ্রীজানকীরমণস্থাপিত
শ্রীমত্যা রাণী জানকী দেব্যাতু পত্যা
পরগণে মহিষাদল তৎকর্ম্মকর্ত্তা
বদরী নাথ দাস মহন্ত। সন
বাঙ্গালা ১২০৬ সাল।

২। শ্রীমৎ বৃন্দাবনে রাজ্ঞ্যা জানক্যা
কৃষ্ণপ্রীতয়ে। জানকীরমণস্থ
অস্ত মন্দিরং কারিতং দৃঢ়ম্।
রস বারগাষ্ট চন্দ্রে অব্দে ভূতেনাক্ষীন্দুকে
শকে মন্দৌ চ দিতে স পূস্থা
তৎ অনুরূপং প্রতিষ্ঠিতং। সংবৎ ১৮৫৬।

দ্বিতীয় শ্লোকটী দেবনাগরাক্ষরে এবং প্রথম শ্লোকটি বাঙ্গালাক্ষরে খোদিত।

নন্দীগ্রামের মন্দির-গাত্রস্থ খোদিত লিপি নিম্নে দেওয়া গেল। বাঙ্গালা ১২১০ সালে ধর্ম্মপ্রাণা মহারাণী জানকী দেবী এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া "জানকীনাথ" নাম দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সমুদয় দেবমন্দিরে দরিদ্রদিগের অন্ন-সংস্থানের উপায় ছিল।

"শকে পঞ্চযুগ্মেষি চন্দ্রে শিতাহে
ক্রিয়ে পঞ্চবিংশে ষটপূর্ণমাস্তাং।
নৃপানন্দলালস্থ রাজ্ঞী তু রাজ্ঞী
দদৌ জানকী জানকীনাথকায়া।
শক ১৭২৫, সাল ১২১০॥"

কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইলে, রাজ্ঞী মহোদয়া দেখিলেন যে, তাঁহার পরলোক-গত পতি মহাশয় যে সকল জমিদারকে টাকা কর্জ্জ দিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশ লোক টাকা শোধ দিতে অস্বীকৃত। এজন্য অনেক জমিদারের সহিত রাজ্ঞীর বিবাদ উপস্থিত হয়। ময়না পরগণার রাজা ব্রজানন্দ বাহুবলেন্দ্র অতিশয় পরাক্রমী ও প্রতাপশালী লোক ছিলেন। তিনি অনেক টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া দিন কাটাইতেন। রাণী মহাশয়া তাঁহার নামে ডিক্রীজারি করিয়া ১৯,৯৮২ টাকা আদায় করেন। এমন দুর্দ্দান্ত খাতকের নিকট হইতে টাকা আদায় করা প্রবল-পরাক্রান্ত পুরুষের পক্ষেও সুকঠিন, কিন্তু রাণী মহাশয়া নিজবুদ্ধিবলে অতি অল্পকাল মধ্যে এই গুরুতর কার্য্য সহজে সম্পন্ন করিয়া লইয়াছিলেন। এইরূপে নানা-বিধ পুণ্য কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক বহু লোকের মহোপকার সাধন করিয়া, ন্যায় ও ধর্ম্মের সহিত রাজ্য শাসন করিতে করিতে, বাঙ্গালা ১২১১ সালে মহারাণী জানকী দেবী ইহলোক পরিত্যাগপূর্ব্বক অখণ্ড সুখময় স্বর্গধামে গমন করেন। তাঁহার অসংখ্য কীর্ত্তি এখনও মেদিনীপুর জেলায় এবং বৃন্দাবনধামে বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। এমন পুণ্যবতী রমণী পৃথিবীর সকল দেশেই শ্রদ্ধা ও সম্মানের উপযুক্তা।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

আদর্শ দাম্পত্য জীবন।

স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় অল্পবয়সে ৯ বৎসরের বালিকা সৌদামিনী দেবীকে বিবাহ করেন, কিন্তু তিনি বলিয়াছেন যে, বিধাতার বিধানে তাঁহার পত্নী তাঁহার এমন সম্পূর্ণ সুযোগ্যা হইয়াছিলেন যে, তিনি বয়স্ক হইয়া পছন্দ করিয়া এরূপ জীবনসঙ্গিনী পাইতেন, কি না সন্দেহ। সৌদামিনী যদিও উচ্চ-শিক্ষিতা নহেন, কিন্তু পতিমর্য্যাদা জানিতেন এবং গার্হস্থ্যকার্য্যে সুদক্ষা ছিলেন। তদুপরি তিনি ধর্ম্মপ্রাণা, বাল্যকাল হইতেই তাঁহার ঈশ্বরভক্তি ও ধর্ম্মনিষ্ঠা অতি প্রবল। প্রতাপ বাবু অল্প বয়সেই মাতৃ-পিতৃহীন হন এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করাতে পরিজনদিগের স্নেহবন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন হন—এমন কি নিজ বাসভবন পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়ে তাঁহাকে বাস করিতে বাধ্য হইতে হয়; কিন্তু সাধ্বী পত্নী তাঁহার সুখের সুখী ও দুঃখের দুঃখী ছিলেন এবং ছায়ার ন্যায় সর্ব্বত্র তাঁহার অনুগমন করিয়া কৃতার্থ হইতেন। স্বামী এক সময় ধনবান্ ছিলেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে জীবনসর্ব্বস্ব উৎসর্গ না করিয়া সংসারী হইলে সম্পন্ন ব্যক্তির ন্যায় জীবন কাটাইতে পারিতেন। কিন্তু আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে করিতে তিনি নিঃস্ব হইয়া পড়েন। পত্নী যেমন সম্পৎসময়ে—তেমনি দরিদ্রতার মধ্যে সমভাবে তাঁহার সেবা করিয়াছেন এবং তাঁহাকে কোনও অভাব অনুভব করিতে দেন নাই। প্রতাপ বাবু আহারে ব্যবহারে একটু উচ্চশ্রেণীর সম্ভ্রান্ত লোকের মত থাকিতে অভ্যস্ত ছিলেন, কোনও বিষয়ে ত্রুটি হইলে তাঁহার কষ্ট হইত। কিন্তু সাধ্বী পত্নী অনন্যমনে ও সুনিপুণতা-সহকারে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা ও গার্হস্থ্য পারিপাট্য রক্ষা করিয়া তাঁহার মন প্রসন্ন রাখিতেন। পতির জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিতে নব্যা রমণীদিগের মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত বিরল। সাধ্বী-পত্নী যেমন পতিকে জীবনসর্ব্বস্ব বলিয়া জানিতেন এবং সর্ব্ব-প্রকারে তাঁহাকে সুখী করিয়া সুখী হইতেন, সাধু স্বামীও সেইরূপ ভার্য্যাকে শ্রেষ্ঠতম সখা জানিয়া তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেন এবং তাঁহার জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সুখশান্তি বৃদ্ধির জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিতেন। সন্তান না হওয়া গার্হস্থ্য জীবনের একটা মহাদুর্ভাগ্য এবং অনেক পতিপ্রাণা সাধ্বী স্ত্রীও পুত্রবতী না হওয়াতে স্বামীর বিরাগভাজন হইয়াছেন। কিন্তু অপুত্রক এই দম্পতীর প্রণয়ের গাঢ়তা এবং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়াছে। প্রতাপ বাবুর লিখিত গ্রন্থসকলে পত্ন্যনুরাগের তিনি যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা পাঠকমাত্রেই জানেন। পত্নী লেখনী দ্বারা পতিভক্তি

প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু তাহা তাঁহার হৃদয়ের স্তরে স্তরে গ্রথিত এবং তাঁহার কার্য্যদ্বারা প্রকাশিত। প্রতাপ বাবু অনেক বার দীর্ঘকালব্যাপী উৎকট রোগ ভোগ করিয়াছেন, পত্নী অশেষ প্রকারে প্রাণপণে তাঁহার সেবা করিয়াছেন। যে রোগে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল, ষড়্‌বর্ষ তাহা তাঁহাকে অধিকার করিয়াছিল, পত্নীর সেবা যত্নে এত দিন তাঁহার জীবন রক্ষা পাইয়াছে। রোগের চরম অবস্থায় বৎসরাধিককাল পত্নী আহার নিদ্রা উপেক্ষা করিয়া পতিসেবায় যেরূপ আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন, তাহা পতিব্রতা নারীর আদর্শ। এই দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে এক কৃতবিদ্য সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্ম মহিলা যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা এ স্থলে প্রকটিত হইল।

"১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে নিতান্ত বালিকা বয়সে যখন এই মহানগরী কলিকাতায় আগমন করি, তখন প্রথম দর্শন মাত্র সাধু মহাত্মা প্রতাপ চন্দ্রের প্রগাঢ় ধর্ম্মবিশ্বাস-পূর্ণ সদানন্দ ঋষিতুল্য প্রশান্ত মূর্ত্তি হৃদয়ে প্রগাঢ় ভক্তিভাব উদ্রিক্ত করিয়াছিল। স্বর্গগত মহাত্মার অসাধারণ ধর্ম্মজ্ঞান, ধার্ম্মিকতা ও ধ্যানধারণা সম্বন্ধে দেশ বিদেশে প্রভূত যশ বিস্তারিত আছে। এ হীন লেখনী ঐ বিষয়ে নূতন কথা আর কি বলিবে? আমি এই মহাত্মার পরি-বারের সহিত ১৮৬৯ হইতে অতি ঘনিষ্ঠ-ভাবে মিলিত থাকিয়া ইঁহাদের দাম্পত্য জীবন সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। সেই জন্যই ইঁহাদিগকে আদর্শভাবে মহিলা-গণের সম্মুখে ধরিতে আজ সাহসী হইলাম। অত্যধিক সাধন ভজনের ফলে অনেক ধর্ম্মাত্মা হৃদয়ের কোমল ভাব হারাইয়া ফেলেন। স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র সেই শ্রেণী-ভুক্ত ছিলেন না। প্রথম দর্শন মাত্রই তাঁহার সস্নেহ মধুর সম্ভাষণ আগন্তুকের হৃদয়ে তাঁহার প্রতি বিশ্বাস, প্রীতি ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়া দিত। ইঁহার হৃদয় যথার্থই ভালবাসা, সরল ভাব ও পবিত্রতার প্রস্রবণ ছিল।

শ্রদ্ধেয়া সৌদামিনী দেবী জ্ঞানে যদিও পতির সমকক্ষ ছিলেন না, তথাপি স্বর্গগত মহাত্মা ইঁহাকে সমগ্র হৃদয়ের ভালবাসা দিয়াছি ক্ষান্ত ছিলেন না—রাজ্ঞী, পালয়িত্রী, গৃহলক্ষ্মী ভাবে পূজা করিয়াছেন। ইঁহাদের গৃহ যথার্থই শান্তি, পবিত্রতা ও কোমলতার আধার ছিল। যখনই ইঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি, তখনি উচ্চ সজীব ভাব ও প্রসন্নতা হৃদয়ে আসিয়াছে। যে দিক্ হইতে এই আদর্শ দম্পতীকে লক্ষ্য করিয়াছি, হৃদয় মোহিত হইয়াছে। যখন ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীটে (বর্ত্তমান City College গৃহে) ভারত আশ্রম প্রতিষ্ঠা হয়, তখন তৎসংলগ্ন স্ত্রীবিদ্যালয় ও নারীহিতৈষিণী সভায় বঙ্গ স্ত্রীজাতিকে উন্নত করিবার জন্য সাধু প্রতাপচন্দ্র উদার উন্নত মত প্রকাশ ও তৎসমুদয় কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সৌদামিনী দেবীকে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বসন ভূষণ শিক্ষা দীক্ষা সকল বিষয়ে

তাঁহার যে আদর্শ ছিল, পত্নীকে ঠিক সেই ভাবে পরিচালিত করিতে আজীবন প্রয়াস পাইয়াছিলেন এবং সুখের বিষয় অনেক অংশে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন।

১৮৬৯ সালে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার দিনে পবিত্র দীক্ষা গ্রহণ করি। তখন আমার বয়স অতি অল্প ছিল। এই পূজনীয় দম্পতী আমার মত নগণ্য বালিকাকে ঐ স্মরণীয় পবিত্র দিনে সস্নেহ ভাবে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবার জন্য সমবয়স্ক বন্ধুর ন্যায় যে সাহস ও উৎসাহ দানপূর্ব্বক মন্দিরে উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা কিরূপে ভুলিয়া যাইব?

সংসারের কঠোর নির্যাতনে, শোক দুঃখের ভীষণ বজ্রাঘাতে পীড়িত হইয়া ইঁহাদের অপার ভালবাসা ও সহানুভূতিসূচক অটল ধর্ম্মভাবপ্রসূত মধুর ব্যবহারে দগ্ধ প্রাণে অপরিসীম সান্ত্বনা লাভ করিয়াছি, ইঁহা কি ভুলিবার কথা? দুঃখ দুর্দ্দিনের সময় দার্জিলিঙে ইঁহাদিগকে কয়েক দিন গৃহে রাখিয়াছিলাম। আমার ক্ষুদ্র শিশুসন্তানগুলি ইঁহাদের কোমল সস্নেহ সরস ভাবে একান্ত অনুগত হইয়াছিল। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া গৃহকর্ম্ম করিয়া বেড়াইতাম, ২।১টী সঙ্গীত গাহিতাম, তাহাই দেখিয়া হঠাৎ "Goddess of energy" বলিয়া আমার নামকরণ করিয়াছিলেন। ৪ বৎসর অতীত হইল দার্জিলিং সহরে আমার ঘোরতর পারিবারিক বিয়োগ বজ্রাঘাতের মত হৃদয় ভগ্ন করে। তখনকার অবর্ণনীয় দিনে আমি তাঁহার পায়ে ধরিয়া বলিলাম, "কি করিয়া এ ভয়ানক বজ্রাঘাত সহ্য করিব?" তিনি ধীর প্রশান্তভাবে দৈনিক পুস্তকে লিখিয়া দিলেন "পবিত্র পরমাত্মা চির দিন তোমার সঙ্গে থাকুন।" এই নাম জপ করিয়া দুঃখজ্বালা অদ্যাপি ভুলিয়া সংসারে চলিবার বল লাভ করিতেছি. এজন্য পরলোকগত ধর্ম্মাত্মাকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাই। ইনি সহধর্ম্মিণীকে জ্ঞানধর্ম্মে উন্নত ও ধর্ম্মপথে আপনার সঙ্গিনী করিতে যেরূপ হৃদয় মন দিয়া চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, প্রত্যেক স্বামীর তাহা অনুকরণ-যোগ্য। শ্রদ্ধেয়া সৌদামিনী দেবীও সংসারে একা যে ভাবে স্বামীর সকল বোঝা স্কন্ধে গ্রহণপূর্ব্বক সম্পূর্ণ মুক্তভাবে তাঁহাকে স্বীয় পথে চলিবার জন্য এত কাল বল দিয়াছেন—অবিচলিত ভাবে কঠোর রোগে ঘোরতর পরীক্ষায় অটল ভাবে স্বামীর পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়াছিলেন, তাহা লক্ষ্য করিয়া আমরা বিমুগ্ধ হইয়াছি। ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি শোকাতুরা এই ধার্ম্মিকা মহিলা ধর্ম্মের বলে বলবতী হইয়া তাঁহার পতির শিক্ষা ও ধর্ম্মভাব নারীজাতির মধ্যে প্রচার করুন্ ও তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত হইয়া ধন্য হউন্।"

প্রবচন সংগ্রহ।*

অ।

১। অঋণী চাপ্রবাসী চ
স বারিচর মোদতে। (১)

২। অকর্ম্মা নাপিতের ধামাভরা ক্ষুর।

৩। অকস্মাৎ বজ্রাঘাত।

৪। অকাল কুষ্মাণ্ড। (২)

৫। অকাল বোধন। (৩)

৬। অকালে সকাল।

৭। অকালে না নোঁয় বাঁশ,
বাঁশ করে টাঁস টাঁস।

৮। অকালের তাল বড় মিষ্টি।

৯। অকূল পাথার।

১০। অকেজো বউ, লাউ কুটতে দড়।

১১। অগস্ত্য যাত্রা। (৪)

১২। অগাধ জলের মাছ। (১)

১৩। অগুণ মানুষ গুণ না চিনে,
মুষা না চিনে বিড়ালী;
অপ্রেমিক প্রেম না চিনে,
কাঠ না চিনে কুড়ালী।

১৪। অগুরু চন্দন ফেলে চায় সেওড়া
কাঠ,
কোকিলের ধ্বনি ফেলে বাঁদরের
নাট।

১৫। অঘটন ঘটান।

১৬। অঘটীর ঘটী হল,
জল খেতে খেতে প্রাণ গেল।

১৭। অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন
মুঞ্চতি।

১৮। অজবুক বা অজগর (নির্বুদ্ধি)।

১৯। অজাযুদ্ধ। (২)

(১) মহাভারতের আখ্যায়িকায় বকরূপী ধর্ম্ম যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করেন সুখী কে? তাহার উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেন—অঋণী ও অপ্রবাসী ব্যক্তি সুখী।

(২) অকালের কুমড়া কোনও কাজের নয়। যে লোক কোনও কাজের নয়, একে আর করে, তাহাকে 'অকাল কুষ্মাণ্ড' বলে।

(৩) রাবণবধার্থ শ্রীরামচন্দ্রের অকাল আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা প্রবাদ।

(৪) পুরাণে বর্ণিত আছে যে বিন্ধ্যাচল ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া স্বর্গ স্পর্শ করিতে যাইতেছিল, অগস্ত্য মুনিকে তাহার নিকট দিয়া যাইতে দেখিয়া সে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করিল, তাহাতে অগস্ত্য বলিলেন যে পর্য্যন্ত আমি ফিরিয়া না আসি, মস্তক তুলিবে না। অগস্ত্য আর ফিরিলেন না, বিন্ধ্যও নত হইয়া রহিল। হিন্দুমতে অগস্ত্য যাত্রার দিনে অন্যত্র যাত্রা করিলে আর ফিরিতে হয় না।

(১) অগাধজলসঞ্চারে, বিকারো নাস্তি রোহিতঃ। গণ্ডূষজলমাত্রেষু সফরী ফর্ফরায়তে॥

(২) অজাযুদ্ধং ঋষিশ্রাদ্ধং প্রভাতে মেঘডম্বরঃ। দম্পতীকলহশ্চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া॥

* বামাবোধিনীতে ইতিপূর্ব্বে যে প্রবচন-সংগ্রহ প্রকাশিত হয়, তাহা অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছে। পুস্তকাকারে যেরূপ প্রকাশকের ইচ্ছা, তাহার নমুনা দেওয়া গেল। 'অ'কারাদিতে প্রবচন আরও কাহারও কিছু জানা থাকিলে পাঠাইতে পারেন। বা, বো, স।

২০। অজীর্ণে ভোজনং বিষং।

২১। অজ্ঞান-কৃত পাপের ক্ষমা আছে, জ্ঞান কৃত পাপের ক্ষমা নাই।

২২। অজ্ঞানে করে পাপ,
জ্ঞান হলে হরে;
সজ্ঞানে করে পাপ,
সঙ্গে সঙ্গে ফিরে।

২৩। অতিদর্পে হতা লঙ্কা
অতিমানে চ কৌরবাঃ।
অতিদানে বলির্বদ্ধঃ
সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতং।

২৪। অতি বড় সুন্দরী না পায় বর,
অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর।

২৫। অতি বড় সোদর,
তিন দিন আদর।

২৬। অতি বাড় বেড় না,
ঝড়েতে উড়াবে,
অতি ছোট হ'ওনা,
ছাগলে মুড়াবে।

২৭। অতি বাড়ে পতন।

২৮। অতি বুদ্ধির হা ভাত।

২৯। অতিভক্তি চোরের লক্ষণ।

৩০। অতি লোভে তাঁতী নষ্ট।

৩১। অতি সোদর হয়, গালে তুলে
দেয়,
চিক্‌লেত (গিললে) হয়।

৩২। অবস্তের দন্ত হ'ল,
কামড় খেতে প্রাণ গেল।

৩৩। অদন্তের হাসি,
দেখতে ভালবাসি।

৩৪। অদাতা বংশদোষেণ।

৩৫। অদৃষ্টের ফের।

৩৬। অন্ধ ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ। (১)

৩৭। অধনেন ধনং প্রাপ্য
তৃণবৎ মন্যতে জগৎ।

৩৮। অধম উত্তম হয় উত্তমের সাথে,
পুষ্পসহ উঠে কীট দেবতার
মাথে।

৩৯। অধিকন্তু ন দোষায়।

৪০। অনভ্যাসের ফোঁটা, কপাল চট চট করে।

৪১। অনায়কা বিনশ্যন্তি
নশ্যন্তি শিশুনায়কাঃ।
স্ত্রীনায়কা বিনশ্যন্তি
নশ্যন্তি বহুনায়কাঃ।

৪২। অনাহারী ম্যাজিষ্ট্রেট। (২)

৪৩। অনুস্বর দিলে যদি সংস্কৃত হয়,
তবে কেন রামসুন্দর মাচার
তলে রয়।

৪৪। অনেক দুর্ভাগা যার ঘরে
নাই মা,
অনেক দুর্ভাগ্য যার ঘরে
নাই ছা।

৪৫। অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।

৪৬। অন্ধ জাগো? না কিবা রাত্রি কিবা দিন।

(১) হিতোপদেশে শৃগালের গল্পে আছে, এক শৃগাল মানুষ, মৃগ, শূকর এত খাদ্য পাইয়াও খাদ্য যেন তাহার কিছুই নাই, সেই জন্য ধনুকের ছিলা খাইতে গিয়া গলায় ফাঁস লাগিয়া মরিয়া যায়। প্রসারে অতি দরিদ্র বুঝায়।

(২) অনরারী বা অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের শ্লেষোক্তি।



নারী-হিতৈষী স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

সৌম্যমূর্ত্তি স্নিগ্ধদৃষ্টি প্রেমে ঢল ঢল,
ধর্ম্মপ্রাণ সুপণ্ডিত বিশ্বাসে অটল,
বাগ্মিতায় চমৎকৃত করিয়া জগৎ
ধর্ম্মপ্রচারক ব্রত সাধিলে মহৎ।
ধারণ করিয়া সিদ্ধ হস্তে সুলেখনী,
রচিয়াছ কত গ্রন্থ অমৃতের খনি।
নারীজাতি-হিতকল্পে কতই উদ্যম,
যুবাদের উন্নতিতে কত পরিশ্রম!
গুরু-ভক্তি, দলপ্রীতি, ভাবের উচ্ছ্বাস
হ'লেও প্রবল, ছিল অসত্যের ত্রাস।

সত্য-অনুরোধে কত সহিলে পীড়ন,
দুর্ব্বাক্য লাঞ্ছনা ঘৃণা নিন্দা অযতন!
বিপদের বিদ্যালয়ে হয়ে সুশিক্ষিত,
অশ্রুজলে মলিনতা করি প্রক্ষালিত,
জীবন-সর্ব্বস্ব ধনে করি হৃদি-ধন,
তাঁর পদে করেছিলে আত্ম-সমর্পণ।
সাংঘাতিক রোগে তাই কিবা শান্ত ভাব!
শোক তাপ মৃত্যুজয়ী ধর্ম্মের প্রভাব।
শান্তি তরে বড় সাধ ছিল তব মনে,
লভিয়াছ চির শান্তি শান্তি-নিকেতনে।

৪৭। অন্ধকার ঘোরঘুট্টি,
চোরের মার কুরকুট্টি।

৪৮। অন্ধকারে ঢিল মারা বা ঢিল ছোড়া।

৪৯। অন্ধমুনির শাপ। (১)

৫০। অন্ধের হাতে দর্পণ বা অন্ধকে দর্পণ দেখান।

৫১। অন্ধের হাতে দীপ।

৫২। অন্ধের লড়ী।

৫৩। অন্ন ব্রহ্ম।

৫৪। অন্নচিন্তা চমৎকার।

৫৫। অন্নদানের পর দান নাই।

৫৬। অন্ন দেখে দেবে ঘি,
পাত্র দেখে দেবে ঝি।

৫৭। অন্ন নাই ঘরে, তার মানে কিবা করে?

৫৮। অন্নবিনা ছন্নছাড়া।

৫৯। অন্ত লোকে ভুষা দেয়
ভাগ্যে আমি চিনি।

৬০। অপব্যয়ে লক্ষ্মী ছাড়ে।

৬১। অন্নকাঙ্গালি যায় নগরে নগরে,
বস্ত্রকাঙ্গালি যায় বনের ভিতরে।

৬২। অন্নমূলং বলং পুংসাং।

৬৩। অন্ধের মন অন্ত দিকে,
চোরের মন বোচকার দিকে।

৬৪। অপরং বা কিং ভবিষ্যতি। (২)

৬৫। অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং।

৬৬। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

৬৭। অবাক্ কলি পাপে ভরা।

৬৮। অবাক্ কল্কি ভনি,
অম্বলে দিলি দধি।

৬৯। অবাক্ কল্কে নাকের নতে,
কাজ কি আমার কানবালাতে?

৭০। অবাক্ বুড় রসের শুঁড়।

৭১। অবাক্ সৃষ্টি, গুড়ে নাই মিষ্টি।

৭২। অবুঝে বুঝাব কত বুঝ নাহি মানে,
ঢেঁকিরে বুঝাব কত নিত্য ধান ভানে।

৭৩। অবোধেরে ঠকায় বোধায়,
বোধারে ঠকায় খোদায়।

৭৪। অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ।

৭৫। অভাগ্র বর্ষাকাল,
হরিণী চাটে বাঘের গাল।
শোন হরিণী তোরে কই,
সময়গুণে সবই সই।

৭৬। অভাগীর কপাল ফাটা,
তিন ঠাঁই তার ইঁদুর কাটা।

৭৭। অভিমানে বালির দত্ত যান গড়াগড়ি। (১)

(১) শাপে বর। অপুত্রক রাজা দশরথকে পুত্রশোকে মরিবে বলিয়া অন্ধমুনি শাপ দেন। রাজা এই শাপে পুত্র লাভ করেন।

(২) কোজনং বস্ত্রভত্ত্রাস্য শয়নং হট্টমন্দিরে। মরণং গোমতী-তীরে অপরং কিং ভবিষ্যতি।

(১) কনৌজ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত পাঁচ জন কায়স্থ আদিশূরের যজ্ঞে আসেন। ঘোষ, বসু, মিত্র ব্রাহ্মণের চাকর বলিয়া পরিচয় দিয়া কুলীন হন। "দত্ত বলেন ভৃত্য নহি শুন মহীপাল।" দত্ত এই জন্য অভিমানী বলিয়া নিন্দাভাজন হইলেন।

৭৮। অবোধের গোবধে আনন্দ।

৭৯। অভাগা যদ্যপি চায়,
সাগর শুকায়ে যায়,
হেদে লক্ষী হয় লক্ষীছাড়া।

৮০। অভাবে স্বভাব নষ্ট।

৮১। অভিমানী ছুয়ো,
নেতি পেতে শুয়ো।

৮২। অভেদাত্মা হরিহর।

৮৩। অভ্যাসে বিদ্যা, ভাগ্যে ফল। (১)

৮৪। অমানুষে মানুষ নিন্দে,
বদ্না নিন্দে ঝারী।
জোনাকি পোকায় সূর্য্যে নিন্দে,
ঐ দুঃখে মরি।

৮৫। অমাবস্যার চাঁদ।

৮৬। অমৃতং বালভাষিতং।

৮৭। অমৃতে অরুচি কার?

৮৮। অযোধ্যার রঘু,
আর বাঁশবনের ঘুঘু।

৮৯। অরণ্যে রোদন।

৯০। অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং।

৯১। অর্থেন সর্ব্বে বশাঃ।

৯২। অর্দ্ধচন্দ্র দান। (২)

৯৩। অর্দ্ধেক রথে, অর্দ্ধেক পথে।

৯৪। অলভ্যের বাণিজ্য কচকচি সার।

৯৫। অলকা তিলকা সার।

৯৬। অলক্ষীর দ্বিগুণ ক্ষুধা।

৯৭। অলক্ষীর হাটের বাজনা সার।

(১) অভ্যাসানুসারী বিদ্যা, বুদ্ধিঃ কর্ম্মানুসারিণী। উদ্যোগানুসারি ভাগ্যং ফলং ভাগ্যানুসারি চ।

(২) গলা ধাক্কা দেওয়া।

৯৮। অল্প জলের তিত পুঁটি।
তার এত ফটফটি?

৯৯। অল্প টাকায় মহাজনি করে,
খাতক থাকিতে মহাজন মরে।

১০০। অশথ কেটে বসত করি,
সতিন কেটে আলতা পরি।

১০১। অশ্বতরী গর্ভ ধরে আপনা নাশিতে।

১০২। অশ্বথামা হত ইতি গজঃ। (১)

১০৩। অষ্টাঙ্গে আসলা।
গোদা পায়ে পাস্‌লা।

১০৪। অষ্টাঙ্গে ব্যথা, অষুদ দিব কোথা?

১০৫। অষ্ট রম্ভা।

১০৬। অষ্ট বজ্র এক ঠাঁই।

১০৭। অষ্টমীর পাঁটা।

১০৮। অসতী সতী নিন্দে,
ঘৃত নিন্দে মাতাল।

(১) সত্যের ভাণে মিথ্যা কহা। দ্রোণাচার্য্যের পুত্রের নাম অশ্বত্থামা আর রাজা দুর্য্যোধনের এক হস্তীর নাম অশ্বত্থামা ছিল। দ্রোণাচার্য্য যখন সেনানায়ক হইয়া পাণ্ডবসৈন্য দলন করিতেছিলেন, অশ্বত্থামা হস্তী তখন হত হয়। শ্রীকৃষ্ণের কৌশলে দ্রোণাচার্য্যকে ক্ষান্ত করিবার জন্য সকলেই বলিতে লাগিল অশ্বত্থামা মারা গিয়াছে। সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরের মুখে সত্য সংবাদ পাইবার জন্য দ্রোণাচার্য্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন। যুধিষ্ঠির উচ্চ স্বরে বলিলেন "অশ্বত্থামা হতঃ" আর "ইতি গজঃ" মৃদুস্বরে বলিলেন। দ্রোণাচার্য্য পুত্রহারা হইয়াছেন ভাবিয়া যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া শত্রুদল কর্তৃক পরাস্ত ও হত হইলেন। এই মিথ্যার জন্য যুধিষ্ঠিরকে নরক দর্শন করিতে হইয়াছিল।

কুলটায় পতি নিন্দে,
চোরে নিন্দে কোটাল।

১০৯। অসন্তুষ্টো দ্বিজো নষ্টঃ
সন্তুষ্ট ইব পার্থিবঃ।

১১০। অসারে খলু সংসারে,
সারঃ শ্বশুরমন্দিরঃ।
হিমালয়ে হরঃ শেতে,
হরিঃ শেতে মহোদধৌ।

১১১। অসারের তর্জ্জন গর্জ্জন সার।

১১২। অপৈল সইতে নারি,
থালায় জল রেখে ডুবে মরি
(সিকের বসে ঝুলে মরি!)

১১৩। অস্থি ভাজ ভাজ।

১১৪। অস্থিতপঞ্চম।

১১৫। অহঙ্কার পতনের মূল।

১১৬। অহিনকুল সম্বন্ধ।

১১৭। অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ।

স্নেহোপহার।

(শ্রীমান্ সত্যসুন্দর দেবের জাপান হইতে স্বদেশ-প্রত্যাগমন উপলক্ষে লিখিত।)

মাতৃভূমির উক্তি।

(১)

আয় বাবা আয়;
মা বাপের প্রাণধন,
জীবনের আভরণ,
আঁধারি সে যুগ হৃদি, মাগিয়া বিদায়
গিয়াছিলে দূর দেশ,
সয়েছে কতই ক্লেশ,
ভাইবোন বন্ধুগণ ছাড়িয়া তোমায়;
সুকুমার তনু তোর,
প্রবাসে যাতনা ঘোর,
বিধাতা করিলা রক্ষা দেব-করুণায়,
আনন্দে ঘরের ছেলে আয় ঘরে আয়।

(২)

শুনি তোর কীর্ত্তি-কথা,
ভুলিনু অসহ্য ব্যথা,
মুছিয়াছ বাঙ্গালির কলঙ্কের কালি;
শিখিয়াছ বাপ ধন,
শিল্প, চিত্র আরো রণ, *
শিরে দেছে জয়লক্ষ্মী শুভাশীষ ঢালি!

(৩)

যারা কহে গর্ব্বে মাতি
"বাঙ্গালি অধম জাতি—
দাসত্বে সন্তুষ্ট শুধু, কাপুরুষপনা।"
তারা কি দেখেছে চেয়ে,
বাঙ্গালির রক্তে ছেয়ে
আছে পূত আর্য্য-লোহ, সেই অগ্নিকণা?

(৪)

বল বাবা, কি দেখিলে,
কি শুনিলে কি শিখিলে,
আসিয়ার ভাগ্য-ভানু উদিত জাপানে;

---

* এই বালকটী জাপানে জলটিয়ার হইয়াছিল এবং পরীক্ষায় পঞ্চমস্থানীয় হইয়া পুরস্কার পাইয়াছে।

সেই বীর-রাজ্যে ঘুরে,
কি এনেছ প্রাণে পুরে?
সে শুভকাহিনী কহ এ তৃষিত প্রাণে।

(৫)
একতা, উদ্যম, ধৈর্য্য,
দৃঢ়তা, দক্ষতা, স্থৈর্য্য,
দয়া, ধর্ম্ম, সহিষ্ণুতা, প্রতিজ্ঞা অটল,
চরিত্রের পবিত্রতা,
বীরত্বের অমত্ততা,
এনেছ কি প্রাণাধিক, মায়ের সম্বল?

(৬)
দেখ বাছা দেখ চাহি,
এ আমি সে আমি নহি—
রাজ-দণ্ডে দুই খণ্ডে বিদীর্ণ হৃদয়;
সেই দিন আর নাই,
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই,
এ বাদ সাধিল কোন নিঠুর নিদয়।

(৭)
সে আঘাতে নাহি দুখ,
ভেঙে গেছে ভাঙা বুক,
যম-দণ্ড রাজ-দণ্ড একই সমান।
আয় তোরা আয় বুকে,
কোটি কোটি সোণামুখে,
"বন্দে মাতরম্" গাহি প্রাণের সন্তান।

(৮)
আয় বাবা আয় ঘরে,
তিন বরষের পরে,
বিধাতার শুভাশীষ লইয়া মাথায়;
আলো কর গৃহ-কক্ষ,
জনক-জননী-বক্ষ,
আলো কর দেশ তব সুযশঃ-প্রভায়।

লেখিকা—বঙ্গবাসিনী।

দাদা মহাশয়ের অভিনন্দন।

১
ঘরে এস প্রিয়ধন হে সত্যসুন্দর!
কতদিন আশা করে রয়েছি তোমার তরে,
তুমি এসে জুড়াইবে তাপিত অন্তর।

২
সেই এক দিন, আর এই এক দিন,
যে দিন বিভুর পায় সঁপিয়া দিয়া তোমায়,
বিদায় লইনু সবে বদন মলিন!

৩
আজি কি আনন্দ-জ্যোতি চারিদিকে ভায়!
হেরিয়া তোমার মুখ উপজে অপার সুখ,
আত্মজন ডাকি সবে দেখিতে তোমায়।

৪
ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে, বাঁধি তব গলে
অক্ষয় কবচ—নাম, বিঘ্নহর প্রাণারাম,
দিলাম ভাসায়ে তোমা সপ্ত সিন্ধুজলে।

৫
অকূলে তোমায় কূল দিলেন শ্রীহরি,
প্রেমচক্ষে পদে পদে রাখিলেন নিরাপদে,
পালিলেন মাতৃসম স্নেহবক্ষে ধরি।

৬
বিদেশ স্বদেশ-সম হয়েছিল তাই;
পর হলো আপনার, স্নেহ দয়া করুণার
কত নিদর্শন দেখিয়াছ কত ঠাঁই!

৭
"ব্রহ্মকৃপা হি কেবলং" জেনো জেনো সার,
তোমার যে বল বুদ্ধি, উদ্যোগ সাধনা সিদ্ধি—
সব করুণার দান বিশ্ব-বিধাতার।

৮

পাগলিনী জননী তোমারে হারাইয়া,
পিতা জীর্ণ তনুক্ষীণ চিন্তাকুল অনুদিন,
সর্ব্বত্যাগী ভিখারী সে তোমার লাগিয়া।

৯

ভাই ভগ্নীগণ আর আত্মীয় স্বজন
তোমার কল্যাণ তরে সকাতরে যোড়করে
বিভুপদে কত শত করেছে প্রার্থন!

১০

আজি পূরিয়াছে সবাকার মনস্কাম;
এস তুমি এস ঘরে, প্রীতি-প্রফুল্ল অন্তরে,
সবে মিলে গাই পুনঃ দয়াময়-নাম।

১১

কতজনে দেখেছিলে দেখিবে না আর;
যে মহর্ষি দীক্ষাগুরু, যে রাজেন্দ্র শিক্ষা-গুরু,
সকলেই গিয়াছেন ভবার্ণব-পার।

১২

আমরাও যাই যাই, দেখিতে তোমায়
আছি হেথা কয় দিন, সাহস সামর্থ্যহীন,
তোমারে দেখিয়া সুখে লইব বিদায়।

১৩

একটী স্বর্গের দূত আসিয়াছে ঘরে;
দেখ নাই দেখ তারে, ধন্য বলি বিধাতারে,
উৎসুক তোমায় সে যে দেখিবার তরে।

১৪

সবাকার সুখ শান্তি করহ বর্দ্ধন;
বিদেশ হইতে ধন করিলে যা উপার্জ্জন,
স্বদেশের হিতে তাহা কর বিতরণ।

১৫

মাতৃভূমি ভারতের বড় দুঃসময়;
বিকারী রোগীর প্রায় জাগিয়াছে শুধু হায়!
দেখিবারে আপনার জীবন-সংশয়।

১৬

জীবন্ত জাপান হ'তে তুমি প্রত্যাগত;
কত তার গুণগান করেছ ভরিয়া প্রাণ,
সঞ্জীবন মন্ত্রে তার বাঁচাও ভারত।

১৭

দেহ মন প্রাণ সব করি সমর্পণ
খাট মাতৃভূমি তরে নিরলসে অকাতরে
দেবতা-প্রসাদ শিরে করিয়া ধারণ।

১৮

শুভ আশীর্ব্বাদ দান করি প্রাণভরে—
চিরজীবী হয়ে রও, সুপুত্র সুব্রত হও,
ধার্ম্মিক সমৃদ্ধ সুখী বিধাতার বরে।

১৯

পিতা মাতা হউন কৃতার্থ তব গুণে;
মাতৃভূমি হোক ধন্য, ধরণী কৃতার্থমন্য,
সবে সুখী তোমার সুযশ-বার্ত্তা শুনে।

২৩-১১-০৫

সাধুবাক্য।

১। পিতা মাতাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি—সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া জ্ঞান করিবে ও সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বদা তাঁহাদের সেবা করিবে।

২। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য ও জ্যেষ্ঠা ভগিনী মাতৃসদৃশী। কনিষ্ঠেরা জ্যেষ্ঠগণকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিবে এবং জ্যেষ্ঠগণ কনিষ্ঠদিগকে স্নেহ করিবে।

৩। ভাই ভগ্নীগণ প্রেমে মিলিয়া একত্র বাস করিলে, তাহাই পৃথিবীতে স্বর্গের দৃশ্য।

৪। কেহ আঘাত করিলে তাহার পরিবর্ত্তে আঘাত করিবে না, কেহ গালি দিলে তাহার পরিবর্ত্তে গালি দিবে না; কিন্তু যাহারা অপকার করে, তাহাদের উপকার কর এবং যাহারা গালি দেয়, তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর।

৫। ক্ষমা দ্বারা ক্রোধকে জয় করিবে, সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে পরাজয় করিবে, হিংস্র ব্যক্তিকে দয়া দ্বারা এবং অসত্যকে সত্য দ্বারা জয় করিবে।

৬। পরস্পরে পরস্পরের ভার বহন কর, সবল ভাই-ভগ্নী দুর্ব্বল ভাই-ভগ্নীর সাহায্য কর, যে কেহ বড় হইতে চাও, সে ছোট হও।

৭। আমরা যেন পরস্পরকে প্রীতি করি, কারণ প্রীতি ঈশ্বরের; যে প্রীতি করে, সে ঈশ্বরের প্রকৃত সন্তান এবং ঈশ্বরের জ্ঞানে জ্ঞানী। কিন্তু যে ভাই-ভগ্নীকে ঘৃণা করে, সে অন্ধকারে বাস করে, অন্ধকারে ভ্রমণ করে এবং কোথায় যাইতেছে তাহা জানে না।

৮। ঈশ্বর করুন্ তিনি যেমন আমাদিগের একমাত্র পিতা মাতা ও মুক্তিদাতা, আমরা যেন সেইরূপ সদ্ভাবে পরস্পরে মিলিত হইয়া বাস করি এবং পরস্পরের দোষ ক্ষমা করিয়া পরস্পরের সেবা করি।

৯। এক ব্যক্তি যদি সমুদয় পৃথিবীর ধন ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয় এবং আত্মার সদ্গতি হইতে বঞ্চিত থাকে, তাহাতে তাহার কি লাভ?

১০। এই পৃথিবীতে অনেক লোক বৃথা জ্ঞানগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া মারা যায় এবং ঈশ্বরের সেবায় যত্নবান্ হয় না।

১১। প্রভু! রক্ত মাংস যেন আমাকে পরাভব না করে—কখনই যেন পরাভব না করে।

১২। সংসার এবং সংসারের ক্ষণস্থায়ী গৌরবে আমি যেন প্রতারিত না হই। সংসার এবং সংসারের বাসনা বিনাশ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু যিনি ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুগত হন, তিনি চিরজীবী হইয়া থাকেন।

১৩। তুমি বল আমি ধনী, ঐশ্বর্য্যশালী এবং আমার কিছুরই অভাব নাই; কিন্তু তুমি কি জান না যে তুমি দরিদ্র, দুর্ভাগা, অন্নবস্ত্রহীন অন্ধ?

১৪। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ কর, কারণ তিনি দয়ালু ও তাঁহার করুণা চিরকাল সমান।

১৫। পিতা মাতা যেমন সন্তানদিগকে স্নেহ করেন, ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে সেইরূপ স্নেহ করিয়া থাকেন।

১৬। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ কর, তাঁহার নাম কীর্ত্তন কর এবং তাঁহার মহৎ কার্য্য সকল জগদ্বাসীদিগের নিকট প্রচার কর।

১৭। বাষ্পের ন্যায় ইহা অল্পক্ষণ দৃশ্যমান হইয়া কোথায় বিলীন হইয়া যায়।

১৮। মৃত্যু কেশাকর্ষণ করিতেছে,—এই ভাবিয়া যিনি জীবনে ধর্ম্মসাধন করেন, তিনিই ধন্য।

১৯। জীবন ছায়া, শিশির-বিন্দু, নিঃশ্বাসের বায়ু, ঠোঁটের হাসি, স্বপ্ন, প্রবহমান জলস্রোত।

২০। ঈশ্বরের বাণীর কখনও বিশ্রাম নাই; বাহিরে সংসারের কোলাহল এবং অন্তরে রিপুদিগের বিপ্লব, আমাদিগকে ব্যস্ত করিয়া রাখে—সেই জন্য সেই বাণী শুনিতে পাই না।

২১। যে আত্মা অন্তরস্থ ঈশ্বরের বাণী শুনিতে পায় ও তাঁহার মুখ হইতে সান্ত্বনা-বাক্য লাভ করে, সেই ধন্য।

২২। তোমরা কি জাননা যে তোমাদের শরীর ঈশ্বরের দেবমন্দির এবং সেই পরমাত্মা ইহার মধ্যে বিরাজমান?

২৩। ঈশ্বর তাঁহার ভক্তদিগের জন্য যে ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন, চক্ষু তাহা দেখে নাই, কর্ণ তাহা শুনে নাই, মন তাহা কল্পনা করিতেও সমর্থ হয় নাই।

২৪। যেমন শরীরের মধ্যে আত্মা, তেমনি আত্মার মধ্যে পরমাত্মা বাস করেন।

২৫। প্রভুর নিকট আমি একটী প্রার্থনা করিয়াছি এবং তাহারই জন্য চেষ্টা করিব, আমি যেন যাবজ্জীবন তাঁহার সৌন্দর্য্য দর্শন করি ও তাঁহার মন্দিরে তাঁহাকেই অন্বেষণ করি।

হিন্দু-মুসলমান-সম্মিলন।

গত ১৩ই অগ্রহায়ণ বুধবার পুণ্য ইদের দিন, ভারতসঙ্গীত-সমাজে হিন্দু ও মুসলমানগণের সান্ধ্য সম্মিলন হইয়াছিল। সভাভঙ্গের অব্যবহিত পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় ঐ বাটীর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি দ্বারস্থ সভ্যগণকর্ত্তৃক সাদরে সভাস্থলে আনীত হন। সভ্যগণ, সম্ভ্রান্ত মুসলমান ভ্রাতাদের নিকট কবিরত্ন মহাশয়ের পরিচয় দেওয়ায়, উপস্থিত প্রধান মৌলবী ও তাঁহার সহচরেরা সকলেই পরমানন্দে কবিরত্ন মহাশয়কে বার বার প্রগাঢ় আলিঙ্গন ও অভিবাদনাদি করিলেন। কবিরত্ন মহাশয়ও প্রীতিনির্ভরে প্রত্যালিঙ্গনাদি দ্বারা সকলকে আপ্যায়িত করিলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সহিত বৃদ্ধ মৌলবীর ও অন্যান্য মুসলমান ভ্রাতার তাদৃশ অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ-প্রেমের অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শনে পুলকিত হইয়া হিন্দু-মুসলমান সকলেই মুক্তকণ্ঠে বারংবার ঈশ্বরের নাম গ্রহণপূর্ব্বক জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন, এবং এই যুগল সম্মিলনকে হিন্দু-মুসলমানের

চির-সম্মিলনের মঙ্গলাচরণ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। সে সময় সমাগত হিন্দু-মুসলমান-মধ্যে যে কি এক প্রেমধারা উচ্ছলিত হইল! তাহা ব্যক্ত করা যায় না।

কবিরত্ন মহাশয় অনুরুদ্ধ হইয়া তৎকালে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

কবিরত্ন মহাশয়ের কথা;—হে হিন্দু-মুসলমান সোদরগণ! ঈশ্বর ও জন্মভূমি আমাদের সকলেরি পিতা-মাতা। এই একতাসূত্রে সকলের হৃদয়কে বন্ধন করাই আমাদের প্রকৃত রক্ষাসূত্র বা রাখীবন্ধন। এই অভেদ্য অক্ষয় সম্বন্ধই হিন্দু-মুসলমানের সাধারণ সংযোগ-ভূমি বা সন্ধিস্থল। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই আস্তিক। যে, যে নামে, যেরূপে ডাকুক ও উপাসনা করুক, সেই একই ঈশ্বরকে ডাকে ও উপাসনা করে। একই পদার্থ, নামভেদে কখনও বিভিন্ন হয় না। হিন্দু ও মুসলমান, যে যাহা পানাহার করুক, তাহা এই একই জন্মভূমির রস। হিন্দু ও মুসলমান, যে যথায় শয়ন করুক, তাহা এই একই জন্মভূমির ক্রোড়। এ দেশের উপর হিন্দু-মুসলমান উভয়েরি ঈশ্বরদত্ত, পৈতৃক, মাতৃক, স্বাভাবিক স্বত্ব। উভয়েরি অস্থি, মাংস, মজ্জা, শোণিত, প্রাণময় ও অন্নময় কোষ সকলি এই মাতৃভূমির উপাদানে সৃষ্ট ও পুষ্ট। এমন প্রাণের সম্বন্ধ, হৃদয়ের টান, ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান-মধ্যে যেমন, জগতে আর কাহারও সহিত আমাদের তেমনটী নাই এবং থাকিতেও পারে না। হিন্দু-মুসলমান-মধ্যে সদ্ভাব নিত্যই পরিবর্দ্ধিত হউক, আমরা উভয়ে ভারত-মাতার সমরক্ত—সমপ্রাণ—সমহৃদয়—একাত্মা, যমজ-পুত্র। যে স্থলে উভয় সন্তান এক মাতার শুন্য সমভাবে পান করে, সে স্থলে সেই মাতার শোণিত ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, সেই মাতার রসধাতু বিশোষিত হইলে, যেমন উভয় সন্তান সমকালে সমভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তেমনি এই মাতৃভূমির সার-সত্ত্ব ক্ষয় পাইলে, হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই সমকালে সমভাবে ক্ষয় পাইতে হইবে। যখন স্বয়ং ঈশ্বর এদেশের হিন্দু-মুসলমানকে জীবন মরণের এই একীভূত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সংযুক্ত করিয়াছেন, তখন যে হিন্দু মুসলমানকে বিদ্বেষ করেন, তিনি আত্মদ্রোহী ও আত্মঘাতী; এবং যে মুসলমান হিন্দুকে বিদ্বেষ করেন, তিনি আত্মদ্রোহী ও আত্মঘাতী। অন্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, কিন্তু আত্মদ্রোহের—আত্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত নাই।

বর্ত্তমান আন্দোলনে আমার বক্তব্য এই;—আমাদের আত্মায় ধর্ম্মবল বদ্ধমূল এবং সেই সঙ্গে পুরুষকার সমঞ্জসভাবে মিলিত হইলে, তবেই আমরা সফলতার পথে অগ্রসর হইব। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন;—

"নাব্রহ্ম ক্ষত্রমৃধ্নোতি নাক্ষত্রং বর্দ্ধতে তপঃ।
ব্রহ্ম ক্ষত্রং চ সম্পৃক্তমিহ চামুত্র বর্দ্ধতে॥"

অর্থাৎ ধর্ম্মবলশূন্য বাহুবলের স্থায়ী

বিকাশ হয় না, বাহুবলশূন্য ধর্ম্মবলেরও স্থায়ী বিকাশ হয় না। সমঞ্জসভাবে এই উভয় বলের অচ্ছেদ্য সংযোগই চির-স্থায়ী উন্নতির মূল।

অহো! আজি আমি এই ঋষিতুল্য পূজনীয় বৃদ্ধ মৌলবী মহাত্মার এবং তদনু-রূপ কতিপয় মুসলমান সাধুর অশ্রুসিক্ত-সকম্প—গাঢ়—ঘন ঘন আলিঙ্গনে যে আনন্দ পাইলাম, তাহা আমার সেই প্রত্যক্ষ ঈশ্বর ৺পিতা-মাতার আলিঙ্গনেও পাই নাই। বিজয়ার দিন দেবী-মণ্ডপে অসংখ্য আত্মীয়ের প্রাণভরা প্রেমালিঙ্গন, আজিকার এ আলিঙ্গনের নিকট তুচ্ছ। এ আলিঙ্গনে আমার অন্তরাত্মা ও নাড়ী-চক্র অভূতপূর্ব্ব প্রেমে দ্রব হইয়া গেল! এ আনন্দ আমার অমর আত্মায় চিদানন্দ-রূপে থাকিয়া যাইবে। আর কিছুই বলিতে পারি না, আমায় ক্ষমা করুন।

বিবিধ তত্ত্ব।

১। একটা হাতীর শুঁড়ে যত মাংস-পেশী আছে, অন্য জন্তুর সমুদায় শরীরে তাহা নাই। মনুষ্য-শরীরের মাংসপেশীর সংখ্যা ৫২৭, কিন্তু প্রাণিতত্ত্ববিদ্ কুবীয়ের মতে হস্তিশুণ্ডে মাংসপেশী ৪০ সহস্রের অধিক। এই জন্য ইহা এত নমনীয়, গতিশীল এবং স্পর্শপ্রবণ।

২। তিমি মৎস্য সকল জন্তু অপেক্ষা বৃহৎ। একটা গ্রীণলণ্ড তিমির ওজন ১০০ টন বা ২৮০০ মণ, ইহা ৮৮টা হাতী এবং ৪৪০টা ভল্লুকের ওজনের সমান। বল্‌টিক সাগরের তীরে যে তিমি-পঞ্জর পাওয়া গিয়াছে, তাহা দেখিয়া অনুমান হয়, তাহার শরীর গ্রীণলণ্ড তিমি অপেক্ষা ২৭ গুণ বৃহৎ এবং ভারী ছিল!!

৩। স্থূলচর্ম্মী জন্তুদিগের মধ্যে তিমি একটী প্রধান। ইহার শরীর স্থানে স্থানে ২ বুরুল পুরু, কিন্তু অনেক স্থানে ২ ফুট পুরু। আমাদের দেশে গণ্ডার সর্ব্বাপেক্ষা স্থূলচর্ম্মী, তাহার চর্ম্ম সিংহ ব্যাঘ্রের নখরা-ঘাতে ছিন্ন হয় না, তরবারি ও সামান্য গুলিতে ভিন্ন হয় না। জলহস্তীর চর্ম্মও গণ্ডারের অনুরূপ। এই উভয় চর্ম্মে ঢাল প্রস্তুত হয়।

৪। ১৮১২ সালের ডবলিন ক্রিম্যান্স জর্ণালে একটী অদ্ভুত নরকঙ্কালের বর্ণনা আছে। ঐ সালে ১০ই জুলাই আয়র্লণ্ডের লিক্সলিপ নামক স্থানের সমাধিক্ষেত্র খুলিতে খুলিতে ইহা পাওয়া যায়। ইহা যে মনুষ্যের, সে ১০ ফুটের অধিক অর্থাৎ প্রায় ৭ হাত দীর্ঘ ছিল। তাহার একটী দাঁত অঙ্গুলী প্রমাণ দেখা গিয়াছিল।

৫। পতঙ্গদিগের যে শব্দ শুনা যায়, তাহা তাহাদিগের মুখ-বিনির্গত নয়, পতত্র-সঞ্চালন-জনিত। পতঙ্গের পাখা কত শীঘ্র স্পন্দিত হয়, মাসী নামক

প্রাণিতত্ত্ববিদ্ এক যন্ত্র দ্বারা তাহা নিরূপণ করিয়া লিখিয়াছেন—গৃহমক্ষিকা এক সেকণ্ডে ৩৩৫ বার এবং মৌমাছি ৪৪০ বার পাখা সঞ্চালন করে—মৌমাছির ক্লান্ত পক্ষেও এক সেকণ্ডে ৩৩০ বার স্পন্দন হয়। যে প্রজাপতির পাখা নড়িলে কোনও শব্দ হয় না, তাহারই পাখা দ্রুতবেগে স্পন্দিত হইয়া শব্দ করে। মশক বসিয়া থাকিলে শব্দ হয় না, যখন উড়িয়া পাখা নাড়ে, তখনই তাহার ডাক শুনা যায়।

৬। খৃষ্টাব্দ ১৩৭০ সালে ইউরোপে ক্লক ঘড়ী প্রথম নির্ম্মিত হয়। ইহার নির্ম্মাতা হেনরী ভিক্। ফরাসীরাজ ৫ম চার্লসের জন্য ইহা তৈয়ার হয়। ঘড়ীয়াল ৪ ঘটিকার স্থানে রোমান অঙ্ক IV লেখেন, রাজা চটিয়া বলেন সেই স্থানে ৪টী দাঁড়ী হইবে। তদনুসারে অঙ্ক সংশোধিত হয়। অদ্যাপি সেই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে।

৭। পাশ্চাত্য দেশে ২৪ ঘণ্টায় দিন এবং ৬০ মিনিটে ঘণ্টা প্রচলিত, এ গণনার প্রবর্ত্তক প্রাচীন বাবিলনের জ্যোতির্বিদ্‌গণ।

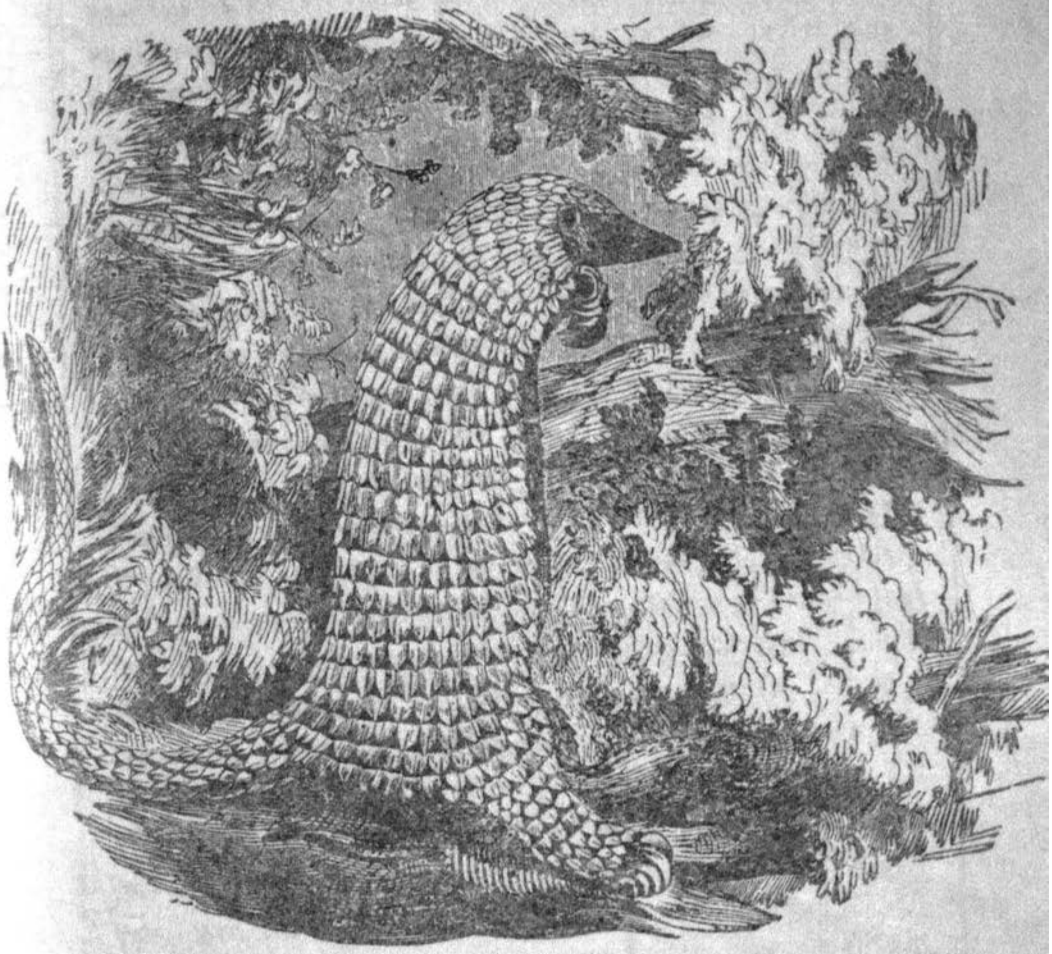
৮। গত ২১এ আগষ্ট সামোয়া দ্বীপে ভূমিকম্প হইয়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত হয়। ৫ দিন ধাতু-নিঃস্রব অবিশ্রান্ত বিনির্গত হইয়া চারিদিকে ৪ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়।

৯। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ২৪এ মে অগ্ন্যুৎপাতে সেণ্ট পিয়ারী মার্টিনিক দ্বীপ বিলুপ্ত হয়। তথায় অগ্ন্যুদ্গিরণে যে স্তূপ হয়, তাহা কখনও ক্ষুদ্র, কখনও বৃহদাকার, কখনও দৃশ্য, কখনও অদৃশ্য হইতেছে। ১৯০৩ মে মাসে ইহা দুর্গের মত ১০০০ ফিট উচ্চ হইয়া উঠে, ইহার নিম্নদেশের বেড় ৩০০ হইতে ৫০০ ফিট এবং চূড়াটী সমুদ্রতল হইতে ৫০০০ ফিট উর্দ্ধে উঠে। দর্শক হিলগ্রিন লেখেন পগোকাটাপিটেল, কলোরেডো বা অন্যান্য আগ্নেয়গিরির দুর্গ-চূড়া দেখিয়াছি, কিছুই এরূপ আশ্চর্য্য নয়।

১০। তালজাতীয় বৃক্ষের পাতা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। আমেজন নদীতীরে (Inaja palm) ইনাজা পাম নামে এক প্রকার তালবৃক্ষ জন্মে, তাহা দীর্ঘে ৩০ হইতে ৫০ ফিট এবং প্রস্থে ১০।১২ ফিট হয়। লঙ্কাদ্বীপে তালিপাত নামে তাল গাছ হয়, তাহা দীর্ঘে ২০ এবং প্রস্থে ১৮ ফিট। এই তালপাতায় সে দেশের লোক ঘর ছায়, তাহাতে বৃষ্টি নিবারণ হয়। ডবল নারিকেলের পাতা ৩০ ফিট লম্বা হয়।

১১। সাইবিরিয়ার শীতে যেমন জল জমিয়া বরফ হয়, সেইরূপ তৈল, ঘৃত ও দুগ্ধ জমাট হইয়া এত শক্ত হয় যে, ছুরি দিয়াও কাটা কঠিন। বাজারে ইষ্টক-খণ্ডের ন্যায় দুগ্ধখণ্ড বিক্রয় হয় এবং মৎস্য মাংস প্রভৃতি বরফে জমাইয়া রাখা হয়। বাজারে বরফে জমান মাছ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি ইটের পাঁজা বা কাটের গাদার ন্যায় বিক্রয়ার্থ সজ্জিত থাকে।

পাঙ্গোলিন।



ঈশ্বরের সৃষ্টি কতই বিচিত্র! আবার এই বিচিত্রতার মধ্যে কত আশ্চর্য্য বিচিত্রতা! বিবিধজাতীয় জীবের গাত্রা-বরণ পরীক্ষা করিলে ইহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষ বুদ্ধিজীবী, বুদ্ধি-কৌশলে শীত গ্রীষ্ম নানা সময়ের উপ-যোগী গাত্রবস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারে, আবার যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে হইলে ধাতু-নির্ম্মিত বর্ম্ম ও শিরস্ত্রাণ ধারণ করে। কিন্তু ইতর জীবদিগের প্রয়োজন জানিয়া বিধাতা তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং তাহাদ্বারা তাহাদের সকল অভাব পূর্ণ হইতেছে।

যে জন্তুর প্রতিকৃতি এখানে অঙ্কিত হইয়াছে, ইহা দেখিতে সরীসৃপের ন্যায়, কিন্তু বস্তুতঃ ইহা স্তন্যপায়ি-জাতিভুক্ত।

আর্ম্মেডিলো, পিপীলিকাভুক্, গ্লথ প্রভৃতির ন্যায় প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌দিগের মতে ইহা মানিয়শ্রেণীস্থ। আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, মালয় এবং নূতন মহাদ্বীপেও ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। মালয়বাসীরা ইহাকে পাঙ্গোলিন বলে।

পাঙ্গোলিন লাঙ্গুল ছাড়া ১ হইতে ৩ ফুট লম্বা। লাঙ্গুল ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, কাহারও খুব ছোট, কাহারও শরীরের দ্বিগুণ দীর্ঘ। ইহাদের পা এত ছোট যে, চলিলে যেন ভূমির উপর সাঁতরাইয়া যাইতেছে বোধ হয়। কর্ণ ক্ষুদ্র এবং জিব লম্বা ও কণ্টকময়, তাহা দ্বারা সহজে পিপীলিকা ধরা যায়। ইহাদের দেহাবরণই সর্ব্বাপেক্ষা চমৎকার। বহুসংখ্যক অস্থিময় শল্ক বা আঁইস, একটার খানিকটা উপরে আর একটা—তাহার উপর আর একটা পড়িয়া সমস্ত দেহকে সুন্দর সুসজ্জিত করিয়াছে। কেবল উদরের দিক্ অনাবৃত এবং কোন কোন শ্রেণীর লাঙ্গুলের অগ্রভাগ ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান শল্কের পরিবর্ত্তে লোমে আচ্ছাদিত। এই লোমে উদরও আবৃত। প্রত্যেক পায় পাঁচ পাঁচ অঙ্গুলি, প্রথম দুই অঙ্গুলির নখর সামান্য, কিন্তু তৃতীয় অঙ্গুলির নখর সুদীর্ঘ, বক্র ও পার্শ্বে চাপা, সম্মুখের পদদ্বয়ে ইহা বিশেষরূপ লক্ষিত হয়। ইহারা বেড়াইবার সময় অঙ্গুলি সম্মুখ ও পশ্চাতে এমন ছড়াইয়া দেয় যে, শরীরের ভারে নখরের কোনও ক্ষতি হয় না।

পাঙ্গোলিনের মুখ লম্বা, মসৃণ ও গোলাকার। ইহাদের আদৌ দন্ত নাই এবং অন্যান্য পিপীলিকাভুক্‌দিগের ন্যায় শক্ত আলজিব পশ্চাৎ দিকে গলার ভিতর পর্য্যন্ত প্রসারিত। নিম্নের চোয়াল পাতলা দুইখণ্ড অস্থিতে দাড়ীর নিকট মিলিত এবং মস্তকের অস্থির সহিত শিথিল ভাবে সংলগ্ন।

পাঙ্গোলিন প্রধানতঃ আসিয়া ও আফ্রিকায় দুই বিভিন্নজাতীয়। আসীয় জন্তুদিগের শল্ক মাথা হইতে লাঙ্গুল পর্য্যন্ত বিস্তৃত, শল্কের মধ্যে মধ্যে লোম আছে এবং লাঙ্গুলের অগ্রভাগ অনাবৃত থাকাতে স্পর্শেন্দ্রিয়ের কার্য্য করে। ইহাদের ছোট ছোট কর্ণও আছে। আফ্রিক জন্তুদের লাঙ্গুলের ২।৩ বুরুল ঊর্দ্ধে মধ্য শল্কশ্রেণী দুই ভাগে বিভক্ত এবং তাহাদের বাহিরের শ্রবণেন্দ্রিয় বা কর্ণ নাই। ইহাদের ৪ উপজাতি—দীর্ঘ লাঙ্গুল, শ্বেতোদর, ক্ষুদ্র-লাঙ্গুল এবং বৃহদাকার (Giant) পাঙ্গোলিন। ইহাদের কাহার কাহার লাঙ্গুলের আগাগোড়া—কাহার কাহার কতক অংশ শল্কে আবৃত। দীর্ঘ-লাঙ্গুলের লাঙ্গুলাস্থি ৪৬ খান, অন্য কোনও স্তন্যপায়ীর এরূপ দেখা যায় না।

লুই ফ্রেজার তাঁহার প্রাণিতত্ত্ব গ্রন্থে পাঙ্গোলিন সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ লিখিয়াছেন:—

"ফার্ণাণ্ড পো (আফ্রিকার দ্বীপ) বাসকালে এক যোড়া জীবন্ত পাঙ্গোলিন সংগ্রহ করিয়াছিলাম। তাহারা বাচ্চা, শরীর ১২ এবং লেজ ১৮ বুরুল লম্বা।

তাহাদিগকে একটী ঘরে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, তথায় কালো পিঁপড়া অনেক ছিল এবং তাহা তাহারা আগ্রহের সহিত ভোজন করিত। ঘরের খুঁটি বাহিয়া উঠিত এবং মাথা নীচু করিয়া নামিত। কখন কখন শরীর তাল গোল পাকাইয়া লম্ফ দিয়া পড়িত, তাহাতে কোনও কষ্ট বোধ করিত না। লাঙ্গুল ও পশ্চাতের পদদ্বয় খুঁটিতে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া শরীর শূন্যে লম্বা করিয়া ছাড়িয়া দিত ও দোল খাইত এবং তাহাতে বড় আমোদ পাইত। ঘুমাইবার সময় গোলাকার হইয়া ঘুমাইত। ঘুমাইবার সময় গৃহের কোণে ছিদ্র স্থানে শল্ক ও পদ এমত দৃঢ়বদ্ধ করিত যে, তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহ তাহাদিগকে ঠেলিয়া সরাইতে পারিত না।"

গৃহকর্ম্ম।

ছানার পুলি।—ছানা ✓॥০, ক্ষীর ✓০, ঘৃত ✓।০, চিনি ✓॥০, সফেদা ✓০, ক্ষীর বাটিয়া তাহাতে কিছু ছোট এলাচ চূর্ণ মিশাইয়া রাখিবে। তাহার পর ছানা বাটিয়া, তাহার সহিত সফেদা ভালরূপে মিশাইয়া লইবে। ছানাতে উক্ত ক্ষীরের পূর দিয়া ছোট ছোট পুলির ন্যায় গড়িবে। চিনিতে একতারবন্দ রস করিয়া ঐ পুলিগুলি ঘৃতে ভাজিয়া রসে ফেলিবে। বাদামি রঙের ন্যায় ভাজা দরকার। ইহা খাইতে উত্তম লাগে।

পাকা আমের বড়া।—সুমিষ্ট পাকা আমের রসে সফেদা ও চিনি মিশাইয়া রাখিবে, তাহাতে ছোট এলাচের চূর্ণ এবং বড় এলাচের দানা মিশাইয়া লইবে। তাহার পর ছোট ছোট বড়ার ন্যায় ঘৃতে ভাজিবে, বড়াগুলি লালচে হওয়া চাই। গরম গরম খাইতে ভাল।

খেজুরি।—ময়দা ✓।০, চিনি ✓০, ঘৃত ✓।০, ভাল ময়দা ময়ান দিয়া তাহার সহিত চিনি এবং ছোট এলাচ চূর্ণ ও বড় এলাচের দানা মিশাইয়া জল দিয়া মাখিয়া লইবে। ময়ান বেশী দিতে হইবে। তাহার পর লেচি কাটিয়া পাকাইয়া লইবে, লেচির মাঝখানটা আঙ্গুল দিয়া টিপিয়া দিবে, এবং অল্প অল্প জালে ঘৃতে ভাজিয়া লইবে। ভাজাটা বেশ কড়া হওয়া দরকার।

ইন্দ্রভোগ।—চিনির রস পরিমাণ মত চড়াইয়া যখন বেশ ঘন হইয়া আসিবে, তখন তাহাতে ১ ভাগ ছানা বাটা, ১ ভাগ বাদাম বাটা, ১ ভাগ নারিকেল বাটা ও ১ ভাগ ক্ষীর দিয়া পরে তাহাতে এলাচের গুঁড়া, পেস্তা ও সরের কুচি দিয়া নাড়িতে হইবে। সর ভাজার মত মোটা সর হইবে এবং তাহা কাঁচি দিয়া কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া দিতে হইবে। পরে রস নাড়িতে নাড়িতে যখন চটচটে ও মোহনভোগের মত হইবে, তখন তাহা নামাইতে হইবে।

অর্থ-নীতি।

(৫০৫-৬ সংখ্যা—১৭০ পৃষ্ঠার পর)

জ্ঞানদা। সরলা, ধনাগমের তিনটী উপায়ের মধ্যে ভূমি ও শ্রম সম্বন্ধে আলোচনা করা গিয়াছে! তৃতীয়টা কি এবং তাহা দ্বারা কি বুঝ?

সরলা। অর্থাগমের তৃতীয় উপায় মূলধন। মূলধন অর্থাৎ আগে কিছু টাকা হাতে না থাকিলে ভূমি-কর্ষণাদির যন্ত্র কোথা হইতে হইবে এবং শ্রমজীবীরা বা কি খাইয়া পরিশ্রম করিবে?

জ্ঞা। মোটামুটি ঠিক্ বলিয়াছ, কিন্তু এখনও তোমার পূর্ব্বের ভ্রম যাইতেছে না। ধন মানে কেবল টাকা নয় পূর্ব্বে বুঝাইয়া দিয়াছি। মূলধন অর্থও কেবল সঞ্চিত টাকা নয়, ইহা টাকা ছাড়া ধান চাউল, অন্ন বস্ত্র বা গো-মহিষাদিও হইতে পারে। টাকার দরকার ত এই সকলের জন্যই?

স। তুমি ঠিক্ বলিয়াছ, ধন বল্‌তে টাকাই মনে হয়, তাই ভুল হয়। শস্যধন গোধন প্রভৃতিও ধন। তবে মূলধন যে কোনও প্রকার ধনের সংস্থান বলা যাইতে পারে।

জ্ঞা। দেখ একজন চাষার টাকা চাই, কিন্তু টাকাত সে খাইবে না, পরিবেও না। তাহাকে যদি টাকা না দিয়া অন্ন বস্ত্র দিতে পার আর তাহার পরিশ্রমের যন্ত্র সকল দিতে পার, তা হলেই ত সে সচ্ছন্দে খাটিয়া ধনাগমের উপায় করিতে পারে। অতএব যে কোন প্রকারের ধন ভবিষ্যৎ ধনাগমের সাহায্যার্থ সঞ্চিত হয়, তাহাই মূল ধন।

স। যে কিছু ধন সঞ্চিত থাকে, তাহাকেই কি মূলধন বলা যায় না, তাহা ত ভবিষ্যৎ ধনাগমের জন্য ব্যয় হইতে পারে?

জ্ঞা। তা কেমন করিয়া বলিবে? পোতা ধন ও কৃপণের ধনত সঞ্চিত ধন, কিন্তু তাহা কোনও ব্যবহারে আসে না এবং তাহা দ্বারা ব্যক্তিগত বা জাতিগত ধনের উন্নতি হইতে পারে না। সে অবস্থায় তাহা থাকা না থাকায় সমান। পৃথিবীর গর্ভে ত রত্ন আছে এবং সমুদ্র-গর্ভে মুক্তা আছে, তাহা কাজের সহায় হয় না।

স। আচ্ছা জাতিগত ধন কি এবং জাতিগত মূলধন বা কি?

জ্ঞা। সমুদায় দেশের ধনকে জাতিগত ধন বলা যায় এবং যে ধন অপব্যয়ে নষ্ট বা অব্যবহারে বৃথা সঞ্চিত না হইয়া দেশের ধন বৃদ্ধির জন্য ব্যয় হয় তাহাই জাতিগত মূলধন।

স। আচ্ছা, আমাদের দেশের লোকে

না খাইয়া পরিয়া এবং না ব্যয় করিয়া যে কোম্পানীর কাগজ করিয়া রাখে, তাহাকে কি মূলধন বলা যায়?

জ্ঞা। সেও কৃপণের ধনের ন্যায়, তাহা দ্বারা ত ধন বৃদ্ধি হয় না। কাজে খাটাইলে একগুণে দশগুণ ধন উৎপন্ন হইত। আমাদের ন্যায় মৃত অলস জাতির পক্ষে নিজের এবং পরিবারদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কোন প্রকারে কিছু ধন সঞ্চয় করিয়া যাইতে পারিলেই জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল মনে হয়। কিন্তু ইংরাজ, জর্ম্মণ, মার্কিণ, জাপান প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী জাতির মধ্যে ধন বসিয়া থাকে না, কোন না কোন কাজে খাটিয়া থাকে, তাই তাদের জাতীয় এত অর্থোন্নতি।

স। কোনও জাতির সমুদায় মূলধন কি এক সময় ব্যবহারে আসিতে পারে?

জ্ঞা। তাহা সম্ভব নয়। আমরা ধন বলিতে আবার টাকার দৃষ্টান্ত লইয়াই বাড়াবাড়ি করিতেছিলাম। হাজার ব্যবসা বাণিজ্য কল কারখানা করিলেও কতক টাকা বসিয়া থাকিবে, আর শস্যাদি মূলধন-রূপে সম্পূর্ণ ব্যয় হওয়া সম্ভবপর নয়।

স। কেন, আমাদের দেশে যে ধান চাউল হয়, তাহাত কিছুই থাকে না দেখিতে পাই। হয় দেশের লোকে খায়, নয় রপ্তানী হইয়া বিদেশে যায়।

জ্ঞা। দেশে যে কিছুই থাকে না, তা নয়। তার পর এই ধান চাউল সম্বন্ধে কতটা মূলধন, কতটা নয়, তাহা কি স্থির করিতে পার? দেশের লোক যাহা খাইয়া ধনবৃদ্ধির জন্য পরিশ্রম করে, তাহা মূলধন বটে। মনে কর একজন চাষা জমী চাষ করিয়া ১০০ মণ ধান পাইল। সে যদি এই ১০০ মণই ধনবৃদ্ধির জন্য নিয়োগ করে, তাহা মূলধন হইতে পারে। কিন্তু সে প্রথমে মনে করিলেও তাহার মনের ভাবের কত পরিবর্ত্তন হইতে পারে এবং অবস্থা গতিকেও তাহার ইচ্ছা বিফল করিতে পারে। তার আরাম ব্যারাম আছে, লোকলৌকিকতা আছে, ভাল খাওয়া পরার ইচ্ছা আছে এবং অগ্নিভয় দস্যুভয় প্রভৃতি উপদ্রব আছে, শেষে ঠিক্ কতটা মূলধনে দাঁড়াইবে, স্থির করা অসম্ভব। এক জনের বিষয়ে এই, দেশের অসংখ্য লোকের অসংখ্য রুচি ও অবস্থা ভেদে জাতীয় মূলধনের সমষ্টি কিরূপে ঠিক্ হইবে?

স। আচ্ছা, বর্ষান্তে দেশের সব ধান যদি ফুরাইয়া যায়, তখন মূলধনের হিসাবে কত গেল, কি ঠিক্ করা যায় না?

জ্ঞা। কেবল ধনবৃদ্ধির হিসাবে ঠিক্ কত শস্য ব্যয় হইয়াছে, তাহা যদি ধরিতে পারা যায়, তাহা হইলে সে বিষয়ে মূলধন স্থির হইতে পারে। কিন্তু লোকের আয়লব্ধ ধন দেখিয়া ইহা ঠিক্ হয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি রুচিভেদে ও অবস্থাভেদে ধনের কত সদ্ব্যয় ও অপব্যয় হইতে পারে। একজন মিতাচারী কৃষক ১০০ মণ কৃষি-লব্ধ ধান্য সমুদায়ই মূলধন হিসাবে নিয়োগ করিতে পারে, কিন্তু তাহার পুত্র এই ধনের উত্তরাধিকারী হইয়া অপব্যয়ে

সকলই উড়াইয়া দিতে পারে। মূলধনীরও মনের ভাব সময়ে ভিন্নরূপ হওয়া অসম্ভব নয়। অতএব নিক্তির তৌলে জাতীয় মূলধন ঠিক্ করা যায় না। অনেক খাদ সাদ দিয়া ধরিতে হয়।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। লর্ড আম্পহিলের পরিবর্ত্তে সার্ আর্থার ললি মাক্সাজের নূতন গবর্ণর হইয়াছেন।

২। মসলিপটমে স্বদেশী ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য ২০,০০০ হাজার টাকা মূল ধনে এক লিমিটেড কোম্পানি খোলা হইয়াছে। দশ টাকা করিয়া অংশ হইবে।

৩। পৃথিবীর ১৫০ কোটি লোকের মধ্যে ৮০ কোটি লোক এখনও অসভ্য অবস্থায় আছে।

৪। কর্ম্মহীনদিগের ফণ্ডে লর্ড মাউণ্ট ষ্টিফেন দেড় লক্ষ টাকা দিয়াছেন।

৫। ইংলিস চ্যানেল পার হইতে হইতে হিলদা নামক জাহাজ জলমগ্ন হয়, তাহাতে ১২০ জন লোক ডুবিয়া মরিয়াছে, ৫ জন মাত্র বাঁচিয়াছে।

৬। ইংলণ্ডেশ্বর এডওয়ার্ড এবং গ্রিক্-রাজ গত ২০শে নবেম্বর বকিংহাম্ প্রাসাদে উপস্থিত হন। রাজা এডওয়ার্ড সম্প্রতি যে আঘাত পান, তজ্জন্য খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চলিতেছেন।

৭। ইহুদিরা দক্ষিণ রুষিয়া হইতে চলিয়া যাইতেছে। ইহাদের হত্যা চলিতেছে। ইহাদের অন্তর্জাতিক ফণ্ডে ১০ লক্ষের অধিক টাকা জমিয়াছে।

৮। পর্টুগালের রাজা পারিসে আসিয়াছেন। প্রেসিডেণ্ট লুবে ও মন্ত্রিগণ তাঁহাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছেন।

৯। লর্ড কুর্জ্জনের স্মৃতিফণ্ডে ৩৬০০০ টাকার অধিক স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

১০। হটেণ্টট্দিগের সহিত জর্ম্মণির যে যুদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে তাহাদের পরাজয় হইয়াছে এবং তাহাদের সেনাপতি জর্ম্মণির হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

১১। ইংলণ্ডের প্রধান রাজমন্ত্রী পদ-ত্যাগ করাতে গত ৪ঠা ডিসেম্বর সার হেনরী কাম্বেল বানার্মান তৎপদে বৃত হইয়াছেন। ইনি উদারনৈতিক সম্প্র-দায়ের একজন নেতা এবং ঐ সম্প্রদায়ের সুযোগ্য লোকদিগকে লইয়া মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন।

১২। যে পার্লেমেণ্ট স্থগিত আছে, ইহা শীঘ্র ভগ্নীকৃত হইবে এবং ইহার স্থানে নূতন পার্লেমেণ্ট গঠিত হইবে।

১৩। কুমারী সোরাবজী আইন ঘটিত পরামর্শ দিয়া বঙ্গদেশের কয়েকটী ধনাঢ্য পরিবারকে মোকর্দ্দমার দায় হইতে রক্ষা

করিয়াছেন এবং অন্যান্য প্রকারে অন্তঃপুরিকাদিগের সম্পত্তি রক্ষার সাহায্য করিয়াছেন, এজন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ধন্যবাদ করিয়াছেন।

১৪। তিব্বতের তাসিলামা আগামী ২৬এ ডিসেম্বর কলিকাতায় পৌঁছিবেন।

১৫। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে দীর্ঘে সহস্রাধিক মাইল, তদ্ভিন্ন শাখা রেল আছে। ইহার কর্ম্মচারীর সংখ্যা ৭২,৪০৩, ষ্টেসন-সংখ্যা ৩৮৩টী। গত বৎসর এই রেলওয়ে যোগে ২॥ কোটির অধিক লোক গমনাগমন করিয়াছে।

১৬। বর্দ্ধমানরাজ ৺ মহতাপচাঁদের পত্নী মহারাণী নারায়ণকুমারীর ৭৫ বৎসরে মৃত্যু হইয়াছে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। সত্য-শতকম্—শ্রীভৈরবচন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক সংগৃহীত, অনূদিত ও সংশোধিত, কিশোরগঞ্জ আর্য্য যন্ত্র হইতে প্রকাশিত, মূল্য ৶০ আনা। বামাবোধিনী পত্রিকায় পদ্য অনুবাদ-সহ সত্যের মহিমা সম্বন্ধে যে শত শ্লোক প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই একটী সুন্দর ভূমিকা সহিত পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। সত্যই মানব-সমাজ স্থিতির এবং নীতি ও ধর্ম্মের মূল, সত্যের আলোচনা, শিক্ষা ও অনুষ্ঠান যতই হইবে, ততই সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল। সর্ব্বসাধারণে এই গ্রন্থের উপযুক্ত সমাদর করেন, এই আমাদের অনুরোধ।

২। অকিঞ্চনের নিবেদন—ডাক্তার হরিধন দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ৶০ আনা। বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষ্য করিয়া কোনও সুপণ্ডিত দেশহিতৈষী মহাত্মা ইহা প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে ধীরভাবে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সকল আলোচিত এবং বর্ত্তমান সময়ে দেশবাসীদিগের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আমরা আশা করি প্রত্যেক বঙ্গবাসী এই স্বল্পমূল্যের পুস্তকখানি ক্রয় করিয়া পাঠ করিবেন। বিক্রয়লব্ধ অর্থ স্বদেশসেবায় নিয়োজিত হইবে, সুতরাং ইহার জন্য দুই আনা ব্যয় অসার্থক হইবে না।

৩। সতীশতক ১ম খণ্ড—শ্রীনির্ম্মলাবালা চৌধুরাণী প্রণীত, ৩য় সংস্করণ, মূল্য ৷৷০ আনা। গত বৈশাখে আমরা এই পুস্তকের সমালোচনা করিয়াছি। ইতিমধ্যে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ যেমন আনন্দকর, তেমনি ইহার গুণের পরিচায়ক। দ্বিতীয় সংস্করণ যেরূপ সংশোধিত ও সংবর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহাতে ইহা সাধারণের নিকট সমধিক সমাদৃত হইবে সন্দেহ নাই। সতীশতক নির্ব্বিঘ্নে সম্পূর্ণাকারে প্রচারিত হউক, সর্ব্বান্তঃকরণে আমাদের এই প্রার্থনা।

বামারচনা।

বঙ্গের দুর্দ্দিনে (আজি) জাগ গো ভগিনীগণ।

(১)

বঙ্গের দুর্দ্দিনে আজি জাগ ভগ্নীগণ!
স্বদেশের তরে কর আত্মসমর্পণ।
গাহ গো মঙ্গল-গান,
উৎসাহে মাতাও প্রাণ;
দুখিনী মায়ের তরে হোক্ অগ্রসর
তোমাদের স্বামী, পুত্র, পিতা, সহোদর।

(২)

কেন আজি বঙ্গমাতা বিষাদ-বদনে
ঝর ঝর বারিধারা ঝরিছে নয়নে?
কোটি পুত্র কন্যা যার
কিসের অভাব তার?
কেন তিনি পরাধীনা অশনে বসনে?
জাগাও, ভগিনীগণ স্বামী পুত্রগণে।

(৩)

চল সবে ভগ্নীগণ চল ধেয়ে যাই,
বঙ্গজননীর অশ্রু অঞ্চলে মুছাই।
মাতৃ-স্নেহ সুধা পিয়ে
বাঙ্গালীর ছেলে মেয়ে
গাউক আনন্দ-গীতি মাতায়ে সংসার,
সে গান শুনিলে হবে আনন্দ অপার।

(৪)

বিদেশীর পণ্য ত্যাগ স্বদেশী গ্রহণ
করিয়া—করিব এস মঙ্গলাচরণ।
জয়মাল্য শিরে পরি,
বিজয় নিশান ধরি,
বঙ্গজননীর মুখ করিতে উজ্জ্বল
হও সবে অগ্রসর, হও মহাবল।

(৫)

বিলাতী পোষাক আর বিলাতী বাসন—
ওসব আমরা আর ছোঁব না কখন।
বঙ্গের সন্তানগণ
হয়ে এক প্রাণমন
স্নেহময়ী বঙ্গ মায়ে রাজরাণী করি,
জয় হুলাহুলি দিয়ে লইবে গো বরি।

(৬)

উৎসাহ আনন্দে মাতি বঙ্গের সন্তান
স্বদেশের তরে কর জীবন প্রদান।
বিলাতীয় পরিহরি
স্বদেশী বসন পরি
পবিত্র স্বদেশ-ব্রত কর উদ্‌যাপন,
কর গো ভারতভূমি-মহিমা কীর্ত্তন।

(৭)

জাগরে স্বদেশবাসী হিন্দু মুসলমান,
স্বদেশ ভক্তির বলে হও বীর্য্যবান্।
শিবজী প্রতাপ বীর,
উদয়, সমরে ধীর,
যশের মুকুট শিরে করিয়া ধারণ
স্বদেশের তরে তারা ত্যজিল জীবন।

(৮)

বীরপুত্র ধাত্রী মাতা বীরপ্রসবিনী
শুনাইত বিস্ময়-কাহিনী জননীরে।
শুনেছি পুরাণে কত
আর্য্যদের কীর্ত্তি যত,
যতনে মায়েরে তারা করিত পূজন,
ধন্য ধরাতলে সেই আর্য্য-সুতগণ।

(৯)

সেই আর্য্য-বংশে জন্ম হিন্দুর কুমার
জয় জয় ধ্বনি কর মঙ্গল আচার।
কোট পেণ্ট্ পরিহরি
স্বদেশীয় বস্ত্র পরি,
নবোৎসাহে মাতি সবে হও অগ্রসর,
জিতেন্দ্রিয় নিষ্ঠাবান্ আর্য্যবংশধর।

(১০)

ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে লভিয়া জনম
কেনরে থাকিব মোরা জড়ের মতন ?
বাজিছে স্বদেশী ভেরী,
জাগ জাগ বঙ্গ-নারী,
সেই আর্য্যনারী মোরা হইব আবার,
ঘুচাইব জননীর বিষাদের ভার।

(১১)

সুপবিত্র আর্য্যভূমে জনম মোদের,
জাগ গো ভগিনীগণ ঘুমিও না আর।
বঙ্গের দুর্দ্দিনে এবে
তোরা না জাগিলে সবে,
এ ঘুমন্ত বঙ্গদেশ জাগে না জাগে না,
জাগ গো ভগিনীগণ উঠিছে ঘোষণা।

শ্রীমতী প্রিয়বালা রায়,
দ্বারভাঙ্গা।

রাখি বন্ধন।

(৩০শে আশ্বিন)

আজি শুভ দিনে এস ভগ্নীগণ!
লয়ে স্নেহ প্রীতি অকপট মন—
প্রাণ-ভরা আশা, দিয়ে ভালবাসা—
হৃদয়ে হৃদয় বেঁধে সবে যাই।
স্নেহ-আলিঙ্গনে ধরিয়া আদরে,
সুপবিত্র রাখী বাঁধি পরস্পরে,
এস হাতে ধরে, বলি দৃঢ় স্বরে,
বোনে বোনে মোরা ভেদাভেদ নাই।১
ভুলে যাই দ্বেষ, স্বার্থ আপনার,
শত্রু মিত্র ভাব করি পরিহার,
উচ্চ নীচ জ্ঞান, ত্যজি অভিমান,
বোনে বোনে সব মিলি এক ঠাঁই।
করি এ প্রতিজ্ঞা পবিত্র হৃদয়ে,
দেশের কল্যাণে পরাণ সঁপিয়ে,
যথাসাধ্য যায়, স্বার্থ আপনার,
বিলাসিতা সুখ ত্যজিব সবাই।২
মোরা গরীয়সী ভারত-রমণী,
ছিলাম যেমন, হইব তেমনি,
দিয়ে প্রাণ দান, আপন সম্মান,
হিন্দুর গৌরব রাখিব আবার।
সীতা, দময়ন্তী, দ্রুপদনন্দিনী,
সতী সাবিত্রীর যে পুণ্যকাহিনী—
শত কণ্ঠে গায়, এক দিন হায়!
আমরাই ছিনু আদর্শ তাহার।৩
যমুনা জাহ্নবী কল কল তানে,
বহিত মোদেরি গৌরবের গানে,

পুণ্য সমীরণ, কম্পিত বহন,
আর্য্যরমণীর কীর্ত্তি পরিমল।
কুসুম-কোমলা, আমরা রমণী,
চিরদিন হায়! আছি কি এমনি?
বিলাসে, অলসে, প্রমোদ হরষে,
ভীরুতায় হেন হয়েছি দুর্ব্বল। ৪
বাগ্দেবী, কমলা, কালী কপালিনী,
সেই অংশোদ্ভূতা আমরা রমণী,
করে খর অসি, শক্তি মহীয়সী—
সম্মুখ সমরে নাশিয়াছি অরি।
গণিতে, জ্যোতিষে, কলা কবিতায়,
খনা, লীলাবতী, আমরাই হায়!
মহিমা-মণ্ডিত, কীর্ত্তি বিভূষিত,
যশের মুকুটে সেজেছি অমরী। ৫
কুন্তী ও কৌশল্যা সুভদ্রার মত,
বীরপুত্র গর্ব্ভে ধরিয়াছি কত,
যাদের প্রতাপে, ঘোর বীর দাপে,
সিন্ধু হিমাচল উঠিত কাঁপিয়া।
পুণ্য-রত্নগর্ভা ভারতজননী,
তাঁহার দুহিতা বীর-প্রসবিনী,
ভারত গৌরব, বীরত্ব, বৈভব,
বিস্ময়ে জগৎ দেখিত চাহিয়া। ৬
সেই আর্য্য নারী, আমরা এখন,
আজি আমাদের কি ঘোর পতন!
পুতুলের মত, হাসি খেলা-রত,
শুধু স্বার্থসুখে হয়েছি মগন।
কুসুম-কোমলা আমরা রমণী,
চিরদিন হায়, আছি কি এমনি?
বিলাসে, অলসে, প্রমোদ হরষে,
ক্ষুদ্র সুখ দুঃখে কাটাই জীবন। ৭
আজি শুভ দিনে এই শুভক্ষণে,
স্বার্থ পরিহরি, দৃঢ়তার সনে,
এস ভগ্নীগণ! করি এই পণ,
বীরের জননী আবার হইব।
পতি পুত্রগণে শিখাব যতনে,
তুচ্ছ করি প্রাণ, সঙ্কল্প সাধনে,
পরার্থে জীবন, দিতে বিসর্জ্জন,
হিন্দুর গৌরব আবার রাখিব। ৮
আজি শুভ দিনে এস ভগ্নীগণ!
লয়ে স্নেহ, প্রীতি, অকপট মন—
প্রাণভরা আশা, দিয়ে ভালবাসা—
হৃদয়ে হৃদয় বেঁধে ঘরে যাই।
স্নেহ-আলিঙ্গনে ধরিয়া আদরে,
সুপবিত্র রাখী বাঁধি পরস্পরে,
এস হাতে ধরে, বলি দৃঢ় স্বরে,
সব আপনার, পর কেহ নাই। ৯

শ্রীমতী সুশীলাবালা দেবী,
কানপুর।

ভ্রাতৃপূজা তিথি।

বন্দি মহা পুণ্যময় ভ্রাতৃপূজা ভোরে,
শরতে সোণার ছবি জাগে উষা ভোরে।
ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুস্থান প্রতি পদ পদ,
শিক্ষায় পবিত্র রীতি সুনীতি বিশদ।
একটি তিলক ভালে রাজ-টীকাসম,
নব শশী উদে যেন শোভা নিরুপম।
ভাঙ্গা প্রাণ যোড়া দেয় আনে নব বল,
আজিকার এ দ্বিতীয়া মহা সুমঙ্গল।

নব বল নবোৎসাহ—নবীন উদ্যমে
আবার ভারতে বেণু বাজাও সঘনে।
বঙ্গের বিষাদ-দিনে তুমি হে দেবতা,
জাগাও ভ্রাতার প্রাণে স্বর্গের একতা।
ভগিনীর করদত্ত, তিলক বিমল
পরিয়ে ললাটে আজি কামনা সফল।
ভাই ভাই এক ঠাঁই, এক মন্ত্র প্রাণে
রাখিবে অনন্ত কাল এ মহা মিলনে।
প্রণমামি হে দ্বিতীয়া তোমার চরণে,
শিখাও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা পবিত্র বিধানে।
ভাই বোন এক হয়ে, সাধিব কল্যাণ,
ভারত মাতার মোরা অধম সন্তান।
আমরা অবলা বালা নাহি বুদ্ধি জ্ঞান,
অকিঞ্চন হেয় অতি বুঝি না বিজ্ঞান।
ধরিতে জানি না ধনু কোমল করেতে,
শুধুই বিলাস-ভোগে বাঁধা নিগড়েতে।
হে দেবতা ভ্রাতৃ-পূজা, দেহ নব শক্তি,
জাগাও মুমূর্ষু প্রাণে উন্মাদিনী ভক্তি।
মায়ের সন্তান হয়ে মাতৃপূজা করি,
ভাই বোনে সমভাবে সব বাধা হরি।
সাজায়ে নূতন অর্ঘ্য নব দূর্ব্বাধানে,
হে ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া আজি দিতেছি চরণে।
ভায়ে ভায়ে রেখ শান্তি, একতা বন্ধনে॥
অটুট অক্ষুণ্ণভাবে তোমার সম্মান
ভগিনীর প্রাণে যেন রহে দীপ্তিমান্।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

প্রণমি তোমারে দেব! ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায়!
উষার অস্ফুটালোকে
বিহগ পুলকে সুখে
তুলিয়া অমিয় কণ্ঠে আগমনী গায়!
পূরবে সুনীলাকাশে
উজল বালার্কভাসে,
সরায়ে তমসা রাশি রক্তিম আভায়!
মাতায়ে অবনী খানি
হাসিছে হেমন্ত রাণী,
ধীরি ধীরি বহিতেছে সুমধুর বায়!
আজিকে ভগিনী হিয়ে
উঠিয়াছে উথলিয়ে;
ভ্রাতার কপালে ফোঁটা দিবে পুনরায়!
বাঙ্গালির প্রতি ঘরে
আজি পুনঃ সম্বৎসরে,—
হাসিছে উজল রবি স্নেহের ছটায়!
প্রণমি তোমারে দেব! ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায়।১
প্রণমি তোমারে দেব! ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায়!
আজি সারা বঙ্গময়,
প্রবাহে প্রবাহে বয়,
স্নেহ প্রীতি ভালবাসা অজস্র ধারায়!
এ হেন সুখের দিনে
মিলিয়া ভগিনীগণে
ভ্রাতার কল্যাণ যাচে ও অভয় পায়।
কাহার বাক্যের পরে
হেন অমরতা ধরে,
"কৃতান্ত সমান" কেবা 'পরমায়ু' পায়?
আছে কি সে আর্য্য শক্তি,
অটল অচল ভক্তি,
শাপ, বর এখনো কি দিতে পারা যায়?

তবে কি তোমার বরে
এসেছে সে দিন ফিরে
বহিছে কি আর্য্য রক্ত "ভগিনী"
হিয়ায় ?
প্রণমি তোমারে দেব ! ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় ।২
প্রণমি তোমারে দেব ! ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় !

এ হেন সুখের তিথি
স্নেহপূর্ণ ভাই দ্বিতী—
পেয়েছি আমরা দেব ! তব করুণায় ।
মমতায় ভরা বুক,
উথলি উঠিছে সুখ,
ডাকিতেছে ভ্রাতৃগণে স্নেহ মমতায় !
কি আছে মরত পরে
স্নেহভরে প্রীতিভরে
পরাইয়া দিবে সুখে ভ্রাতার গলায় ?
এ নহে আপন পর
আট কোটি সহোদর,
অমৃত ফোয়ারা ছোটে স্মরণেতে হায় !
ভগিনীর হিয়াপরে
অমিয় বর্ষণ ক'রে,
উচ্ছ্বসি উঠিছে স্নেহ ধমনী শিরায় !
প্রণমি তোমারে দেব ! ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় ।৩
প্রণমি তোমারে দেব ! ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় !

আজিকে মমতা রাশি
লহরে লহরে ভাসি
প্লাবিত করিছে ক্ষুদ্র রমনীহিয়ায় !
যে আছে আঁধার বাসে
তাহারো হৃদয়াকাশে
অজ্ঞান তিমির নাশি নব জোছনায় ;
স্বর্গীয় আলোকরাশি
উজলি উঠিছে ভাসি
মন্দারসৌরভ বহে হেমন্তের বায় ।
মৃত-সঞ্জীবনী দিয়া
দিবে না কি জিয়াইয়া
যাহাতে "ভগিনী" হিয়ে ফিরে পুনঃ পায় ?
আজিকে মোদের প্রাণ
কর দেব ! কর দান,
প্রকৃত ভগিনী যাতে হতে পারা যায় !
প্রণমি তোমারে দেব ! ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় ৪
প্রণমি তোমারে দেব ! ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় !

উষায় অস্ফুটালোকে
বিহগ পুলকে সুখে
তুলিয়া অমিয় কণ্ঠে আগমনী গায় !
আজিকার মহা ঘটা
স্নেহের কিরণ-ছটা—
ছড়ায়ে পড়েছে সুখে রক্তিম আভায় !
দাও জ্ঞান, দাও ভক্তি,
দাও প্রভু ! আর্য্যশক্তি,—
ছুটুক বিজলী সম ভ্রাতার হৃদয় ;
বাঁধিয়া একতা ডোরে
দাও সব সহোদরে
সাধিতে বঙ্গের হিত ভুলি আপনায় ;
সত্যশীল, মাতৃভক্ত,
ন্যায় ধর্ম্মে অনুরক্ত,
সকলের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম 'তোমার' পূজায় ।
প্রণমি তোমারে দেব ! ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় ॥৫

শ্রীমতী —

Bamabodhini Patcika.

Glory be to God—the giver and sustainer of life and the dispenser of all good. Bamabodhini through His grace has entered the 43rd year of her career and hopes to be of some service to our motherland and her daughters in the future as she has been in the past. Heaven help her.

The Government have changed both in India and at home. The Earl of Minto has succeeded Lord Curzon as Viceroy and Governor-General of India. Sir Henry Campbell-Bannerman of the Liberal party has succeeded Mr. Balfours as Premier of England. We hope the state of things both at home and abroad will be changed for the better under the new *regime*. The public utterances of our new Viceroy promising to give peace and security to the land are hopeful.

We accord our hearty welcome to their Royal Highnesses the Prince and Princess of Wales who are touring round India amidst most loyal and enthusiastic cheerings and are expected in Calcutta within this month. We earnestly hope that the royal visit will augur well for India and her people. May God bless our exalted visitors and guide their ways.

A
METRICAL TRANSLATION
OF
"BANDE MATARAM"
(From the STATESMAN)

"Mother, hail !
Thou with sweet springs flowing,
Thou fair fruits bestowing,
Cool with zephyrs blowing,
Green with corn-crops growing,
Mother, hail !
Thou of the silvery-joyous
moon-blanched night,
Thou with fair groups of
flowering tree-clumps bright,
Sweetly smiling,
Speech beguiling,
Pouring bliss and blessing,
Mother, hail !
Though now seventy million
Voices through thy mouth sonorous
shout,
Though twice seventy million
hands hold thy trenchant
sword blades out,
Yet, with all their power now,
Mother, wherefore powerless thou ?
Holder thou of myriad might,
I salute thee, saviour bright,
Thou who dost all foes affright,
Mother, hail !
Thou sole creed and wisdom art,
Thou our very mind and heart.
And the life-breath in our bodies,
Thou, as strength in arms of men,
Thou, as faith, in hearts dost reign,

And the form from fane to fane
Thine, O Goddess!
For thou hast the ten-armed Durga's power,
Riches thrones thee in her lotus bower,
Wisdom thee with deity doth dower,
Mother, hail!

Lotus-throned one, rivalless,
Radiant in thy spotlessness,
Thou whose fruits and water bless,
Mother, hail!

Hail, thou, verdant, unbeguiling,
Hail, O decked one, sweetly smiling,
Ever bearing,
Ever rearing,
Mother, hail!

On the 1st of November 1905, the anniversary day of our late revered Queen-Empress's Proclamation which is regarded as the Indian *Magna charta*, mass meetings were held in every part of Bengal where along with the royal proclamation the following people's proclamation was read :—

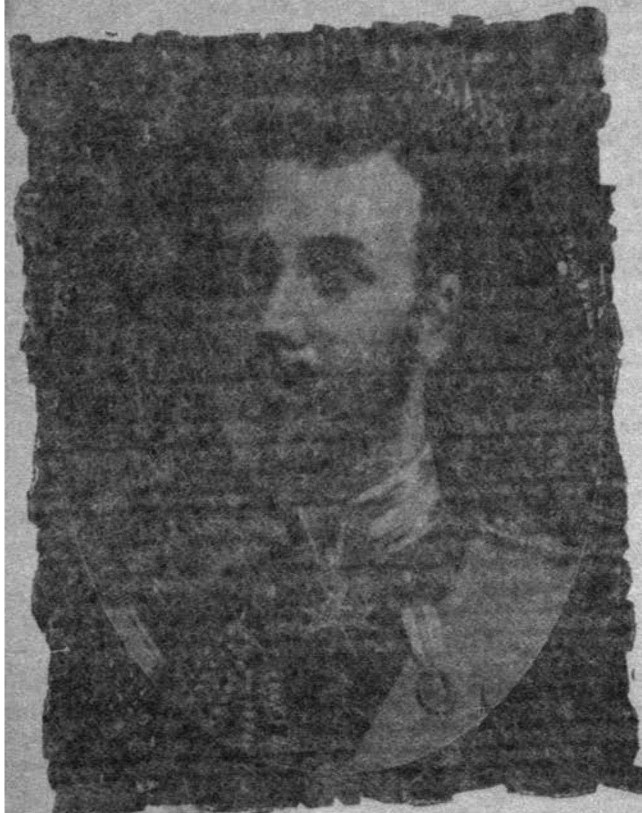
Whereas the government has thought fit to effectuate the Partition of Bengal in spite of the universal protest of the Bengali nation, we hereby pledge and proclaim that we as a people shall do everything in our power to counteract the evil effects of the dismemberment of our Province and to maintain the integrity of our race. So help us God.

Reception of H. R. H. the Princess of Wales by the Ladies of Bombay.

The ladies of Bombay have given Her Royal Highness not only a right royal welcome, but the occasion being an auspicious one as well from every point of view, the following ceremonies, as described by an English writer, were gone through at the ladies' reception :—

On the first landing the Parsi ladies in their delicate veils of light blue sea-green, primrose, and pink silk performed the quaint rite known as *Vadhavi-levam*. The Princess stood in the middle of the group while an egg and a cocoanut were passed round her head seven times, symbolizing the seven circles of the world, and were then broken, in sign that whatever calamity the Fates have had in store for the person thus treated will be broken even as were the egg and the cocoa-nut, and the recipient of these attentions may henceforth live in safe contempt of the Fates and their cruel machinations. To this significance of the rite, a significance which I think may be traced to what anthropologists call mimetic magic, is added another equally symbolized though less profound. The egg and the cocoa-nut are interpreted as emblems of good nourishment, and as they were broken on behalf of the Princess even so will every evil ever concocted by destiny turn to her advantage and, so to speak, nourishment. With a similar purpose a dish of water was passed seven times round Her Royal Highness's head and then poured away. This libation is interpreted as a prayer that no drought but rainy abundance may be the Princess's lot in life. It also belongs to the category of symbolic magic, and, though the good Parsi ladies were

যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েল্‌স ও যুবরাজ বধূ





"চিরংজীব রাজপুত্র রাজ-বধূ সনে।"

যুবরাজ দম্পতীর শুভ অভ্যর্থনা।

ভিক্টোরিয়া-বংশধর সম্রাট্-কুমার
এস, যুবরাজ! সহ মহিষী তোমার।
রোগ দৈন্য পীড়নে ভারত ম্রিয়মাণ,
তথাপি তোমারে দিবে হৃদয়েতে স্থান।
আদর সম্মান সহ শুভ অভ্যর্থনা,
জগদীশ তোমাদের পূরান্ কামনা।

এ ভারত ধর্ম্মভূমি—কর্ম্মপীঠস্থল,
ইতিহাসে কীর্ত্তিগাথা অঙ্কিত উজ্জ্বল।
দেখ শত পুণ্যতীর্থ পুরী তপোবন
ঋষি-বীর-রাজধর্ম্ম করিছে ঘোষণ।
দীন হীন আজি সে পতিত পরাধীন,
তথাপি ভারত নহে গৌরব-বিহীন।

দেখ হেথা তুঙ্গশৃঙ্গ হিম-গিরিবর,
দেখ পুণ্যতোয়া নদী অরণ্য সাগর।
জগতের সব দৃশ্য মহান্ শোভন
সম্মিলিত হেন কোথা করিবে দর্শন?
মানব-প্রতিভা হেথা হইয়া স্ফুরিত
কত শতরূপে দেখ আছে প্রকাশিত!

পুণ্যশীলা নারীগণ জন্মি এ ভারতে
পবিত্র করেছে জন্মভূমি বিধিমতে।
সতীত্ব সুনীতি শৌর্য্য জ্ঞানধর্ম্মবলে
রেখেছে অমর কীর্ত্তি অবনী মণ্ডলে।
সুমাতা সুভার্য্যা ভগ্নী সুতা সুলক্ষণা
আজো ঘরে ঘরে শোভে ভারত-ললনা।

পিতামহী দেবী তব কাঙাল-জননী
ছিলেন উজলি ভারতের শিরোমণি।
কি সৌজন্য স্নেহ দয়া করি বিতরণ
করেছেন প্রজাদের কল্যাণ সাধন!
জয় জয় মহারাণী জয় ভিক্টোরিয়া!
চিরস্মরণীয়া তুমি চির-বরণীয়া।

সুবিদ্বান্ যশস্বান্ তুমি যুবরাজ
ভারত-হিতৈষী—এলে এ ভারতে আজ।
বাহ্য আড়ম্বর তোষামোদ নৃত্য গীত,
তোমারে ভুলাতে কত রয়েছে সজ্জিত।
কুহকে ভুলিয়া কিহে দেখিবে না তুমি—
ভারতের হীন দশা দিব্য আঁখি খুলি?

আলোক-মালায় ঢাকা মলিন বদন,
কোলাহলে শ্রুত নহে করুণ ক্রন্দন।
অস্থিচর্ম্মসার দেহ যেথানে সেথানে,
নাহি শৌর্য্য নাহি বীর্য্য ত্রিশ কোটি প্রাণে।
ভারতের আশা তুমি ভাবী রাজ্যেশ্বর,
দেখ দেখ কি দুঃখেতে ভারত কাতর।

কি সুবার্ত্তা আনিয়াছ ভারতের তরে,
শুনিতে ব্যাকুল আজি কোটি নারীনরে।
তোমাদের প্রতিনিধি এখানে যাঁহারা,
আমাদের আর্ত্তনাদে বধির তাঁহারা!
আশ্বাস অমৃতধারা করিয়া সিঞ্চন,
মৃতপ্রাণে আনি দাও নূতন জীবন।

বলো রাজ-পিতৃদেবে—বলো মন্ত্রিগণে,
বলো বলো দেশবাসী সর্ব্ব সাধারণে।
সার্দ্ধশত বর্ষ থাকি ইংরাজ-অধীন
পতিত ভারত আজো দীনহীন ক্ষীণ।
(তবু) রাজভক্ত জাতি ভুলিব না কদাচন
তোমাদের উপকার থাকিতে জীবন।

ভাগ্যে কৃপা করে দেছ চক্ষু ফুটাইয়া,
তাইত জানাই দুঃখ কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
নিবারিতে পার যদি এ দুঃখ ক্রন্দন,
তবেই সার্থক তব ভারতাগমন।
(শোন) উঠিছে প্রার্থনা ত্রিশ কোটি কণ্ঠস্বনে—
"চিরং জীব রাজপুত্র রাজবধূসনে।"

probably unaware of the fact, in pouring that water out they were performing an act common to the wedding ceremonies of many races whose very names are unknown to them. After the egg, cocoanut and water, followed a handful of rice thrown over the Princess's head, likewise indicative of prosperity and plenty, the original meaning of our own custom of throwing rice after the departing bride. The one really original part of the ceremony was the last. The lady learned in mystic lore who had already accomplished the things described above ended by pressing her knuckles fast against her own temples and making them crack, thus expressing in a curiously practical manner the wish that all evil may be cracked off the Princess's head for ever and ever.

On the top of the stairs the Hindu ladies were awaiting their own turn of benevolent witchery. Their ceremony was even more abstrusely interesting if simpler in form than the *Vadhavilevam*. A bunch of burning wicks and a handful of mysterious red powder were prepared in a tray, indicating that as red is the brightest of the seven colours, even so may the brightest of lots be granted to the Princess. It was the intention of the Hindu ladies to conclude their *arati* by marking Her Royal Highness's brow with the red powder, but the Princess evaded this attention with her habitual tact.

Having thus successfully passed through these two ordeals of fire and water Her Royal Highness proceeded to the entrance of the Hall to undergo a third trial, namely, the Mahomedan rite of *Ameen*, the prettiest of the three and the least embarrassing. The Mahomedan ladies indulged neither in water nor in fire. Their magic consisted in garlanding the Princess and scattering round her head almonds and other nuts, their leaves plated with gold and silver, emblems of peace. They say that as the nuts are full of oil, even so may the oil of peace smooth the course of the Princess's life. These nuts reminded me of the nuts with which the ancient Romans used to salute the bride, and the Greeks to shower upon newly-bought slaves. The meaning in both cases, as in this modern instance, was peace and prosperity. The ladies then handed to the Princess a cocoanut, emblematic of the wishes that as its kernel gives food and contains water, as its leaves provide roofings, as its coir makes some useful articles of furniture, and finally, as its shells make cups, even so may the Princess never lack food, water, shelter, and furniture.

When I arrived in Bombay I little dreamed that I was destined to enjoy so interesting and instructive an experimental lecture on Indian folk-lore. The pleasure was therefore all the greater, and but for the solemnity of the occasion I would say that all those fair priestesses of good luck—Parsi, Hindu and Mahomedan alike—have earned my abiding affection.

Legal Adviser to Ladies.—The Bengal Board of Revenue, reporting on the work of Miss Cornelia Sorabji as legal adviser to the "Purdanashin" ladies under the Court of Wards remarks :—"By the exercise of great tact she has succeeded in compromising litigation in no less than four

cases; and has been consulted by ladies on private matters in seven others. The Board hopes that in future the District Officers will be able to make a more free use of her services, and that the ladies under the Court of Wards will feel that they have a friend whom they may consult at any time, and who is always ready to explain their real wishes to the District Officers and to deliver and explain to the ladies at first hand the orders and direction of the Court of Wards. The Board joins with the District Officers in expressing their very high appreciation of the valuable services of Miss Sorabji."

The following is the list of the new Cabinet which the King has approved:—

Sir Henry Campbell-Bannerman, Prime Minister and First Lord of the Treasury.

Sir Robert Reid, Lord High Chancellor.

Mr. H. H. Asquith, Chancellor of the Exchequer.

Mr. Herbert Gladstone, Home Secretary.

Sir Edward Grey, Foreign Secretary.

Lord Elgin, Colonial Secretary.

Mr. Haldane, War Secretary.

Mr. John Morley, Indian Secretary.

Lord Tweedmouth, First Lord of the Admiralty.

Mr. Lloyd George, President of the Board of Trade.

Mr. John Burns, President of the Local Government Board.

Captain John Sinclair, Secretary for Scotland.

Lord Carrington, President of the Board of Agriculture.

Mr. Sydney Buxton, Post-Master General.

Lord Crewe, Lord President of the Council.

Lord Ripon, Lord Privy Seal.

Mr. Augustine Birrel, President of the Board of Education.

Lord Justice Walker, Lord Chancellor of Ireland.

Mr. "Lulu" Harcourt, First Commissioner of Works.

Sir Henry Fowler, Chancellor of the Duchy of Lancaster.

Lord Aberdeen, Lord Lieutenant of Ireland.

Mr. James Bryce, chief Secretary for Ireland.

Further appointments.

Mr. Edmund Robertson—
Secy to the Admiralty.
" R. Cruston—Paymaster General.
" Lawson Wilton—Attorney-General.
" W. Robson—Solicitor General.
" Reginald Meckenna—
Secy to the Treasury.
" Herbert Samuel—
Under Secy, Home Office.
" Thomas Shaw—
Lord Advocate of Scotland.
" Alexander Ure—
Solicitor G. for Scotland.
" John Fllis—
Under Secy, Indian Office.
" W. Churchill " Colony "
Earl of Portsmouth " War "
Marquis of Bute " Foreign "

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 509. January 1906.

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪৩ বর্ষ। ৫০৯ সংখ্যা।	পৌষ, ১৩১২। জানুয়ারী, ১৯০৬।	২য় ভাগ। ৮ম কল্প।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি—গত বৎসর বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা শতকরা প্রায় ৫ বাড়িয়াছে, বালকদিগের সহিত পাঠশালে পাঠিকা বালিকার সংখ্যাও শতকরা প্রায় ৫ বাড়িয়াছে। এখনও স্ত্রীশিক্ষার যথেষ্ট অভাব, ইহার আরও উন্নতি প্রার্থনীয়।

মান্দ্রাজ গবর্ণরের সুযশ—লর্ড আম্পিল অতি সুখ্যাতির সহিত রাজ্য শাসন করিয়া অবসর লইয়াছেন। দেশবাসিগণ সভা করিয়া তাঁহার যশোগান করিয়াছেন।

সংবাদ পত্রের উন্নতি—১লা জানুয়ারি হইতে লাহোরের সুবিখ্যাত "ট্রিবিউন" পত্র দৈনিক হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বেই এলাহাবাদের "ইণ্ডিয়ান পিপল" দৈনিক হইয়াছে। বঙ্গদেশের ন্যায় অন্যান্য প্রদেশেও দেশীয় পত্রের উন্নতি দেশের শক্তিবৃদ্ধির পরিচায়ক।

লেডি মিণ্টো—ইঁহার প্রকৃতি ও ব্যবহার মধুর বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেছে। ইনি "লেডী ডফারিণ ফণ্ড" এবং কলিকাতা সেবিকা (Nurse Institution) সভার সভাপতি হইয়াছেন এবং ভারতীয় রমণীদিগের উন্নতি ও কল্যাণ বিধানার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন বলিয়াছেন।

যুবরাজের ভ্রমণ—যুবরাজ সস্ত্রীক যথানিয়মে বোম্বাই হইতে মধ্যভারত, পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ভ্রমণ করিয়া গত ২৯এ ডিসেম্বর কালকাতায় পদার্পণ করিয়াছেন। প্রিন্সেপ্স ঘাটে অভ্যর্থনার মহা সমারোহ হয়। তৎপরে গড়ের মাঠের প্যারেড ও মহা অভ্যর্থনা, নগরের দক্ষিণাংশে আলোকসজ্জা ও আতোষবাজী

হয়। বেলভিডিয়ারে রাজবধূকে লইয়া মহিলা-সম্মিলন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে যুবরাজের ডি এল উপাধি-গ্রহণ হয়।

নববর্ষের সম্মান—ভারত-সম্রাটের অনুজ্ঞানুসারে রাজপ্রতিনিধি নিম্নলিখিত মহিলাদিগকে কৈশরী হিন্দ মেডাল দিয়াছেন :—

জানকীবাই—বোম্বাই দৌলৎরাম উমরা সিংহের বিধবা ১ম শ্রেণী।

কুমারী এমা কার—মান্দ্রাজ বালিকা-বিদ্যালয় সকলের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষয়িত্রী ২য় শ্রেণী।

শ্রীমতী মহাদেবী—দেরাদুন কন্যাপাঠশালার অধ্যক্ষ ২য় শ্রেণী।

শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর আলেকজাণ্ডার পেডলার এবং ছোটবঙ্গের ছোট লাট ফ্লার সাহেব "সার" উপাধি পাইয়া কুলীন-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

জাতীয় মহাসভা—কাশীধামে ২১ বার্ষিক কনগ্রেস মহাসমারোহে ও মহোৎসাহে ২৭এ হইতে ৩০এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। সভাপতি সুবিখ্যাত গোখলে সুদীর্ঘ চিন্তাপূর্ণ সময়োপযোগী সুন্দর বক্তৃতা করেন। ভারতের সর্ব্ব প্রদেশের সহস্র সহস্র প্রতিনিধি এবং অনেকগুলি মহিলা উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ১০ হাজার লোক সমবেত হইয়াছিলেন।

কনগ্রেসের আনুষঙ্গিক—বৎসর বৎসর কনগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সমিতি, শিল্পপ্রদর্শনী, ব্রাহ্ম-সম্মিলনী প্রভৃতি হইয়া থাকে, এবারও হইয়াছে। বেশীর ভাগ কাশীতে ধর্ম্মমহামণ্ডল, আর্য্য-সভা, মহিলা-সম্মিলন ও মাদকনিবারণী সভা প্রভৃতি ঘটা করিয়া হইয়াছে। মহিলা-সম্মিলনের বিশেষ বিবরণ অন্যত্র প্রকাশিত হইল।

টাসি লামার ভ্রমণ—ইংরাজরাজের অনুগৃহীত টাসি লামা দার্জ্জিলিঙ, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়া কলিকাতা দেখিয়া গিয়াছেন। বড় লামা এখনও রুস রাজ্যে।

রুস-বিভ্রাট—রুসিয়ার বিপদের শেষ নাই। সাম্রাজ্যের চারিদিকে ঘোর বিদ্রোহ। অনেক লোক হত্যা করিয়া মস্কো মহানগরে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে।

আমেরিকায় ভারতবাসী—ত্রিনিদাদ হইতে যে সকল ভারতবাসী সম্প্রতি দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা খরচ খরচা বাদে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা লইয়া আসিয়াছেন। এক এক জনের উপার্জ্জন ৫০০ হইতে ১৩,৬০০ টাকা। কেহ কেহ ত্রিনিদাদে জমিদারী করিয়াছেন, আবার তথায় ফিরিয়া যাইবেন।

দানের তারতম্য—মণিমাণিক্য-ভূষিত দ্বারভাঙ্গার মহারাজা কোনও পুণ্যকার্য্য অনুষ্ঠানের জন্য যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের হস্তে লক্ষ টাকা দিলেন। আর আমরা দেখিলাম এক চীরবসনধারী দুঃখিনী বিধবা বিধবাশ্রমে তাঁহার জীবিকার সম্বল হইতে একটী মুদ্রা দান করিলেন। ভগবানের চক্ষে শেষোক্ত দানের যে মূল্য অধিক বলা বাহুল্য।

অমলা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

"ভ্রান্তিনদে নিমজ্জিত উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়।"

মানুষের সৌন্দর্য্য-পিপাসা অদ্ভুত। যাহাকে কখনও দেখি নাই, কল্পনায় মানসপটে তাহার চিত্র এমন অঙ্কিত হয় যে, তাহাতে মানুষকে পাগল করিয়া তুলে এবং তাহার জন্য সে অসাধ্য সাধনেও প্রবৃত্ত হয়।

সুরেশ অঞ্জনার সৌন্দর্য্য বর্ণনা শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন; এক্ষণে চক্ষু কর্ণের বিবাদভঞ্জন মানসে পিতা মাতা বন্ধু বান্ধব ও অর্দ্ধাঙ্গিনী পতিপ্রাণা সাধ্বী পত্নীকে অশ্রুজলে ভাসাইয়া অবিচলিত হৃদয়ে চলিয়াছেন। সাধনার্থী যোগীপুরুষ যেমন সংসারের অসারতা উপলব্ধি করিয়া নির্ভীকচিত্তে হিংস্রজন্তু-সমাকুল পর্ব্বতে বা অরণ্যে একমাত্র পরব্রহ্মের অন্বেষণে ব্যাকুল, সুরেশ সেইরূপ আজি অঞ্জনাকেই সংসারের একমাত্র সারবস্তু ভাবিয়া তন্ময় হইয়া সেই জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তির সাক্ষাৎকারের জন্য ব্যস্ত। এক একবার হৃদিপটে অঞ্জনার মোহিনীমূর্ত্তি প্রতিফলিত করিতেছেন, পুনরায় হতাশপ্রাণে আকাশ পানে চাহিয়া জগদীশ্বরকে স্মরণ করিতেছেন।

ক্রমে বিভাবরী ধীরে ধীরে সমাগত হইল ও নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে তমসাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

সুরেশের কোন দিকে লক্ষ্য নাই, ক্ষত-বিক্ষত শরীরে অন্ধকারের মধ্য দিয়া চলিয়াছেন। সুদূর পথপর্য্যটনে তিনি ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পড়িলেন। অরণ্য-পথ অতিক্রম করিয়া তারাদিহি গ্রামের অনতিদূরে একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপত্যকায় এক শালবৃক্ষতলে নিদ্রিত হইলেন। শয্যা শিলাতল, উপাধান বলিষ্ঠ বামভুজ। এই পর্ব্বতটীকে যদিও তারাদিহির অন্তর্গত বলিয়া ধরা হয়, কিন্তু এখানে জনমানবের সম্পর্ক নাই। এই পর্ব্বতের নিকট একটী জঙ্গল; এই অরণ্য দুই ক্রোশ-ব্যাপী; ইহার পর আর একটী পর্ব্বত আছে; এই পর্ব্বতের পর মনুষ্যের বাসস্থান।

তারাদিহি বুদ্ধগয়ার মধ্যে; ইহা বুদ্ধগয়ার অন্নপূর্ণার দেবত্ত সম্পত্তি। খ্রীঃ ১৬৮২ সালে দিল্লীর নবাব মহান্ত লালগিরিকে ইহা প্রদান করেন; দিল্লীর সম্রাট্‌গণ মহান্তদিগকে বুদ্ধগয়া মঠের জন্য অনেক গ্রাম জায়গির প্রদান করেন। ওয়াজিরুল মুমালিক্ কমরুদ্দিন খাঁ ছয়টী গ্রাম প্রদান করিয়াছেন; দিল্লীর সম্রাট্ ফেরোকশিয়ার মহান্ত কেশবগিরিকে অম্বরান প্রভৃতি কয়েকটী গ্রাম দান করিয়াছিলেন। মহান্ত শিবগিরির সময় মঠের কতকগুলি সম্পত্তি ১৮১৯ সালের ২য় রেগুলেশন ও ১৮২৮ সালের ৩য়

রেগুলেশন অনুসারে গভর্ণমেণ্ট খাস দখলে আনয়ন করেন; অবশেষে বিশেষ তদন্তের পর এই সম্পত্তি পুনরায় মহান্তকেই প্রদান করেন। ইহাঁর ১৪০০ চেলা ছিল। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন হেমনারায়ণ গিরি মহান্ত ছিলেন। তিনি একজন উৎকৃষ্ট পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ও বহু প্রাচীন হস্ত-লিখিত সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ করিয়া শিক্ষিত সমাজে বিশেষ আদৃত হন। ১৮৭৩—৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের সময় প্রজার জীবন রক্ষা বিষয়ে তিনি গভর্ণমেণ্টকে সমধিক সহায়তা করিয়াছিলেন; সেই জন্য গভর্ণ-মেণ্ট তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া ১৮৭৬ সালে ২২শে ফেব্রুয়ারি তারিখে তাঁহাকে দেওয়ানি আদালতে কখনও উপস্থিত হইতে হইবে না বলিয়া আদেশ প্রদান করেন। তাঁহার সময়ে চেলা সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পায়। তিনি তাঁহার গোঁসাই চেলাদিগের জন্য বেনারসে পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া একটী বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া দেন ও তাঁহার জমিদারীতে অনেক দেবদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

মহান্ত হেমনারায়ণ গিরির প্রধান কয়েক জন শিষ্যের মধ্যে হরেরাম বাবাজী তাঁহার বড়ই প্রিয় ছিলেন। হরেরাম বাবাজীর বয়স পঞ্চাশতের ঊর্দ্ধ হইবে। তিনি সংসারীও বটেন, সন্ন্যাসীও বটেন। সর্ব্বপ্রকার সংযম পালন করিয়া অহর্নিশ ঈশ্বরচিন্তা করেন, সুতরাং যোগী পুরুষ; কিন্তু তাঁহার একমাত্র পালিতা কন্যা তাঁহার নিকট অবস্থান করায় তাঁহাকে সংসারীও বলা যাইতে পারে। কন্যার নাম মহিমা। মহিমা ব্রাহ্মণকন্যা; দেশে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হওয়ায় শৈশবকালেই তিনি পিতৃ-মাতৃ-হীন হন; পিতা মাতার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর তাঁহাকে সস্নেহে লালন পালন করেন; মহিমার বয়স যখন ৪ বৎসর, তখন তাঁহার সহোদরও ইহলোক পরিত্যাগ করেন। মহিমা এককালে নিঃসহায়। সেই সময় হরেরাম বাবাজী কোন কারণ বশতঃ সেই গ্রামে উপস্থিত ছিলেন। মহিমাকে দেখিয়া তাঁহার বড় দয়া হইল; মহিমা পিতা মাতার জন্য নয়—দাদার জন্যই কাঁদিয়া আকুল; কারণ পিতা মাতার কথা আদৌ তাহার স্মরণ হয় না, সহোদরকেই সর্ব্বস্ব বলিয়া জানিত। মহিমার করুণ ক্রন্দনে অনেকেরই হৃদয় দ্রবীভূত হইল বটে, কিন্তু কেহ তাহাকে আশ্বস্ত করিতে সক্ষম হইলেন না।

মহিমা রোদন করিতেছে, প্রতিবেশিনী স্ত্রীলোকেরা তাহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য চারিদিক্ ঘেরিয়া বসিয়াছে, এমন সময় হরেরাম বাবাজী সেই দিক্ দিয়া যাইতেছিলেন। শিশুর আর্ত্তনাদে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইল; তিনি নিকটে গিয়া বলিলেন, "কেন মাসি? কাঁদ্‌ছ কেন?" এই প্রশ্ন করিবা মাত্র একটী স্ত্রীলোক বলিয়া উঠিলেন "খুকি, আর কাঁদিস না; দেখ তোর বাবা এলেন। তিনি বুঝি

বিদেশে চাকরী কর্‌তে গেছিলেন, তোর জন্ম আজ ঘরে ফিরে এসেছেন।" অনেকে ভাবিলেন স্ত্রীলোকটা কি পাগলী; যা নয় তাই বলছে।" কত সময় প্রলাপ বচনের মধ্য হইতেও কত স্বর্গীয় ভাব মনুষ্যের প্রাণে জাগিয়া উঠে, তাহা কে বলিতে পারে? সত্য ও জ্ঞানপূর্ণ উপদেশকে মানুষ প্রলাপ বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দেয়; কিন্তু আবার এমন দিন আসে যে সেই প্রলাপ-বচনের সত্যতায় জগৎ মুগ্ধ হয়; সেই বাক্যকে ঈশ্বর-প্রেরিত সুসংবাদ বলিয়া মস্তকে তুলিয়া লয়; এবং তাহা দ্বারা সংসারে থাকিয়া মুক্তিলাভে যত্নবান্ হয়।

আজি ঐ স্ত্রীলোকের প্রলাপ-বাক্যই মহৎ উপকার সাধন করিল। বালিকার ধারণা হইল "নিশ্চিতই, ইনি আমার পিতা।" সে হরেরাম বাবাজীকে দেখিয়া যেন অনেকটা আশ্বস্ত হইল। বাবাজীও সস্নেহে তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া আদর করিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসী মজিলেন; ডোর কৌপীন মায়া-জালে সমাচ্ছন্ন হইল; ভগবৎপ্রীতি দ্বিধা বিভক্ত হইল। বালিকাকে আর ক্রোড় হইতে নামাইতে ইচ্ছা হইতেছে না; বালিকাও আর নামিতে চাহে না। সকলেই আশ্চর্য্য হইল। সন্ন্যাসী বিপদে পড়িলেন; তিনি বালিকাকে লইয়া কি করিবেন? সকলেরই অভিলাষ যে সন্ন্যাসী বালিকাকে সঙ্গে লইয়া যান, কারণ বালিকার এক জগদীশ্বর ভিন্ন আপনার বলিবার কেহই ছিল না। সকলেই বলিতে লাগিলেন "বাবাজী, আপনি মেয়েটীকে লয়ে যান; এখানে থাকলে কে দেখ্‌বে? হয়তো না খেতে পেয়েই মারা পড়্‌বে।"

সন্ন্যাসী সমস্ত বিষয় সম্যক্‌রূপে অবগত হইলেন; তিনি দুই এক ফোঁটা অশ্রু বর্ষণ করিলেন ও বালিকাকে লইয়া আপন মঠের দিকে চলিতে লাগিলেন। সকলেই আনন্দিত হইল; ঈশ্বরের মহিমায় বালিকার আজ একটা উপায় হইল।

হরেরাম বাবাজী বালিকাকে লইয়া তারাদিহির পর্ব্বতের এক গুহায় সংস্থাপন করিলেন। সন্ন্যাসী সেখানে থাকেন ও মহান্তের নিকটেও প্রায়ই যান। বালিকার জন্ম আহার্য্য প্রভৃতি সামগ্রী সেই স্থান হইতেই আনয়ন করেন। তিনি বালিকার নাম রাখিলেন "মহিমা"। সেই সময় হইতেই মহিমা এক পালক পিতা ভিন্ন আর কাহারও মুখ দর্শন করিতে পান নাই; আজি মহিমা পঞ্চবিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন।

প্রাতঃকালে মহিমা কলসী কক্ষে ঝরণার বারি আনয়ন করিতে নিষ্ক্রান্তা হইলেন। পথিমধ্যে বৃক্ষতলে যজ্ঞোপবীতধারী যুবককে নিদ্রিত দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া চিত্রপুত্তলীর ন্যায় তাঁহার পানে তাকাইয়া রহিলেন। সুরেশের অমানুষিক রূপ-লাবণ্য দর্শনে মোহিত হইয়া তাঁহাকে ভিন্ন জগতের জীব বলিয়া মনে মনে নির্দ্ধারিত করিলেন; কিন্তু সেস্থান হইতে

এক পাও নড়িতে সক্ষম হইলেন না। একবার ভাবিলেন যে, পিতাকে ডাকিয়া এই দেবপুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করাইয়া দেন; আবার ভাবিলেন যদি পিতাকে ডাকিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে করিতে এই অপরূপ সামগ্রী অন্তর্হিত হয়, তাহা হইলে তো আর তাঁহাকে নয়ন ভরিয়া দেখা হইবে না। এইরূপ মনে মনে নানা প্রকার তোলা পাড়া করিয়া সেই স্থানে কলসী রাখিয়া পিতৃসন্নিধানে গমন করিলেন। মহিমার মুখে বিস্তারিত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া হরেরাম বাবাজীর হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল; ভাবিলেন বিধি বুঝি এতদিনে তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ করিলেন,—আজি মহিমা বুঝি নিজভর্ত্তা নিজেই অনুসন্ধান করিয়া লইলেন।

পিতাকে সঙ্গে লইয়া মহিমা তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সুরেশকে অবলোকন করিয়া বাবাজীও স্তম্ভিত হইলেন। উভয়ের খরতর দৃষ্টিতে তাঁহার কোমল শরীর ঝলসিত হইয়া যাইবার উপক্রম হওয়ায় সহসা তিনি জাগরিত হইলেন। সম্মুখে লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সস্নেহে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন "তুমি কি অন্নদা?"

মহিমা নীরব;—যেন বলিতে ইচ্ছা হইতেছে "না,—আমি মহিমা, তোমায় বড় ভালবাসি।"

"তুমি কি অন্নদা?" এই কথা শ্রবণ করিয়াই হরেরাম বাবাজী সুরেশের অতীত জীবনের অনেকটা আভাস প্রাপ্ত হইলেন এবং সুরেশের প্রতি মহিমার ভালবাসার সীমা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য কর্কশস্বরে সুরেশকে উত্তর করিলেন

"তুমি কে?"

"প্রভু! আমি একজন পথিক মাত্র, পথপর্য্যটনে ক্লান্ত হ'য়ে এই স্থানে নিদ্রিত হয়ে পড়েছিলুম।"

"কোন্ সাহসে অপরিচিতা যুবতীকে এরূপ ভাবে সম্বোধন করলে?"

"প্রভু! আমি বড়ই তৃষ্ণার্ত্ত হয়েছি, তাই একটু জল চাচ্ছিলাম।"

"তোমার তৃষ্ণা জলের তৃষ্ণা নয়; আমার কাছে কপটতা খাটবে না;—সব মিথ্যা কথা।"

"না প্রভু! আমি তৃষ্ণায় অধীর হয়ে পড়েছি; রাত্রিকালে অনেক অনুসন্ধান করলেম, কিন্তু কোথাও একটু জল পেলেম না।"

মহিমার নবনীত হৃদয় দ্রবীভূত হইল; তিনি কহিলেন "বাবা, আমি জল আনব?"

হরেরাম গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন "না।"

"তবে বাবা, ওঁকে সঙ্গে নিয়ে ঝরণা দেখিয়ে দিয়ে আসি?"

"না।"

"কেন বাবা? তৃষ্ণায় ওঁর মুখ শুকিয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন না?"

"তাতে তোমার আমার কি?"

"তা বলে বাবা, তৃষ্ণার সময় লোককে একটু জল দেবে না?"

"জল! ওকি মানুষ যে ওকে জল দেব? ও একজন ডাকাত!"

"না বাবা, উনি বড় সজ্জন; এরূপ কমনীয় মূর্ত্তি, ঢল ঢল আঁখি, চন্দ্রনিভ বদন, কি কখনও দস্যুর দেহে সম্ভব হয়?"

পুনরায় সুরেশ কাতরস্বরে কহিলেন, "প্রভু! একটু জল দিন।" সুরেশের করুণ স্বরে মহিমা যেন অধীর হইয়া পড়িলেন; পিতাকে উত্তর করিলেন, "বাবা! যাই, আমি জল আনিগে।"

এই বলিয়া কলসী কক্ষে যাইতেছেন, এমন সময় হরেরাম কর্কশস্বরে কহিলেন "যাও কোথা?—এখনি এই পাপিষ্ঠকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করব" এই বলিয়া হরেরাম ক্রোধিন মূর্ত্তিতে সুরেশের দিকে অগ্রসর হইলেন।

পিতার উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া মহিমার কক্ষের কলসী ভূমে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। মহিমা তৎক্ষণাৎ পিতার সম্মুখীন হইয়া তাঁহার পদ ধারণ করিয়া কহিলেন,—"বাবা! ও'কে কিছু বলবেন না;—যা শাস্তি দিতে হয়, আমায় দিন।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীকল্যাণীচরণ হাজরা।

কাশীতে স্ত্রী-সম্মিলনী।

বিগত ৩০এ ডিসেম্বর—১৯০৫ খৃষ্টাব্দে এই মহানগরীতে এক অপূর্ব্ব সম্মিলনী হইয়াছিল। বলা বাহুল্য হিন্দুর পবিত্র তীর্থ কাশীধামে এ বৎসরে জাতীয় মহাসভার অধিবেশনে নানা দিগ্‌দেশ হইতে বিভিন্ন জাতির স্ত্রী ও পুরুষের সমাগম হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থলে নানাপ্রকার সভা সমিতির অধিবেশন হইয়া বিবিধ বিষয়ে বক্তৃতা হয়। এমন সুন্দর মিলন ইতিপূর্ব্বে এ প্রদেশে কখনও হয় নাই। অবশ্য পুরুষগণের সভা সমিতির অধিবেশন, নানা স্থানীয় কৃতবিদ্য মনস্বী পণ্ডিত বক্তা প্রভৃতির পরস্পরের মিলন ও আলোচনা-প্রথা এক্ষণে সুসাধ্য হইয়াছে। কিন্তু বলিতে গেলে অবরোধ-প্রথা রক্ষা করিয়া রমণীগণের এই পরম হিতকর মিলন-সুযোগ এই প্রথম উপস্থিত। স্থানীয় নাগরী প্রচারিণী সভাগৃহে ইহার অধিবেশন হয়। ছয় শতের অধিক ভদ্র মহিলা একত্র হইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, গুজরাটি, দক্ষিণী, ইংরাজি প্রভৃতি সকল জাতি ও সকল ধর্ম্মী নিরক্ষরা হইতে বিদুষী গ্রাজুয়েট মহিলাগণ পর্য্যন্ত যোগদান করিয়াছিলেন। প্রতাপগড়ের রাণী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, মিসেস উইলরাম সেক্রেটরী ছিলেন। মিসেস দুবে কার্য্যাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রথমে সভাপতি মাননীয়া রাণীর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা হইলে পর মিসেস উইল্‌রাম ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন। পরে একটি বাঙ্গালি রমণী হিন্দিতে "স্ত্রীজাতির কি কর্ত্তব্য এখন" সে বিষয়ে বলেন, তাহার পর মিসেস রমণ বাই ইংরাজীতে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বলেন। পরে আর একটী হিন্দুস্থানী ভদ্র মহিলা হিন্দিতে বলেন। অতঃপর, শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী "মাতৃপূজা" নামে একটি হিন্দি বক্তৃতা করেন। ইহার পর মিসেস তারাবাই নাম্নী একজন মহারাষ্ট্রী মহিলা হিন্দি ভাষায় স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বলেন। পরে আর এক রমণী মহারাষ্ট্রী ভাষায় বলিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু উহা কাহারই বোধগম্য না হওয়াতে অসম্পূর্ণ অবস্থায় স্থগিত হয়। অবশেষে মিসেস পি, কে রায়ের সুদীর্ঘ বক্তৃতান্তে, শ্রীমতী সরলা দেবীর সুমধুর জাতীয় সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইল। মধ্যে একটি হিন্দুস্থানী ৮।৯ বৎসরের বালিকা স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে একটি সুন্দর বক্তৃতা আবৃত্তি করিল। বালিকার সুন্দর স্মরণশক্তি, অনর্গল বলিল। কণ্ঠস্থ করান হইয়াছিল বোধ হয়। আরও দুটি বালিকা শ্রীমতী অমলা ও শ্রীমতী সুনীতি, সংস্কৃতে সরস্বতীর স্তব ও শ্লোক ইত্যাদি আবৃত্তি করিয়াছিল।

দুঃখের বিষয় এরূপ স্ত্রী-জনতার মধ্যে বক্তৃতাকারিণীগণের ক্ষুদ্র কণ্ঠস্বর সকলের শ্রুতিগম্য হয় নাই। অনেকের মুখেই "কিছুই শুনিতে পাই নাই" এই কথা শুনিলাম। আর অধিকাংশ বক্তৃতা ইংরাজিতে হওয়া সঙ্গত হয় নাই, কারণ সে স্থলে ইংরাজিতে অভিজ্ঞ স্ত্রীলোকের সংখ্যা অল্প ছিল—বেশীর ভাগ স্ত্রীলোক বাঙ্গালা ও হিন্দী বুঝিতে পারেন এইরূপ ছিলেন। তাঁহাদের উক্ত সকল বিষয় কিছুই হৃদয়ঙ্গম না হওয়াতে মনঃসংযোগ করেন নাই ও শিশুগণের ক্রন্দন-ধ্বনিতে সভাগৃহ আন্দোলিত হইয়া বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও সাধারণ ভাবে শিক্ষিতা ও অশিক্ষিতার পরস্পর মেলা মেশায় যাহা উপকার, তাহা ঘটিয়াছে। এই প্রকার যদি মধ্যে মধ্যে সকলে একত্র হইয়া এরূপ সদালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে অচিরে আশাতীত সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রতাপগড়ের রাণীর উদার উদ্দেশ্য প্রত্যেক ধনী মহিলার অনুকরণ-যোগ্য। তাঁহার আচার ব্যবহার সভাগৃহে যাহা প্রকাশ পাইল, উহা প্রশংসার্হ। কলিকাতার এবং অন্যান্য বিদেশের মহিলাগণ যাঁহারা সভাস্থল অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ও ভগিনী-প্রীতি সম্যক্ ভাবে আদরণীয়। আমরা প্রবাসে থাকিয়া স্বদেশী বিদুষী ভগিনীগণের সম্মিলনে পরম সুখী হইয়াছি।

প্রতিবর্ষে এই প্রকার জাতীয় মহাসভার আশীর্ব্বাদ লইয়া এক একটি স্ত্রী-সম্মিলনী গঠিত হইলে দেশের স্ত্রীগণের পরম মঙ্গল হইবে। শ্রীমি—দেবী।

সাধুবাক্য।

(৫০৮ সংখ্যা—২৪১ পৃষ্ঠার পর)

২৬। ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য তোমাদিগের অন্তরে।

২৭। ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য দম্বলের ন্যায়, তিন কলসী দুগ্ধের মধ্যে তাহা রাখিলেও সমুদয় দুগ্ধ দধি হইয়া যাইবে।

২৮। ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য কোনও ভূমি-নিহিত স্বর্ণখনির ন্যায়, যে ব্যক্তি তাহার সন্ধান পায়, সে তাহা গোপন করিয়া রাখে এবং আপনার যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া সেই ভূমিখণ্ড ক্রয় করে।

২৯। ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য রত্নসংগ্রহার্থী বণিক্কের ন্যায়। যে ব্যক্তি একটী বহুমূল্য মুক্তা পায়, সে আপনার সমুদয় মুক্তা বিক্রয় করিয়া তাহা ক্রয় করে।

৩০। অন্যের ত্রুটি ও দুর্ব্বলতা যত অধিক হউক না কেন, তৎপ্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন কর; কারণ অন্যে তোমার কত দোষ ত্রুটি সহ্য করিয়া থাকে।

৩১। কেহ কি তোমার কোনও অপকার করিয়াছে? তাহার উপযুক্ত প্রতিশোধ লও—উপেক্ষাতে তাহার আরম্ভ এবং ক্ষমাতে তাহার শেষ।

৩২। শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দান কর, দুর্ব্বলের হস্ত ধারণ কর ও সকলের প্রতি ধৈর্য্যশীল হও, দেখিও কেহ যেন অপকারের পরিবর্ত্তে অন্যের অপকার না করে।

৩৩। প্রভু পরমেশ্বর! তোমার হস্ত যদি সরাইয়া লও, মানুষের পবিত্রতা থাকে না; তুমি যদি না চালাও, জ্ঞান কোনও কার্য্যকর হয় না; তুমি যদি রক্ষা না কর, কোনও সাহসের উপর ভর করা যায় না, তুমি পরিদর্শক হইয়া না থাকিলে আমাদের সতর্কতায় কোনও কাজ হয় না।

৩৪। ভয় করিও না, কারণ আমি তোমার সঙ্গে আছি; শঙ্কিত হইও না, কারণ আমি তোমার ঈশ্বর; আমি তোমাকে বলীয়ান্ করিব, তোমাকে সাহায্য করিব ও সুরক্ষিত করিয়া রাখিব।

৩৫। ঈশ্বর আমার পর্ব্বত ও দুর্গ এবং আমার মুক্তিদাতা; আমার প্রভু আমার শক্তি, আমি তাঁহার উপরে বিশ্বাস করিব।

৩৬। আমরা তাঁহাতে বাস করি, বিচরণ করি এবং জীবন ধারণ করি।

৩৭। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কোনও জ্ঞান, বুদ্ধি ও পরামর্শ খাটে না।

৩৮। ঈশ্বরের সাহায্য ভিন্ন আমি কোনও কার্য্যই করিতে পারি না এবং প্রতিমুহূর্ত্তেই আমার সে সাহায্যের প্রয়োজন।

৩৯। পবিত্রচিত্তেরা ধন্য, কারণ তাঁহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবেন।

৪০। ঈশ্বরের নিকটে আইস, তিনি তোমার নিকট আসিবেন।

৪১। তোমার হস্ত ও হৃদয়কে সর্ব্বদা নির্ম্মল রাখ।

৪২। প্রভু! তুমি যদি ইচ্ছা কর, আমাকে পবিত্র করিতে পার। আমাকে ধৌত করিয়া তুষারের ন্যায় শুভ্র কর।

৪৩। এক হরি-নামে যত পাপ হরে, পাপী হয়ে তত পাপ করিতে না পারে।

৪৪। স্বর্গে তোমা ভিন্ন আমার আর কে আছে? এবং পৃথিবীতে আমি তোমা-ভিন্ন আর কাহাকেও চাহি না।

৪৫। যদি আমরা চিন্তা ও প্রার্থনা দ্বারা ভিতর হইতে হৃদয়-দ্বার বন্ধ না করি এবং বাহির হইতে সংসারের অপবিত্রতার স্রোত প্রবেশের পথ রোধ না করি, তাহা হইলে হৃদয়ে পবিত্র ভাবোদ্রেকের আশা করা বৃথা।

৪৬। যখন শয্যাতে শয়ন কর, তখন স্থির হও এবং আপনার আত্মার সহিত আপনি আলাপ কর।

৪৭। যখন তুমি প্রার্থনা করিবে, তোমার কুটীরে প্রবেশ কর এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া তোমার গোপনস্থ পিতার নিকট প্রার্থনা কর; তোমার পিতা যিনি গোপনে দর্শন করেন, প্রকাশ্যভাবে তোমাকে পুরস্কার দান করিবেন।

৪৮। দুঃখের সময়ে আমাকে ডাকিও, আমি তোমার কথা শ্রবণ করিব।

৪৯। শোকার্ত্তেরা ধন্য, কারণ তাহারা সান্ত্বনা পাইবে।

৫০। প্রভু! আমার আত্মাকে এরূপ দৃঢ় কর যেন দুঃখ, ক্লেশ, নৈরাশ্য, শোক, পীড়া—এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত হই।

সাধনার প্রতিদান।

(১)

সংসারের শত অভিশাপে
আজ মম হৃদয় বিকল,
সাধনার প্রতিদান সখা!
তুমি কেন ফেল আঁখি-জল?

(২)

যৌবনের লাবণ্য-সম্পদ
ভরাবুকে আছিল যখন
আমি কেবা—ভাবি নাই কভু,
বুঝি নাই পরের বেদন!

(৩)

দুদিনের খেলা ধুলা লয়ে
ভাবিতাম জনম সফল,
আজ তার প্রতিদান সখা,
তুমি কেন ফেল আঁখি-জল?

(৪)

জগতের শত প্রলোভনে
ভাবিতাম সকলি আমার,
এ বধির শ্রবণেত কভু
পশে নাই দীন-হাহাকার!

(৫)

মুছাইতে বিন্দু আঁখি-জল—
ব্যথিতের হৃদয়-বেদন,
এ পাষাণ পরাণত সখা
একবার কাঁদেনি কখন।

(৬)

আজি মোর অন্তিম বিচার,
আজি মোর হৃদয় বিকল,
সাধনার প্রতিদান সখা!
তুমি কেন ফেল আঁখি-জল?

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

ত্রিবেণী।

গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গম-স্থান বলিয়া প্রয়াগ ত্রিবেণী নামে পরিচিত। বাস্তবিক এই "ত্রিবেণী" শব্দের মধ্যে একটা অব্যক্ত মাধুর্য্য আছে এবং বোধ হয় আমাদের চিরন্তন বিশ্বাসবশতঃ এই নামের সহিত হৃদয়ের পবিত্র ভাবের উদয় হইয়া থাকে।

এবার বারাণসীতে গিয়াছিলাম। প্রয়াগে যাইবারও ইচ্ছা ছিল, কিন্তু যে ত্রিবেণী দর্শনের জন্য প্রয়াগ-গমন, সে ত্রিবেণী-তীর্থ কাশীধামেই দেখিতে পাইলাম।

কথাটা কিছু জটিল হইল। ভারতবর্ষে ধর্ম্মের আলোচনা যথেষ্ট হইয়াছে। সূক্ষ্মতম আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহ নিরূপণ করিয়া ভারতবর্ষ অদ্যাপি সভ্যজগতে যে দর্শন-শাস্ত্র শিক্ষা দিতেছে, তাহা অন্যত্র দুর্ল্লভ। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে কর্ম্মের প্রয়োজন। ভারতে যেমন এক দিকে ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধন হইয়াছে—অপর দিকে কর্ম্মের অত্যন্ত অবনতি হইয়াছে। কর্ম্মযোগও ধর্ম্মসাধনের অঙ্গীভূত। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুর মহাতীর্থ কাশীতে সেই কর্ম্মোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন, শিল্পপ্রদর্শনী ও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের পরস্পর সম্মিলন এই তিন শুভ অনুষ্ঠানে পুণ্যধাম কাশীর মাহাত্ম্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে—মঙ্গলময় কর্ম্মোৎসবে কাশীতে ত্রিবেণীর আবির্ভাব হইয়াছে।

কাশী ছাড়িয়া আসিয়াছি, কিন্তু পুণ্য-সলিলা জাহ্নবীর তীরে সগর্ব্বে দণ্ডায়মান সেই মহাসমিতির সুশোভন মণ্ডপ আমার চক্ষুর সম্মুখে ভাসিতেছে। বুঝি জীবনে তাহা ভুলিতে পারিব না। তার পর মাননীয় গোখলের স্নিগ্ধ সহাস্য মুখচ্ছবি আমার হৃদয়কে অধিকার করিয়া রহিয়াছে;—জ্ঞানে পর্ব্বতসদৃশ উচ্চ, বিনয়ে পদাবনতা লতার ন্যায় কোমল—এমন লোক কাহার হৃদয়ের পূজা ও ভক্তি পাইবে না? বোম্বাই, মান্দ্রাজ, পঞ্জাব, বঙ্গদেশ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোক

কি এক আহ্বানে মুগ্ধ হইয়া ছুটিয়া আসিয়া; সকল ভেদাভেদ, সকল ক্ষুদ্রতা ভুলিয়া একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়াছে—এ দৃশ্য দেখিলেও জীবন সার্থক হয়। তাহার পর স্বদেশানু-রাগে উদ্দীপ্ত ভলন্টিয়ার দলের প্রশান্ত মুখচ্ছবি আমার মনে পড়ে! ধন্য তুমি, জাতীয় মহাসমিতি! বর্ষে বর্ষে তুমি এমনি করিয়া আমাদিগকে একতার পথে অগ্রসর কর।

কংগ্রেসে অন্যান্য আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে বঙ্গবিভাগ এক প্রধান বিষয় ছিল। বাগ্মিবর সুরেন্দ্রনাথ যখন বঙ্গবিভাগে বাঙ্গালী কত মর্ম্মাহত হইয়াছে—তাঁহার ওজস্বিনী ও প্রাণস্পর্শিনী ভাষায় বর্ণনা করিতেছিলেন, ও মধ্যে মধ্যে শ্রোতৃ-মণ্ডলী হইতে "বন্দে মাতরং" ধ্বনি উত্থিত হইতেছিল, তখন কোন্ পাষাণ হৃদয় দ্রবীভূত হয় নাই? যখন তিনি ১৬ই অক্টোবরের কলিকাতার হৃদয়-বিদারক দৃশ্য বর্ণনা করিতেছিলেন—নির্ম্মল আকাশে অল্প মেঘের সঞ্চার হইয়া বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল। মনে হইল যেন সমগ্র জাতির মিলিত ক্ষোভপ্রকাশের সময়ে বিধাতা তাঁহার সহানুভূতি জানাইলেন। এ সকল দৃশ্য ও ঘটনা অনুভূতি-সাপেক্ষ—বর্ণনীয় নহে।

প্রদর্শনীর বিশেষ বিবরণ দেওয়া সম্ভব-পর নহে। কিন্তু যখন দেখিলাম স্বদেশ-জাত বিবিধ দ্রব্যে প্রদর্শনীর গৃহতল পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, তখন প্রাণ আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। আমাদের জাতীয় শিল্প-গৌরবের শেষ রেখাটুকু যে এত উজ্জ্বল—ইহা ভাবিয়াও প্রাণে অব্যক্ত আনন্দ অনুভব করিলাম। বরদা বালিকা বিদ্যালয় হইতে কয়েকটী বালিকা লেস (Lace) বুনন কার্য্যের জন্য প্রদর্শনীতে আসিয়াছে। তাহাদের বয়স বেশী হইবে না। কিন্তু শিল্পকার্য্যে তাঁহাদের দক্ষতা ও অনুরাগ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। রৌপ্যখচিত হস্তিদন্ত, চন্দন কাঠ প্রভৃতির নানাবিধ শিল্পকার্য্য দেখিতে পাইলাম। যাঁহারা স্বদেশী আন্দোলনের সফলতা ও স্থায়িত্ব সম্বন্ধে এখনও সন্দেহ করেন, তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি—একবার এই প্রদর্শনী দেখিয়া যান। যদি আমাদের সমগ্র ইচ্ছা ও শক্তি স্বদেশপ্রেম দ্বারা পরিচালিত হয়, তবে নিশ্চয়ই আমরা এই ব্রতসাধনে সমর্থ হইব—ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

শেষ কথা বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের পরস্পর সম্মিলন। এই সকল সম্মিলন আমাদিগের দেশের বিভিন্নদেশবাসী, সম-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে একতার বন্ধন আনয়ন করিতেছে। রাজপুতদিগের সম্মি-লন, আর্য্যসমাজের সম্মিলন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বারাণসীতে একেশ্বরবাদী-দিগের সম্মিলন এক অভিনব ব্যাপার। বোম্বাইয়ের জষ্টিস চন্দবার্কর, পঞ্জাবের অধ্যাপক রুচিরাম, বঙ্গের পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, পশ্চিমোত্তর প্রদেশের অধ্যাপক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির সমাগমে সম্মিলন অতি প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। এই

সম্মিলনে অন্যান্য উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে সিবিলিয়ান্ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সিটিকলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উমেশ-চন্দ্র দত্ত, অধ্যাপক মিঃ দেশাই, শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ও ডাঃ জি রায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। অক্সফোর্ড হইতে প্রত্যাগত বোম্বাই প্রদেশবাসী মিঃ ডি, আর, সিন্ডে এই সম্মিলনের সম্পাদক।

বামাবোধিনীর পাঠক পাঠিকাগণের নিকট আর দুই একটী কথা না বলিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। এ বৎসর কাশীতে মহিলাদিগের সম্মিলন অতি প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। আমাদের দেশের মহিলাগণ যে তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিবার জন্য মিলিত হইতেছেন ও তাঁহাদের মধ্যে ধীরে ধীরে ঐক্যবন্ধনের সূচনা হইতেছে, ইহা কম আনন্দের বিষয় নহে। এবার সকল অনুষ্ঠানেই মহিলারা কিছু কিছু অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। একেশ্বরবাদিগণের সম্মিলন-গৃহে ভূতপূর্ব্ব অন্তঃপুর-সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা হেমন্তকুমারী চৌধুরাণী একদিন ব্রহ্মোপাসনা করেন। সামাজিক সম্মিলনে মিসেস্ পি, কে রায় ও অন্য দুই একজন মহিলা আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন। শ্রীযুক্তা অবলা বসু, হিরণ্ময়ী দেবী, চঞ্চলা ঘোষ, সরলা দেবী প্রভৃতি মহিলাগণ এবার কংগ্রেসে উপস্থিত থাকিয়া আমাদের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন। এজন্য জনসাধারণ ও বিশেষ ভাবে বঙ্গীয় মহিলাকুল তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিবেন।

যে তিনটী পুণ্য অনুষ্ঠানের সমাবেশে কাশীতে ত্রিবেণীর শোভা দর্শন করিয়াছি—আজ তাহা হইতে বহু দূরে আসিয়াছি। ধর্ম্মক্ষেত্রে আমাদের পিতৃপুরুষগণ অনেক পুণ্য সঞ্চয় করিতেন—বর্ত্তমান যুগে কর্ম্ম-তীর্থ কাশী হইতে আমরা যে পুণ্য আহরণ করিয়া আসিয়াছি—ভগবৎ প্রসাদে যেন তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় ও দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া জগতের কল্যাণ সাধন করে।

বারাণসী।

১লা জানুয়ারী, ১৯০৬।

হে তীর্থ, হেপুণ্য স্থান, অরুণ-আলোকে
তোমার মঙ্গল ছবি মরি কি মধুর—
সমুন্নত হর্ম্ম্যমালা হাসিছে পুলকে,
মুক্তিধাম তোমা হ'তে নহে কভু দূর।
প্রস্তর-নির্ম্মিত শত সোপানের শ্রেণী
জাহ্নবীর নীল জলে গিয়াছে মিশায়ে,
মণিকর্ণিকার ঘাট, ধ্রুবতীর্থ বেণী,
শত তীর্থ বিরাজিত হেথা পায়ে পায়ে।
জপ তপ, স্নান দান, হে পূত নগরী,
নীরবে সাধিতে তব পঞ্চক্রোশ মাঝে—
পাপী, সাধু আদি যুগযুগান্তর ধরি,
আত্ম-সমর্পণ হেথা করে বিশ্বরাজে।
ধন্য তুমি পুণ্যধাম, ধন্য তুমি কাশী—
পবিত্র সুন্দর আরো বিশ্বপাপ-গ্রাসী।

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সজারু।



জীবের দেহাবরণে কত বিচিত্রতা, গত বার তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ "পাঙ্গোলিন"কে উপস্থিত করিয়াছিলাম, এবার যে জন্তুর প্রতিরূপ এখানে প্রকটিত হইল, ইহা সকলেরই পরিচিত। ইহার নাম "সজারু।" ফরাসী ও ইংরাজীতে ইহাকে "Porcupine" বলে, ইহার অর্থ কণ্টকিত শূকর। অনেক জন্তুর গায় লোম আছে এবং

তাহা কণ্টকবৎ শক্তও হইয়া থাকে, কিন্তু সজারুতে ইহা যেরূপ, এরূপ আর জীব-জগতে কোথাও দেখা যায় না। এই সজারু-কণ্টক কোন কোন স্থলে লেখনী-রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা সেলাইয়ের সূচ হয় এবং অনেকগুলি একত্র করিয়া মানুষের গাত্রাচ্ছাদনও প্রস্তুত হয়।

সজারু খরগোষ প্রভৃতির ন্যায় রদন্ত বা দন্তর শ্রেণীভুক্ত এবং অতি কোমল ও ভীরুস্বভাব। ইহাদিগের আত্মরক্ষার জন্য বিধাতা এই অপূর্ব্ব উপায়বিধান না করিলে ইহাদের প্রাণ রক্ষা হওয়া কঠিন হইত। ইহারা ভয় পাইলে যখন এই কণ্টকাবরণ বিস্তারিত করিয়া খাড়া হইয়া দাঁড়ায়, তখন ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্র ভল্লুকও ইহাদের নিকটবর্ত্তী হইতে পারে না।

পুরাতন মহাদ্বীপে ও নূতন মহাদ্বীপে সজারু দুই বিভিন্ন শ্রেণীর। পুরাতন পৃথিবীর সজারুদিগের কসের দাঁত অর্দ্ধ-বদ্ধ, কণ্ঠার হাড় অসম্পূর্ণ, উপরের ওষ্ঠ চেরা, পায় তলা সমান, স্তন ৬টী এবং ইহাদের মস্তকের হাড়েরও অনেক বিশেষত্ব আছে। ইহাদিগকে ইউরোপের দক্ষি-ণাংশে, সমগ্র আফ্রিকায়, আসিয়ায় ভারত-বর্ষ ও ভারত দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত বিস্তারিত দেখা যায়। ইহারা সম্পূর্ণ স্থলচর। ইহাদের শরীর দেহপরিমাণে ভারী, মস্তক গোল ও চাপা, নাসিকা মাংসল ও দ্রুত-স্পন্দন-শীল, সমুদায় গাত্র কণ্টকে আবৃত, মধ্যে কিছু লোম নাই। ইহাদের এক শ্রেণীর মস্তকের খুলি অপেক্ষা নাসাভ্যন্তরস্থ খোল প্রশস্ত, লাঙ্গুল ক্ষুদ্র, তাহাতে কাঁটা সংলগ্ন, চলিবার সময় এক প্রকার শব্দ হয়। এক শ্রেণীর সজারুকে ক্রস-লাঙ্গুল বলে, তাহাদের লেজ লম্বা, তাহার অগ্রভাগে ক্রুসের ন্যায় চাপটা কাঁটার গুচ্ছ। ইহাদের আকৃতি অন্যদের অপেক্ষা ক্ষুদ্র।

জর্ডন সাহেব ভারতবর্ষীয় সজারুর এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন :—ভারতের অধিকাংশ স্থলে—হিমালয়ের দক্ষিণ হইতে দাক্ষিণাত্যের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত (Hystriex leucura) এই জাতীয় সজারু দেখা যায়, নিম্নবঙ্গে তাহার অত্যন্ত অভাব। নিম্নবঙ্গে (H. Bengalensis) বঙ্গদেশীয় সজারু পাওয়া যায়। ইহারা অনেক স্থলে দলবদ্ধ হইয়া বাস করে এবং পর্ব্বতের পার্শ্বে, নদী ও নালার ধারে, অধিকাংশ স্থলে পুষ্করিণীর পাড়ে ও পুরাতন মাটীর দেওয়ালে বহুসংখ্যক গর্ত্ত খনন করে। কোন কোন অঞ্চলে ইহারা ধান, আলু, শস্য ও অন্য তরিতর-কারী খাইয়া নষ্ট করে। (পানের বরজে ইহাদিগের দৌরাত্ম্য প্রসিদ্ধ)। ইহারা অন্ধকার না হইলে গর্ত্ত হইতে বাহির হয় না, কখনও কখনও দুই একটাকে দিবালোকে বাসস্থানে ফিরিতে দেখা যায়। কুকুরেরা ইহাদের গন্ধ অনেক দূর হইতে পায়। আমি কুক্কুরদ্বারা নীল-গিরিতে অনেক সজারু মারিয়াছি। ইহারা যখন শত্রুকে আক্রমণ করে, তখন কাঁটা-গুলি খাড়া করিয়া পশ্চাৎ দিকে ধাবমান

হয়। এই কাঁটার আঘাতে আক্রমণকারী কুকুরেরা ক্ষতবিক্ষত হইয়া থাকে এবং কাঁটা শরীরে বিদ্ধ হইয়া থাকে। সাহেবদের রসনায় ইহাদের মাংস শূকর-মাংস ও গোমাংসের মধ্যবর্ত্তী এবং সুস্বাদু।

নূতন পৃথিবীর সজারুদের কসের দাঁত দৃঢ়বদ্ধ, কণ্ঠার হাড় সম্পূর্ণ, উপরের ঠোঁট অখণ্ডিত, পায় তলা বন্ধুর, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের চিহ্নমাত্র নাই এবং স্তনসংখ্যা ৪টী। ইহাদের গাত্রের কণ্টকগুলির মধ্যে মধ্যে লোম। ইহারা ঠিক্ নিশাচর নয় এবং এক শ্রেণী ব্যতীত সকলে বৃক্ষে বাস করে—ইহাদের লম্বা দৃঢ় লাঙ্গুলে বৃক্ষশাখা জড়াইয়া ধরিতে পারে।

ইহাদের তিন শ্রেণী। প্রথম শ্রেণী কানাডা-দেশীয়, ইহারা বলিষ্ঠ ও গুরুদেহ। ইহাদের লোম এত দীর্ঘ যে, গাত্রকণ্টক তাহাতে প্রায় ঢাকিয়া থাকে। সম্মুখের পায় ৪ এবং পশ্চাতের পায় ৫ অঙ্গুলি এবং লাঙ্গুল খাঁট। কানাডা ও যুক্তরাজ্যে যেখানে পুরাতন জঙ্গল আছে, সেখানেই ইহাদিগের সমাবেশ দেখা যায়। দ্বিতীয় শ্রেণী গেছো সজারু, ইহাদিগের ৮।১০ উপশ্রেণী, দক্ষিণ আমেরিকায় উষ্ণপ্রধান দেশ ও মেক্‌সিকোতে ইহারা বাস করে। ইহার লঘুতর দেহ, ইহাদের কণ্টক সকল ছোট, ঘন ও নানাবর্ণ, তাহাদের মধ্যে মধ্যে লোম আছে। ইহাদের লাঙ্গুল শাখা-ধারণোপযোগী। ইহাদের পশ্চাতের পায় ৪।৪ অঙ্গুলি, কিন্তু পঞ্চম অঙ্গুলির পরিবর্ত্তে পায় তলা মাংসের গদিযুক্ত, এইরূপ ব্যবস্থা থাকাতে হস্তদ্বারা যেরূপ শাখা দৃঢ়রূপে ধারণ করা যায়, এই চতুরঙ্গুলিবিশিষ্ট পদদ্বারাও সেইরূপ ধরা যায়। তৃতীয় শ্রেণী কেবল ব্রেজিলের উষ্ণতম স্থানে দেখা যায়। ইহাদের কপাল ভিন্নাকৃতি এবং দন্ত সকল বিভিন্ন। ইহাদের উপজাতি দেখা যায় না।

শতদল।*

প্রথম স্তবক—প্রথম অংশ†।

স্ত্রীলোকের প্রথম শিক্ষা "সতীত্ব"। সতীত্ব, নারী-জীবনের মূল ধর্ম্ম। সতীই দেবী, কুলের ভূষণ। অসতীর সকল আড়ম্বর দুই দিনে কোন্ দিক দিয়া কোথায় চলিয়া যাইবে, তাহা স্থির নাই। সে সর্ব্বদা অবিশ্বাসিনী—নারী-রাক্ষসী!

---

* শ্রীমতী বিদ্যাবতী আবয়ার সরস্বতী সম্পাদিত।

† শতদল নানা স্তবকে বিভক্ত হইবে। প্রথম স্তবকে সতীত্ব, নম্রতা, ধৈর্য্য বা সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা, পবিত্রতা, রমণীচরিত্র, ভালবাসা, আমাদের কর্ত্তব্য এবং নীতি পঞ্চাশৎ এই বিষয়াষ্টক থাকিবে।

লেখিক

সতীত্বের 'গৌরব' যেমন মহৎ, উহার 'আচরণ' তেমনই কঠোর। বাস্তবিক 'সতীত্ব-রক্ষার্থ ক্ষণকালের তরে জীবন দান' অপেক্ষা 'সতীত্ব লইয়া চিরদিন চলাই' কঠিন।

কবিবর দীনবন্ধু মিত্র স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়াছেন,—

পবিত্র ত্রিদিব-ধাম ধরণীমণ্ডলে,
সতীত্ব-ভূষণে নারী বিভূষিতা হ'লে।

সতীত্বের প্রকৃষ্ট লক্ষণ 'স্বামীর প্রতি কোনও অবস্থায়—কোনও মুহূর্ত্তে শ্রদ্ধার অণুমাত্রও ত্রুটি হইবে না।'

সতীত্বে মনের দৃঢ়তা হয়, বুদ্ধিবৃত্তি চরম স্ফূর্ত্তি পায়, সকল শুভকার্য্যে মঙ্গল প্রবৃত্তি হয়, স্বর্গমর্ত্ত্যের সকল সুখ-সম্পদে পূর্ণ অধিকার জন্মে। সতী স্ত্রী জনপুঞ্জের কল্যাণকারিণী—সতী স্ত্রী সর্ব্বমঙ্গলা—সতী স্ত্রী মানব-মানস-মন্দিরে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী প্রতিমা।

"পাপের লীলা-স্থল—নারকীর নাট্য-ভূমি—দুঃখ-যন্ত্রণাপূর্ণ এই সংসারে, রমণীর 'সতীত্ব' স্বর্গীয় ধন। এই দুরবস্থার ঘোর দুর্দ্দিনে—অশান্তির অমানিশায়, নারীর 'সতীত্ব' আর্য্যগৃহে উজ্জ্বল মাণিক।"

আর্য্যহৃদয়, সকল কষ্ট সহ্য করিতে পারে, কিন্তু প্রাণ থাকিতে রমণীর সতীত্বের বিন্দুমাত্রও অবমাননা সহিতে পারে না।

রাজপুতানার জহর-ব্রতের কথা স্মরণ কর, শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিবে—বিস্ময়ে প্রাণ অভিভূত হইয়া যাইবে। নারকীগণের নিকট প্রিয়তম সতীত্ব রক্ষার আর উপায় নাই দেখিয়া, রাজপুত-ললনাবৃন্দ পবিত্র বসনে পবিত্র দেহ আচ্ছাদন করিয়া, দয়াময়ের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিতে করিতে, ব্যোমস্পর্শী প্রচণ্ড অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে কাতারে কাতারে দাঁড়াইয়াছে;—পার্শ্বে রাজপুত-গণ অশ্রুপূর্ণনেত্রে হিমাচলের ন্যায় অচল-ভাবে আকাশ পানে চাহিয়া রহিয়াছে। মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই সকল স্বর্ণ প্রতিমার ভস্মাবশেষ লইয়া পূতপাবক-শিখা গগন-মণ্ডল স্পর্শ করিল,—যেন অগ্নিদেব সেই সতীগণকে বক্ষে লইয়া সতীত্বের নেত্র-স্নিগ্ধকর, পবিত্র জ্যোতিঃ বিস্তার করিতে করিতে, তাঁহাদিগকে সেই পুণ্যময় ভগবানের নিকট লইয়া চলিলেন!

সতী নারী জলন্ত চিতায় বসিয়া মৃত পতির পা দুখানি সযত্নে বক্ষে ধারণ করিয়া প্রীতি-প্রফুল্ল বদনে সানন্দে হরি-ধ্বনি করিতেছেন, এ দৃশ্য মনে ভাবিলেও আমরা গৌরবান্বিত হই!

পবিত্রতাই 'সতীত্ব'। কেবল পাপ-কার্য্য হইতে বিরত থাকিলেই যে সতীত্ব রক্ষা হয়, তাহা ভাবিও না। পাপ বিষয় মনে ভাবিলেও সতীত্ব থাকে না। স্বামীই সতীর সর্ব্বস্ব—স্বামী সতীর প্রত্যক্ষ দেবতা, স্বামী সতীর পরম গুরু।

সতীত্বের তেজঃ অসামান্য! কাহার সাধ্য সেই তেজের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়? কুচরিত্র লোকের ক্ষমতা নাই যে, তাহার নিকট অগ্রসর হইতে পারে। পরম

দণ্ডদাতা নিখিল-পাতা শিবময় বিধাতা তাঁহার সহায়। নলোপাখ্যান স্মরণ কর। সতীত্বের জয় অনিবার্য্য ও অসাধারণ!—সাবিত্রী-চরিত গীত একবার অনুধ্যান কর।*

দ্বিতীয়।

'স্ত্রীলোকের "নম্রতা" একখানি সুন্দর অলঙ্কার। হীরা, মতি, মাণিক্য যত উজ্জ্বল দেখায়, স্ত্রী-চরিত্রে 'নম্রতা' ততোধিক সুন্দর দেখায়। যাহা নম্র, তাহাই সুন্দর;—বৃক্ষ ফলভরে যখন নত হয়, তখন বৃক্ষ বড় সুন্দর; মনুষ্য সৎস্বভাবে যখন নত হয়, মনুষ্য তখন দেবতা।'

স্বামী উন্মার্গগামী হইলে, তজ্জন্য তাঁহাকে তিরস্কার অপেক্ষা স্ত্রীর নীরবে অশ্রু বর্ষণ আমি ভালবাসি। উহাতেই বামাগণের প্রকৃত সৌন্দর্য্য এবং উহাতেই দুর্জ্জয় স্বামি-হৃদয় জয় করা যায়। আমাদিগের প্রত্যেকের হৃদয়েই প্রকৃতির ইঙ্গিত আছে; সেই ইঙ্গিত বুঝিয়া যিনি কার্য্য করিতে পারেন, তিনিই চরিত্রশালিনী।

'ফুল দেখিতে বড় সুন্দর, শুধু রূপে ইহা সুন্দর নহে; তাহা হইলে গড়িলে বা চিত্রে আঁকিলে অত সুন্দর দেখায় না কেন? ইহার 'নম্রতায়'—ইহার কোমলতায় ইহাকে এত সুন্দর দেখায়।'

'নম্রতার' একটী আশ্চর্য্য লাবণ্য আছে, ইহাতে কুৎসিতকেও সুন্দর করে। অঙ্গনাগণের রূপ ঔদ্ধত্যে মলিন হইয়া যায়। যদি সহানুভূতি পাইতে চাও—বিনীতা হও; এ পৃথিবীতে গর্ব্ব করিবার কিছুই নাই।

নীলাকাশে রামধনু সুন্দর; শৈলারণ্যে ময়ূর সুন্দর; উষা-ক্রোড়ে তরুণ অরুণ সুন্দর; স্বচ্ছ সরোবরে ফুল্ল শতদল সুন্দর; আবার, কবির কল্পনা-চক্ষে সুন্দরী স্ত্রীর প্রফুল্ল আনন, 'চন্দ্রানন' তুল্য। কিন্তু লোক-হিত-ব্রতধারিণী—সাধুশীলা—গুণজ্ঞা—'সরলা রমণীর' অন্তঃকরণের যে সৌন্দর্য্য তাঁহার মুখশ্রীতে বিকশিত হয়, তাহা জগতে অতুলনীয়।

স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক মিষ্ট; সেই স্বরে যে বাক্য প্রকাশ পায়, তাহাও মিষ্ট, অর্থাৎ প্রিয় হউক; সেই বাক্যে যে অর্থ থাকে, তাহাও সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা মিষ্ট অর্থাৎ 'কমনীয় ও সৎ' হউক।

তৃতীয়।

'পৃথিবীতে সুখের বসন্ত-সমীরণ চিরদিন প্রবাহিত হয় না। বসন্ত অল্পকাল স্থায়ী, অতঃপর গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপ, বর্ষার প্রবল ঝঞ্ঝা, শীতের দারুণ পীড়ন সহ্য করিতে হয়। মানবের সুখ-দুঃখের এইরূপ

---

* যদি কিছু বেয়াদ্দাপ—অন্যায় লিখন—
হ'য়ে থাকে, ক্ষমা কর অয়ি বামাদল!
কৃতাঞ্জলিপুটে, আমি স্পর্শিয়া চরণ,
অর্পিলাম উপহার ম্লান "শতদল"।

—প্রবন্ধরচয়িত্রী।

লক্ষণ অনিবার্য্য ও নিয়মিত। এখানে যাহার নিকট যে প্রত্যাশা কর, তাহাই যে পাইবে, এমন নিশ্চয় নাই। এখানে স্বজনের পরভাব, পরিজনবর্গের অসৌজন্য ও অনুচিত ব্যবহার, আত্মীয়ের মর্ম্মান্তিক ঔদাসীন্য, উপকৃত জনের কৃতঘ্নতা, পদে পদে ঘটা বিচিত্র নহে। এখানে কোন ক্লেশে দগ্ধ হইবে না, এরূপ আশা করা যাইতে পারে না। তাই ক্লেশ নিবারণে অপারগ হইলে, অপরাজিতচিত্তে তাহা সহ্য করিব, এইরূপ "ধৈর্য্য" বা "সহিষ্ণুতা" আবশ্যক।

সকল বিষয়ের সিদ্ধিলাভহেতু উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করিতে হয়। কেহ তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিলে তখনই তাহাকে দণ্ড দিতে হইবে, এ প্রবৃত্তি শ্রেয়স্কর নহে।

এ সংসারে মিথ্যার সফলতা হয় না,—অত্যাচারীর জয় হয় না,—বক্রপথে সিদ্ধি-লাভ হয় না। যদি হয়, তাহা কিছু দিনের জন্য এবং অধিকতর শাস্তির জন্য। পরিণামে সত্যেরই জয় হয়,—সৎ ও সাধু ভাবেরই সুপ্রতিষ্ঠা হয়।

বক্র ও কুটিলপথগামী স্বার্থপর লোক নিশ্চয়ই উপযুক্ত কালে, সংসার-চক্রে নিপীড়িত বা পেষিত হইবে। যদি তুমি 'সহিষ্ণুতা' সহকারে সেই কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে না পার, তাহাতে তোমারই দোষ।

তোমার যত্ন, চেষ্টা, শ্রম ও সহিষ্ণুতার উপর বিধাতা যখন যে ফল দান করিবেন, তাহাই অক্ষুণ্ণচিত্তে গ্রহণ জন্য আপনার অন্তঃকরণকে প্রস্তুত রাখিবে। যে সংসারে মৃত্যুতেই জীবলীলার অবসান, সে স্থলে 'ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা'-সূত্রেই যে জীবনের মালা গ্রথিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি?

যদি তুমি ক্রোধ ঈর্ষাদির বশীভূত হইয়া তোমার নিন্দাকারী বা অহিতা-চারীর গুপ্তদোষ প্রকাশ করিয়া দেও, অথবা অন্য প্রকারে প্রতিহিংসা সাধনে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে নিশ্চয় তুমি সেই বিপক্ষ—বিরোধীকে আরও বলবান্ করিলে;—তাহাকে দমন করিতে পারিলে না। মদান্ধ ব্যক্তি কর্ত্তৃক উত্ত্যক্ত বা অবমানিত হইলেও, যদি তুমি তাহাকে শাস্তি না দিয়া অথবা বৈর-নির্য্যাতন-বাসনায় হৃদয় কলুষিত না করিয়া সহৃদয়ে "ক্ষমা" কর, তবে নিশ্চয়ই তোমার মান দ্বিগুণিত হইবে—শত্রু-দমনে শ্রেণী করুণা-মন্ত্র পাইবে।

আত্মসংযম-ক্ষমতাই মহত্ত্বের পরিচায়ক। সামান্য বায়ু-ভরে তৃণই বিচলিত হয়, ভয়ঙ্কর ঝটিকার সময়েও অচলরাজি স্থানচ্যুত হয় না। লঘু হৃদয় সহসা বিচলিত ও অসহিষ্ণু হইয়া পড়ে, কিন্তু মহৎ হৃদয় কিছুতেই ক্রোধ বা বৈর-নির্য্যাতন-বাসনা দ্বারা চঞ্চল ও বিকৃত হইয়া পড়ে না।

দুষ্ট, দুর্জন ও পাপাশয় লোকদিগকে শাসন ও দমন করা কদাচ অবৈধ নহে। কিন্তু ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া অত্যাচারীর দণ্ডবিধান করিতে অগ্রসর হওয়া, ন্যায়-

বিগর্হিত। প্রশান্তহৃদয়ে অপরাধীর ভাবী কল্যাণসাধন-কামনায় যাঁহারা দণ্ডবিধান করিতে পারেন, তাঁহারাই কেবল শাসন ও দণ্ডবিধানের অধিকারী।

ক্ষমাতে একদিকে যেমন হৃদয়ের উদারতা প্রকাশিত হয়, অপর দিকে তেমনই দয়া ও লোকানুরাগ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। শত্রুগণের প্রতি ক্রমাগত 'ক্ষমা' ও 'সহিষ্ণুতা' প্রদর্শিত হইলে, কোন না কোন দিন নিশ্চয় তাহাদিগের হৃদয় অনুরাগে আর্দ্র হইয়া পড়িবে। শত্রু-বিজয়ের এরূপ সহজ, সুন্দর ও সরল পন্থা আর কৈ?

বিপক্ষ-শাসনহেতু ক্রোধের সাময়িক আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মৌনাবলম্বন অর্থাৎ প্রকারান্তরে ক্ষমার ন্যায় প্রকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট উপায় আর জানি না। ক্রোধের সময়ে ক্রোধোদ্দীপক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করাই, ক্রোধ-শান্তির একমাত্র মহৌষধ। ফলতঃ চরিত্র রক্ষা করিতে হইলে, প্রাণপ্রাণে 'সহিষ্ণুতা' গুণের সাধনা করিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

বারাণসী জাতীয় মহাসভা।

গত বড়দিনের সময়ে বারাণসীধামে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। সভাপতি অনরেবল রামকৃষ্ণ গোখলের ছবি পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইনি জননী জন্মভূমির পূজার পুরোহিত হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ইনি যেমন সুপণ্ডিত, তেমনি সচ্চরিত্র; যেমন ধীরপ্রকৃতি, সেইরূপ স্বাধীনচেতা ও স্পষ্টবক্তা; যেমন চিন্তাশীল, তেমনি আত্মমনোভাব-প্রকাশে পটু; যেমন উচ্চ-পদস্থ, তেমনি নিরাড়ম্বর ও নিস্পৃহ। ইনি দরিদ্র ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বচেষ্টা ও স্বাবলম্বন প্রভাবে মহত্ত্বের অধিকারী হইয়াছেন। দাক্ষিণাত্যের মহানুভব আদর্শচরিত্র স্বর্গগত রাণাডের শিক্ষা ও চরিত্রাদর্শে ইঁহার জীবন গঠিত। এরূপ সুবিদ্বান্ ব্যক্তি স্বদেশহিতব্রতে স্থাপিত ফার্গুসন কলেজে সামান্য বৃত্তি লইয়া অধ্যাপকের কার্য্য করিতেন। এখন তাহা ছাড়িয়া একপ্রকার নিঃসম্বল হইয়াছেন। সৌভাগ্যের বিষয় ইঁহার পারিবারিক কোনও চিন্তা নাই এবং ইনি নিজের জীবনকে স্বদেশ সেবার উৎসর্গ করিয়াছেন। ইঁহার কৃতিত্ব জগদ্বিখ্যাত। এ হেন দুর্জয় লর্ড কুর্জনের সভার সদস্য থাকিয়া তাঁহার ভ্রূকুটি ও ক্রোধ-গর্জন অগ্রাহ্য করিয়া ইনি নির্ভীক-চিত্তে তাঁহাকে উচিত কথা শুনাইয়াছেন। কয়েকমাস ইংলণ্ডে থাকিয়া শতসহস্র সমবেত ইংরাজের সমক্ষে সারগর্ভ বক্তৃতা



দ্বারা মাতৃভূমির দুঃখবর্ণন ও ইংরাজ-রাজের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইনি জাতীয় মহাসভায় যে বক্তৃতা করেন, তাহা সম্পূর্ণ সময়োপযোগী ও তাঁহার পদের উপযুক্ত হইয়াছে। তাঁহার নেতৃত্বে এত বড় বিরাট সভার কার্য্যও সুশৃঙ্খলে নির্ব্বাহিত হইয়াছে। এ সভায় ভারতের সর্ব্বপ্রদেশের নেতৃস্থানীয় লোক সকল উপস্থিত থাকিয়া কার্য্যের সহায়তা করিয়াছেন। অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি মাধো দাসের প্রারম্ভিক বক্তৃতা ও সভাপতির বক্তৃতা হইয়া প্রথম দিনের কার্য্য শেষ হয়। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দিনে যে সকল বিষয়ের নির্দ্ধারণ হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত তালিকা এই :—

(১) সপত্নীক যুবরাজের সম্বর্দ্ধনা ও মহারাণী

ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র অনুসারে ভারত শাসন জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ।

(২) ব্যবস্থাপক সভার বিস্তার ও সংশোধন।

(৩) কারবারী ও শাসন বিভাগের উৎকর্ষ সাধন।

(৪) বিলাতের ভারতকৌন্সিলে ভারতের প্রতিনিধি গ্রহণ।

(৫) ভারতশাসনের উপর পার্লেমেন্টের দৃষ্টি দান ও ক্ষমতা পরিচালন।

(৬) সরকারী চাকুরীতে ভারতবাসীদিগের প্রবেশ পথ বিস্তার।

(৭) বঙ্গব্যবচ্ছেদ।

(৮) স্বদেশী আন্দোলন।

(৯) ভারতবর্ষের আয় ব্যয় ব্যবস্থা।

(১০) সামরিক বিভাগের ব্যয় বৃদ্ধি ও শাসন-বিভাগের কর্তৃত্ব হ্রাসের প্রতিবাদ।

(১১) শাসন ও বিচার ক্ষমতার পৃথক্ করণ।

(১২) ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহে ভারত সন্তানদিগের প্রতি দুর্ব্যবহার।

(১৩) সিবিল সার্বিসের পুনর্গঠন।

(১৪) পুলিশ সংস্কার।

(১৫) শিক্ষা নীতি।

(১৬) বিবিধ।

মাতৃভক্তগণ ষোড়শোপচারে মাতৃপূজা করিয়াছেন। ইহার দৃশ্য নয়নতৃপ্তিকর, মনোহর ও হৃদয়ানন্দোদ্দীপক। ভারতের নানা প্রদেশের নানা-পরিচ্ছদধারী, নানা-ভাষাভাষী, নানা-ধর্ম্মাবলম্বী ও নানা-আচারব্যবহারসম্পন্ন নরনারী এই মহা-হোমাগ্নিকুণ্ডে বর্ষান্তে স্বদেশানুরাগমন্ত্রে দীক্ষিত হন, ভগবানের আশীর্ব্বাদে কালে ইহার সুফল নিশ্চয়ই ফলিবে এবং ভারতের দুর্দ্দিন ঘুচিয়া সুদিন উপস্থিত হইবে।

গৃহ-চিকিৎসা।

টোটকা।

১। কোন অঙ্গ ফেটে গেলে,
পাথুরে কয়লা গুঁড়িয়ে রাখ;
তারই ফাঁকী লাগিয়ে বাঁধ,
ব্যথা তোমার থাক্‌বে নাক।

২। টাটকা কলসী-পাঁকের আটা,
আরাম করে কাটার ঘা টা।

৩। পাথুরে কয়লা জলে ঘ'সে,
ফোঁড়ার উপরে লাগাও ক'ষে।

৪। ইসবগুল আর মিছরি খানিক
জলে যদি ভিজিয়ে রাখ,
সেই জলটা খেয়ে ফেল,
অগ্নিমান্দ্য রবে নাক।

৫। মৌরী আর সৈন্ধব লবণ গুঁড়া
দুয়ে মিশয়ে খেয়ে ফেল,
ফলটা পাবে হাতে হাতে—অজীর্ণ
রোগ হবে ভাল।

৬। পানের রস মাথায় মাখ,
উকুণগুলো থাক্‌বে নাক।

৭। ভাল জাফরান তিন চার মাসা
খাও, প্রসব হবে খাসা।

৮। কুরচির ছালের রস এক ছটাক,

দুধের সঙ্গে খেয়ে ফেল,
রক্তামাশয় রোগটী তোমার
একেবারে হবে ভাল।

৯। শিউলি গাছের ছালের রস
দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খাবে,
রক্তামাশয় রোগটী তোমার
একেবারে সেরে যাবে।

১০। হাড় নারেঙ্গা গাছের ডাল,
বাদ দিও তার উপর ছাল;
জলে ঘ'সে লাগাও গায়,
সারবে, নাইক সন্দ তায়।

১১। গলন্ত নারিকেল ঝুনা
খাও, অম্বল রোগ আর রবে না।

(ক্রমশঃ)

সান্নিপাতিক রোগের বিশেষ লক্ষণ ও পরীক্ষা।

নাড়ী পরীক্ষা—

সান্নিপাতিক নাড়ী, কখন মন্দগতি কখন দ্রুতগতি হয়। বিকার প্রাপ্ত হইলে ক্ষণে বেগবতী, ক্ষণে স্থিরগতি, কখন বা ব্যাকুলগতি, কখন সূক্ষ্মগতি, কখন রুদ্ধগতি হয়। এইরূপ নাড়ী যদি মনিবন্ধ হইতে স্থানান্তরিত হইয়া পুনরায় তর্জ্জনীকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে রোগ অসাধ্য হয়। (নিদান)

জিহ্বা পরীক্ষা—

সান্নিপাতিক রোগে জিহ্বা কৃষ্ণ অথবা কটাবর্ণযুক্ত হয় এবং আকুঞ্চিত হইয়া টাকরায় উঠে। যদি জিহ্বা লম্বায়মান হইয়া পড়ে বা উলটাইয়া যায় এবং শুষ্ক হয়, তবে রোগীর মৃত্যু লক্ষণ হইবে। (নিদান)

মূত্র পরীক্ষা—

কোন একটী পাত্রে রোগীর মূত্র রাখিয়া তাহাতে একবিন্দু শরিষা তৈল নিক্ষেপ করিবে। যদি ঐ তৈলবিন্দু প্রথমতঃ নিমগ্ন হইয়া, পরে ভাসিয়া উঠে, তবে সান্নিপাতিক রোগ স্থির করিবে। সান্নিপাত রোগে মূত্র কৃষ্ণবর্ণ হয়। (নিদান)

সান্নিপাতিক জ্বর (Typhus Fever) —রোগী অর্দ্ধ-অজ্ঞান অবস্থায় শুইয়া থাকে (in a state of half-consciousness), মৃদু প্রলাপ হয় (low muttering delirium), চক্ষু লাল হয়; গণ্ডদেশ (cheeks) লাল হয় অথবা কাল আভাযুক্ত থাকে (uniformly flushed and of a dusky colour), ঠোঁটে ময়লা জমে; জিহ্বা শুষ্ক এবং কটা হয়; পিপাসা থাকে; ক্ষুধা থাকে না; কোষ্ঠবদ্ধ হয়। নাড়ী দ্রুত ও দুর্ব্বল (rapid and feeble) হয়; চর্ম্ম উষ্ণ হয়; শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন হয় (respiration increased in frequency)।

সান্নিপাতিক রোগ—জ্বরের ৫ম হইতে ৭ম দিবস পর্য্যন্ত শরীরে এবং

হাত পায়ে কণ্ডু উঠে; কণ্ডুগুলি কাল হয় এবং থাকিয়া যায় (dark-coloured and persistent); কণ্ডুগুলি উঁচু উঁচু থাকে (slightly elevated); দিন কয়েক পরে কণ্ডু চেপ্টা ও মলিন হয়, কিন্তু এককালে অদৃশ্য হয় না।

রোগ নির্ণয় (Diagnosis)—সান্নিপাতিক রোগ তিনটী রোগের সঙ্গে ভুল হতে পারে, যথা—(১) বিষম সান্নিপাতিক জ্বর বা Typhoid fever, (২) ফুসফুস প্রদাহ বা Pneumonia এবং (৩) মস্তিষ্ক আবরণের প্রদাহ বা Meningitis.

১। বিষম সান্নিপাতিক জ্বর:—এ রোগে প্রস্রাবে মূত্রের যবক্ষারজানবিশিষ্ট উপাদান বা urea অধিক থাকে; পায়ে কণ্ডু উঠে, লাল হয়; ইহা সংক্রামক ও বহুব্যাপী হয়।

২। ফুসফুস প্রদাহ,—এতে ফুসফুসের চিহ্ন বর্ত্তমান থাকে এবং প্রলাপ তত হয় না।

৩। মস্তিষ্কের আবরণের প্রদাহ,—এতে জিহ্বা পরিষ্কার থাকে, কণ্ডু উঠে না; নাড়ী দুর্ব্বল হয়; বমি অধিক হয়; শিরঃপীড়া অত্যন্ত হয় ও একলাগা (বরাবর) থাকে।

সান্নিপাতিক ও বিষম সান্নিপাতিক রোগ প্রায় একই প্রকার চিহ্ন ধারণ করে। মস্তিষ্কের চিহ্ন উভয় রোগে থাকে, জ্বর থাকে এবং ফুসফুসের প্রদাহ থাকে; তন্মধ্যে

সান্নিপাতিক জ্বর।

১। দরিদ্র লোকদের হয়।

২। একবার হইয়া সারিলে প্রায় আর হয় না।

৩। জ্বর ২১ দিনের অধিক থাকে না।

৪। জ্বরের ৪র্থ হইতে ৭ম দিবসে কণ্ডু উঠে।

৫। নাড়ীস্পন্দন ১২০ সংখ্যার অধিক হয় না।

৬। উত্তাপ ১০৫° ডিগ্রীর অধিক হয় না।

৭। সব বয়সে হয় না।

বিষম সান্নিপাতিক জ্বর।

১। ধনী লোকদের হয়।

২। জ্বর ২২ দিন হইতে ৩২ দিন পর্য্যন্ত থাকে।

৩। জ্বরের ৭ম হতে ১৪শ দিনে কণ্ডু উঠে।

৪। হঠাৎ নাড়ী ও উত্তাপ অধিক হয়।

৫। ৪০ বৎসরের পূর্ব্বে হয়।

আনুষঙ্গিক পীড়া (Complications)—এ রোগের সঙ্গে ৭টী রোগ হইতে পারে, যথা—(১) উদরাময় হয়; (২) সর্ব্বদা বমনেচ্ছা, বমি হয়; (৩) কর্ণমূল ফুলিয়া যায়, পূঁয হতে পারে; (৪) বিসর্প রোগ হতে পারে; (৫) পূঁযজ্বর হতে পারে; (৬) আক্ষেপ হতে পারে; (৭) পচিয়া যাইতে পারে।

মৃত্যুর পূর্ব্বের চিহ্ন—(১) অত্যন্ত

দুর্ব্বল হয়; (২) প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যায়; (৩) অজ্ঞাতসারে মলত্যাগ হয়; (৪) শয্যা ক্ষত হয়; (৫) নাড়ীস্পন্দন ১৬০ বার হয়; (৬) অজ্ঞাতসারে মাংসপেশী বেঁকে যায়, আক্ষেপ হয়; (৭) মুখ কাল হয়ে যায়; (৮) ঘন ঘন শ্বাস পড়ে; (৯) নিদ্রা হয় না; (১০) মূর্চ্ছা হয়; (১১) কোমা হয়; (১২) অজ্ঞানতা হয়; (১৩) মৃত্যু হয়।

চিকিৎসা—পরিপোষণকারী আহার দিবে। রোগীর ঘরে যাতে বায়ু যাতায়াত করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিবে। ঘর পরিষ্কার রাখিবে, অধিক জিনিষ ঘরে রাখিবে না, অধিক লোক ঘরে যেতে দিবে না এবং ঘর অন্ধকার করিয়া রাখিবে, ঘরে চুণকাম করাইয়া লইবে। জলের বিষয়ে মনোযোগ করিবে।

সান্নিপাতিক জ্বরের চিকিৎসা—দূষিত কাপড় প্রভৃতি পোড়াইয়া ফেলিবে, আর বমি, মল, মূত্র প্রভৃতি অনেক দূরে ফেলিবে। প্রফুল্লবদনে রোগীর সেবা শুশ্রূষা করিবে। রোগীকে ঈষৎ উষ্ণ জলে স্নান করাইবে। প্রলাপ হলে মাথায় ঠাণ্ডা জল দিবে। জলবার্লি, সোডা ওয়াটার, বরফ খেতে দিবে; দুধ, সাগু, এরারুট, মাংসের জুষ প্রভৃতি খেতে দিবে। আর ইউরিয়া বাহির হইবার জন্য চা বা কফি খেতে দিবে।

দুর্ব্বলতার জন্য আর্সেনিক, কার্ব্বোভেজ দিবে।

রসটক্স (Rhustox)৩ এক ঘণ্টান্তর দিবে। এগারিকস (Agaricus)৩ এক ঘণ্টান্তর অস্থিরতা থাকিলে এবং মাংসপেশীর আক্ষেপ থাকিলে দিবে। জীবনীশক্তি কমিয়া আসিলে আর্সেনিক (Arsenic)৩ এক ঘণ্টান্তর দিবে। ফুসফুসের প্রদাহে ফস্ফরাস (Phosphorus)৩ এক ঘণ্টান্তর। লালাগ্রন্থির প্রদাহে চাইনিনম সল্ফ (Chin. Sulph.) ৩য় দশমিক দুই গ্রেণ করিয়া দুই ঘণ্টান্তর দিবে। গ্রন্থিপ্রদাহে (ফুলিলে) মার্ক সল (Merc. Sol)৩ দুই ঘণ্টান্তর দিবে।

ডাক্তার শ্রীসত্যপ্রিয় দত্ত।

বেনারস কনগ্রেসের আংশিক চিত্র।

আমরা কনগ্রেসের তৃতীয় দিনে মেলা দেখিতে গিয়াছিলাম। বেলা বারটার সময় আমরা সকলে এক মস্ত ল্যাণ্ডো গাড়ীতে চেপে রাজঘাট অভিমুখে যাত্রা করিলাম। অভিভাবক স্বরূপ একজন পুরুষ আমাদের সহিত চলিলেন। সমস্ত পথই কেবল লোকের জনতা—গাড়ী একার বিরাম নাই, এই সব দেখিতে দেখিতে রাজঘাটের বিস্তৃত ময়দানে গিয়া পঁহুছিলাম। দোধারী লাল ও সবুজ রংয়ের পাতাকা চারিদিকে উড়িতেছে। সাদা কাপড়ে কংগ্রেসের গেট হইয়াছে এবং

চতুর্দ্দিকে ডেলিগেট বা প্রতিনিধিদের থাকিবার জন্য তাঁবু ও মধ্যস্থলে কংগ্রেস-মণ্ডপ স্থাপিত হইয়াছে। আহা কি সুন্দর দৃশ্য! মণ্ডপটী ঠিক্ যেন লক্ষ্ণৌয়ের ছত্র-মঞ্জিলের ন্যায় দেখাইতেছে। হিন্দিতে যাকে শীর্কি বলে, তাই দিয়া বৃহৎ মণ্ডপ তৈয়ারি হয়েছিল। চারিদিকে লোক গিজ গিজ করিতেছে, এই সকলের মধ্য দিয়া আমাদের গাড়ীখানি মণ্ডপ-গৃহের যে পাশে মেয়েদের বসিবার স্থান নির্দ্দেশিত হয়েছে, সেখানে গিয়া থামিল। সহযাত্রীটী কোচবাক্স হইতে নামিয়া আমাদিগকে নামাইয়া তাঁবুর ভিতর পঁহুছাইয়া দিলেন। আমরা সকলে সিঁড়ি দিয়া দ্বিতল মণ্ডপ-গৃহে উঠিলাম। সে অংশটা মেয়েদের জন্য পর্দ্দা করা হয়েছিল। যাক্, উঠিয়া যাহা দেখিলাম, তাহা আর বোধ করি এ জীবনে দেখিবার অবসর হইবে না। কি বিরাট দৃশ্য!! মেয়েদের বসিবার স্থানে মিঃ রমেশ দত্তের পরিবারেরা ও অনেক ব্রাহ্ম মহিলারা যেমন জে সি বোসের স্ত্রী, মিসেস্ নাগ, অন্তঃপুরের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদিকা হেমন্তকুমারী ও আরও অনেক বাঙ্গালী, গুজরাটি, মহারাষ্ট্রী, পঞ্জাবী স্ত্রীলোকেরা বসিয়াছিলেন। অপর পার্শ্বে অর্থাৎ সভা-গৃহের অন্য ভাগে পুরুষদের বসিবার স্থান। আর মধ্যস্থলে মহাসমিতির অধিবেশন। তখন মহাসভার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। আমরাও গিয়া এক একখানি চেয়ার লইয়া বসিলাম। প্রথমে একবার চক্ষু মেলিয়া চারিদিক্ দেখিয়া লইলাম। কি অপূর্ব্ব নয়নমনোমুগ্ধকারী দৃশ্য! হিন্দু, মুসলমান, মারাট্টা, গুজরাটী, পঞ্জাবী, ইংরাজ সকল জাতির একত্র সমাবেশ!! বিরাট সভা-গৃহের উপরে নীচে এত লোক যে, কোনও দিকে মস্তক ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। অযুতসংখ্যক মনুষ্য স্থির ধীর ভাবে আপন আপন আসনে বসিয়া আছেন. মধ্য স্থানে এক বৃহৎ টেবিল রক্ষিত হইয়াছে। তাহার মাঝখানে সভাপতি গোখলে মহোদয় বসিয়া, তাঁহার আশে পাশে রমেশ দত্ত, সুরেন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, জে ঘোষাল প্রভৃতি মহোদয়গণ বসিয়া আছেন। আর যে কত লোক তাহার আর কি সংখ্যা আছে? অগণিত তারাসমূহের ন্যায় কেবল ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছদধারী মনুষ্যপুঙ্গব শোভা পাইতেছেন। আমরা যখন গেলাম, তখন সভাপতি মহাশয় বক্তৃতায় দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। করতালি ও জয়ধ্বনির মধ্যে বক্তৃতা শেষ করিয়া তিনি আপন আসনে গিয়া বসিলেন। তারপর মাননীয় রমেশ দত্ত উঠিলেন। কি সুন্দর বক্তৃতা, সকলেই একভাবে তাঁহার কথায় মুগ্ধ হইয়া কেবল ঘন ঘন করতালি দিতে লাগিলেন। পরে তিনিও আপন আসনে গিয়া বসিলেন। এইরূপে এক এক করিয়া ডেলিগেট মহাশয়গণ বক্তৃতা করিলেন।

তিন ঘটিকার সময় সভাপতি মহাশয়

ও আর আর যাঁহারা বক্তৃতা দিতেছিলেন, তাঁহাদের জলযোগের সময় হওয়াতে আধ ঘণ্টার জন্য সভার কার্য্য স্থগিত হইল। সে সময়টা একবার খুব গোল হইল। লোকেরা উঠিয়া বাহিরে গমন করিলেন। কেহ কেহ এদিক্ ওদিক্ যাহার যাহা আবশ্যক কার্য্য করিতে গেলেন; কেহ কেহ আপন স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া রহিলেন। আমাদের পর্শ্বের দত্ত মহাশয়ের পরিবারেরাও উঠিয়া একবার নীচে গেলেন; আর সকলেই যথাস্থানে রহিলেন। এইবার মহামতি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বক্তৃতা হইবে, সেজন্য সকলে আনন্দোৎফুল্ল ও উৎসুক নেত্রে চাহিয়া রহিয়াছেন। ইতিমধ্যে সভাপতি মহাশয় ও অন্যান্য মহোদয়গণ জলযোগ সারিয়া আসিয়া নিজ নিজ আসন অধিকৃত করিলেন। বলিতে ভুলিয়াছি সভাপতির চেয়ার রূপার। তখন ক্রমে ক্রমে পুনরায় সভামণ্ডপ লোকে পরিপূর্ণ হইল। শীঘ্রই গোল থামিয়া শান্তি স্থাপিত হইল। উপরে মিসেস্ দত্ত ও তাঁহার কন্যা এবং দৌহিত্রী, তাঁহারাও যথাস্থানে আসিয়া বসিলেন। সেই অবসরে তাঁহাদের সহিত আমাদের পরিচয় হইয়া গেল; বড় ভদ্র ও সুন্দর স্বভাব বোধ হইল, কারণ অত বড় লোকের পরিবারদের অমায়িক ভাব দেখিলাম। আরও সকল মহিলার সহিত আলাপ করিবার বড় ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তখন তো সে সময় নয়। যাক্ কি বলিতে কোন্ কথা বলিতে বসিয়াছি। যখন সকলেই স্থির হইয়াছে, তখন "বন্দেমাতরম্—সুজলাং সুফলাং" গান গাহিতে গাহিতে একদল সভাগৃহে আসিলেন এবং সমস্ত লোক সে সময় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গান গাওয়া সমাপ্ত হইলে আবার যথাস্থানে সকলে উপবেশন করিলেন। এইবার আবার খুব একটা গোল উঠিল। বোধ হইল যেন লক্ষ কণ্ঠ হইতে গগন বিদীর্ণ করিয়া "বন্দেমাতরম" ধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে। কারণ কি? তখন আমাদের স্বদেশবৎসল মহামান্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আসন হইতে উঠিয়া বক্তৃতামঞ্চের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তিন বার 'বন্দেমাতরম্' বলার পর যতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি বক্তৃতাস্থলে দণ্ডায়মান না হইলেন, সে অবধি কেবল করতালি চলিতে লাগিল। তার পর শান্তি সংস্থাপিত হইলে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বজ্রগম্ভীর স্বরে কিরূপ ওজস্বিনী বক্তৃতা করিলেন, যাহারা শুনিয়াছে, তাহারাই মুগ্ধ হইয়াছে। স্বদেশ সম্বন্ধেই তিনি বলিলেন। তাঁহার বলিবার ক্ষমতা এমন সুন্দর যে, বাস্তবিক সকলের প্রাণে গিয়া স্পর্শ করে। দৈবাৎ সে সময় কয়েক কোঁটা বৃষ্টি হইয়া গেল, ঠিক্ যেন দেবতার করুণাধারা তাঁহার মস্তকে নিপতিত হইল। প্রায় একঘণ্টাকাল তিনি সভাগৃহ আলোড়িত করিয়া, 'বন্দেমাতরম্' জয়ধ্বনি ও করতালির মধ্য দিয়া

তাঁহার সুন্দর, হৃদয়-প্রাণস্পর্শিনী বক্তৃতা শেষ করিলেন এবং যথাস্থানে গিয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহার পরে অনেকেই বলিলেন, একজন মুসলমান নাম—আলিমহম্মদ ভীমজি উর্দ্দুতে বক্তৃতা করিলেন, তাঁহারও বক্তৃতা বড় ভাল হইয়াছিল। ইহা ছাড়া এলাহাবাদের বিখ্যাত সতীশ বাবু, বহরমপুরের বৈকুণ্ঠ-নাথ সেন, মদনমোহন মালবী, মিষ্টার ওয়াচা ও আরো কয়েক জন তাঁহাদের নাম মনে নাই, ইহাঁদের সকলের বক্তৃতা শুনিয়া আমাদের বাড়ী ফিরিবার জন্য উঠিতে হইল। যাহাহউক যাহা দেখিলাম, তাহা আর যে কখন দেখিব, সে আশা নিতান্তই কম।

শ্রীশশিমুখী দেবী—বেনারস।

নূতন সংবাদ।

১। যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েলস কলিকাতা হইতে দার্জ্জিলিঙে না গিয়া একেবারে সস্ত্রীক ও সদল ব্রহ্মদেশ ও তৎপরে মান্দ্রাজ ভ্রমণে গিয়াছেন।

২। বিবি বেসান্ত মান্দ্রাজে থিওজফিকাল সোসাইটীর বার্ষিক উৎসবে বক্তৃতাদি করেন। সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি বিষয়ে সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছেন।

৩। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম কুমারী সৈয়দ এফ্ মহম্মদ, এ এম আলি এবং নাজরবি এস্ আহাম্মদ নাম্নী ৩টী মুসলমান বালিকা বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সুখ্যাতির সহিত এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহাঁরা সম্ভ্রান্তবংশীয় এবং ইহাঁদের একজন ডাক্তারী শিক্ষার্থে না কি বিলাত যাইবেন।

৪। যুবরাজ পাদুকা খুলিতে অসম্মত হওয়াতে অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। তিনি বাহির হইতেই মন্দিরের শোভা দেখিয়াছেন।

৫। বিলাতে নূতন পার্লামেণ্ট গঠনের মহা ধুমধাম পড়িয়া গিয়াছে। উদার-নৈতিক পক্ষেরই জয় হইতেছে। এ পর্য্যন্ত মনোনীত সভ্যের মধ্যে তিন শতাধিক উদারনৈতিক। সার হেন্‌রী কটনও মনোনীত হইয়াছেন।

৬। জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন আগামী বর্ষে কলিকাতায় হইবে। কলিকাতার মহিলাগণ স্বকর্ত্তব্য সাধনে প্রস্তুত হউন।

৭। আলিপুর ছোট লাটের ভবনে যুবরাজ-পত্নী যে পর্দ্দানশিন মহিলা-সমিতি করিয়াছিলেন, তাহাতে অনেক হিন্দু মহিলা যোগদানে স্বীকৃত হন নাই। মুর্শিদাবাদ ও ঢাকার বেগম, শোভা-বাজারের রাজপরিবারের কয়েকটী মহিলা, দুইটী দেশীয় জজের পত্নী এবং কয়েকটী

রাজকর্ম্মচারীর পত্নী উপস্থিত হইয়াছিলেন। সমিতি বেথুন কলেজ বা হিন্দু-বিভাগের কোনও স্থানে হইলে উদ্দেশ্য অধিক সফল হইত।

৮। গত ৯ই পৌষ সপ্তগ্রামে চৈতন্য-শিষ্য শ্রীমৎ উদ্ধারণ ঠাকুরের উৎসব ও মেলা হইয়াছে।

৯। অনারেবল এ আপ্‌কার সাহেব কলিকাতার সেরিফ নিযুক্ত হইয়াছেন।

১০। লর্ড কর্জন স্মৃতিস্তম্ভে ৭২ হাজার টাকার অধিক উঠিয়াছে।

১১। বড় লাট লর্ড মিণ্টো শীঘ্র বেহার অঞ্চল ভ্রমণে যাইবেন। তিনি ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনের অভিনন্দনে বঙ্গচ্ছেদ ও স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে মন্তব্য ধীরভাবে শ্রবণ করিয়াছেন।

১২। কৌশিকী নদী কাটাইবার জন্য মৃত বামাচরণ ভড়ের স্ত্রী ৩৫০০০ টাকা দান করিয়া গবর্ণমেণ্টের ধন্যবাদ পাইয়াছেন।

১৩। যুবরাজ অমৃতসরে শিখমন্দিরে ও দিল্লীর জুম্মা মসজিদে ১,৫০০ টাকা করিয়া দান করিয়াছেন।

১৪। গত ১৮ই জানুয়ারী বোম্বাই-নগরে জৈন মহিলাদিগের এক সভা হয়, তাহাতে ২৫০০ স্ত্রীলোক সম্মিলিত হন। বাই মগনবাই সভাপতির কার্য্য করেন ও কয়েকটী রমণী বক্তৃতা করেন।

১৫। আমেরিকার বোষ্টন নগরের চাস গ্লিডেন সাহেব সস্ত্রীক মটোর কারে চড়িয়া ভারতবর্ষের ৪৪০৫ এবং পৃথিবীর ২৭টী দেশে সর্ব্বশুদ্ধ ২৯,৫০৫ মাইল ভ্রমণ-পূর্ব্বক কলিকাতায় আসিয়াছেন। ইহাঁরা পূর্ব্বাঞ্চল জাপান পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া আগামী ১লা জুলাই নাগাদ স্বদেশে ফিরিবেন।

বামারচনা।

সম্ভাষণ।*

এস রাজ-পুত্র এস, রাজ-বধূ সনে,
বঙ্গ-রাজ-ধানী মাঝে প্রফুল্লিত মনে।
বঙ্গবাসী ভগ্নবক্ষে আজি তব তরে
রেখেছে বিপুল সুখ হৃদি স্তরে স্তরে।
জ্ঞানী তুমি, গুণী তুমি বিধি আশীর্ব্বাদে
এস তুমি বঙ্গমাঝে বিনা পরমাদে।
বিধাতা করুন তোমা অজর অমর—
এই ভিক্ষা বিধিপদে, রাজ-বংশধর! ১

দেখ আসি বাঙ্গালীর হৃদয়ের মাঝে
কি অসহ্য জ্বালা হায়! নিত্য জাগি আছে।
দারুণ যাতনা-ক্লিষ্ট সবার অন্তর
তপ্ত অশ্রু নয়নেতে বহে নিরন্তর।
তুমি না বুঝিলে আজি কে বুঝিবে আর
এ বিষম হীনাবস্থা দীন বাঙ্গালার! ২।
ভারত-সম্রাট-পুত্র তুমি সদাশয়,
কর লক্ষ্য দরিদ্রের ব্যথিত হৃদয়,

* সমহিষী যুবরাজের ভারতাগমনোপলক্ষে রচিত।

অনশনে অনিদ্রায় দেখ হায় তারা
বিক্ষোভিছে অহরহ সুখ শান্তিহারা!
ধনি-সুখ করি লক্ষ্য যেওনা ফিরিয়া,
বারেক দেখিও প্রভু চৌদিক্ চাহিয়া।
ভারতের সুখ দুঃখ প্রকৃত অবস্থা
দেখি আজি রাজপুত্র কর সুব্যবস্থা। ৩
দয়াময়ী ভিক্টোরিয়া, পৌত্র তুমি তাঁর,
রাখিও তাঁহার নাম জগৎ মাঝার।

ছিল না অশান্তি, নাহি ছিল নির্যাতন
তাঁহার রাজত্বকালে; ছিল অনুক্ষণ
সুখহাসি শান্তি রাশি; যেন পুনরায়
ফিরে পাই সেই দিন দীন বাঙ্গালায়।
রাজভক্ত বঙ্গবাসী কহে এই কথা
হউক তোমারি জয় মঙ্গল সর্ব্বথা। ৪

শ্রীনগেন্দ্রবালা বসু।

জলধরের প্রতি।

সখা—
কোন্ দেশ হতে এলে ধীরে ধীরে চলি
সুনীল আকাশে সখে,
এলে কোন্ দেশ থেকে,
সুশোভিতা অঙ্কে তব চঞ্চলা বিজলী।
ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে হও অগ্রসর;
কত চিত্রপট আঁকা, বিচিত্র বরণে ঢাকা,
আবরি আসিছ তুমি বিশাল অম্বর।
ধীরে ধীরে মৃদু মৃদু কর গরজন,
আজি সখা কোন্ ক্ষোভে,
সুদূর বিশাল নভে,
মৃদু গরজনে কার প্রচার শাসন?

হেরি ভারতের দুঃখ কাঁদে কি অম্বর?
অনাচার অত্যাচার,
কিছু বাকী নাই আর,
তাই দেখি গর্জ্জ কি হে, ওহে জলধর?

* * *

তুমিত রয়েছ সখে, সুদূর অম্বরে,
বাঙ্গালীর অশ্রুজল ঝরিতেছে অবিরল,
তোমার চোখের জল তাই কিহে ঝরে?
কর তবে ঘন ঘন গুরু গরজন,
বর্ষি নয়নের ধারা, ভাসাইয়া দাও ধরা,
দারুণ অশান্তিপূর্ণ—বাঙ্গালী জীবন।

শ্রীমতী সুরুচিবালা সেন।

চিনি নাই!!*

নীরব মাধুরীময়ি, সুবাসিত ফুল!
চিনি নাই তাহারে আমরা,
অকালে পড়িল ঝরে, শুকাল মুকুল,
পরিচয় নাহি পেল ধরা।

বিজন কাননে যথা সুবাস যুথিকা
ফুটে থাকে আপনার মনে;
কখন আতপ-তাপে কোমল কলিকা
অকালেই ঝরে পড়ে বনে।

* একমাত্র সন্তান সুচরিত্রা ইন্দুবালার মৃত্যুতে লিখিত।

কে করে সন্ধান তার কে করে যতন ?
বন্য ফুল বনে লীন হয়,
তেমতি এ কুমারীর পবিত্র জীবন
না ফুটিতে হইল বিলয়।
চিনিল না কেহ তারে বুঝিল না হায় !
কি মহৎ পবিত্র সুন্দর—
অমূল্য, অতুল্য বিভা ছিল বালিকায়,
আদর্শ সে সংসার ভিতর !
সে ক্ষুদ্র জীবন টুকু কত মূল্যবান্—
কত তার মাধুরী সুবাস ?
চিনি নাই মোরা হায় ! হয়ে হতজ্ঞান,
গেল তাই দেবতার পাশ।
পবিত্র কুসুম সে যে দেবতা-পূজায়,
মানবের তরে সেত নয়,
বুঝি নাই অতটুকু ক্ষুদ্র যূথিকায়
কিবা শক্তি পূজিতে চিন্ময় !
মানবে মোহিত করি কাঁদায়ে আমায়
আপনার সুবাস লইয়া,
মুকুলে অঞ্জলী হল নারায়ণ পায়
শুভ্রোজ্জ্বল বালিকা অমিয়া।
ফুটিবে সে দেব-লোকে সুবাস শোভায়
আহা ! মম স্নেহের পুতলী,
রাজিবে অনন্ত কাল বালিকা সরলা—
দেবপদে, হয়ে কুতূহলী।
চিনি নাই তারে মোরা করিনি আদর !
চিনি নাই ক্ষুদ্র যূথিকায়,
ক্ষীণ প্রাণে ছিল কত সুগন্ধি আতর !
অযতনে দিয়াছি বিদায় !
এবে হায় অনুতাপে জলে যে হৃদয় !
কোথা শান্তি আছে ভগবান্ !
কত দিনে এ অনল হইবে বিলয়,
কত দিনে পাব পরিত্রাণ ?
অভাগিনী মা।

খোকার লীলাখেলা।

আধ আধ ভাবে হাসিতে হাসিতে
চঞ্চল চরণে নাচিতে নাচিতে
স্বরগের শিশু সাজি দেব-সাজে,
চলেছ কাহার হৃদয় মোহিতে ?১
কোকিল-কাকলী কণ্ঠে মাখা তোর,
করতালি মরি কত মনোহর !
ললিত ভঙ্গিমা গমন মধুর,
হেরিয়া মানব ভাবে ভরপুর।২
নন্দনের গন্ধ মেখে সর্ব্ব গায়
জানাতে বিধির করুণা ধরায়
আসিলে কি তুমি দেবাশীষ ভরা
মন্দার মালিকা হৃদি-মন-চোরা ?৩
'জয় জগদীশ' মধুমাখা বোলে
সন্ধ্যা প্রাতে গাও মহা কুতূহলে,
নবনী-সদৃশ জুড়ি দুই হাত,
বিভুর চরণে কর প্রণিপাত।৪
অতুল সে শোভা, তুলনা তাহার
মরত মাঝারে নাহি মিলে আর,
ভূতলের কবি কি বর্ণিবে আর ?
স্বরগের ছবি এ লীলা অপার।৫

শ্রী হে,প্র৷ কর।

নীরব।

নীরব হইতে বড়
হয়েছে বাসনা মনে।
নীরবে রহিব ভবে
নীরবতা মাখি প্রাণে ॥১

নীরবে এসেছি হেথা,
নীরবে যাইবে প্রাণ,
নীরবে গাহিব আমি
সাধের নীরব গানে।২

হাসিব নীরব হাসি,
খেলিব নীরব খেলা।
নীরবে তুলিয়া ফুল
নীরবে গাঁথিব মালা ॥৩

নীরবে আসিবে ঊষা,
কহিবে নীরব ভাষা।
নীরবে উদিবে রবি
জাগায়ে নূতন আশা ॥৪

নীরবে মলয় ববে,
নীরবে হাসিবে শশী।
নীরবে নদীর বুকে
ছুটিবে তরঙ্গরাশি ॥৫

নীরবে গাজিবে মেঘ,
ঢালিবে নীরব ধারা,
নীরবে দেখিব চেয়ে
সাঁঝের সে শুকতারা ॥৬

কাননে কুসুম কলি
নীরবে রহিবে ফুটি।
নীরবে কনকলতা
পড়িবে ভূতলে লুটি ॥৭

সংসারের যত কিছু
শোক দুঃখ তাপ ভয়
নীরবে করিব আমি
সকল বিপদ জয়।৮

নীরবে আঁধারে রব,
নীরবে জ্বালিব আলো।
নীরবে সাধিব সব
নীরবতা বাসি ভালো ॥৯

নীরবে ঘুমাব সখি,
নীরবে জাগিয়া রব।
নীরবে পুরিবে আশ,
নীরবে দু কথা কব ॥১০

নীরবে সে দিবে দেখা,
কহিবে নীরব কথা।
নীরবে তাহারে আমি
জানাব প্রাণের ব্যথা ॥১১

কোমল কুসুম শিশু
নীরবে ঘুমাবে বুকে,
নীরবে চুমিব তারি
চাঁদপানা সোণামুখে।১২

নীরবে দেখিব চেয়ে
বিশ্বের অশ্রান্ত গতি
কোথায় মিশিয়ে যায়
পলে পলে রতি রতি ॥১৩

নীরবে চরণে তব
নিবেদন দয়াময়।
নীরবে নীরবে যেন
এ জীবন শেষ হয় ॥১৪

শ্রীমনোরমা দেবী—সলপ।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 510-11. Feb. & March, 1906.

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪৩ বর্ষ। ৫১০-১১ সংখ্যা। মাঘ ও ফাল্গুন, ১৩১২। ২য় ভাগ। ৮ম কল্প।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মাঘোৎসব—৭৬ সাংবৎসরিক মাঘোৎসব অন্যান্য বৎসরের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজে সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মিকারা ব্রাহ্মিকা-সমাজ, মহিলাসভা, নীতিবিদ্যালয় প্রভৃতির কার্য্য বিশেষ উৎসাহের সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। সমস্ত পৌষমাস প্রারম্ভিক উষা-সঙ্কীর্ত্তনাদি হইয়াছিল। জাতীয় জীবন উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের জ্যোতি তাহার পথ-প্রদর্শক হইলে সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ হয়।

পার্লেমেণ্ট গঠন—নূতন পার্লেমেণ্ট নিম্নলিখিতরূপে গঠিত হইয়াছে। ৬৭০ সভ্যের মধ্যে

লিবারাল (ঔদারনীতিক দল) ৩৮৩

ইউনিয়নিষ্ট (পূর্ব্বতন মিলিত দল) ১৫৩

লেবরিষ্ট (শ্রমশীল দল) ৪২

ন্যাসন্যালিষ্ট (জাতীয় দল) ৮৪

দেন্মার্কের নূতন রাজা—গত ২৯এ জানুয়ারি ইংলণ্ডেশ্বরের শ্বশুর রাজা ক্রিশ্চিয়ানের ৮৮ বৎসর বয়সে হৃদ্‌রোগে মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার পুত্র ৮ম ফ্রেডারিক দেন্মার্কের রাজা হইয়াছেন। ইনি সৎ-পিতার গৌরব রক্ষা করুন্।

যুবরাজের ভ্রমণ—যুবরাজ দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে মহীশূর-রাজের শিল্পবিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

নূতন রেলওয়ে—মিসর গবর্ণমেণ্টের সহায়তায় সুয়েজে নূতন রেলওয়ে খুলিয়াছে। সকল জাতিই ইহার সুবিধা ভোগ করিতে পাইবেন। মিসরের ইংরাজ-রাজপ্রতিনিধি লর্ড ক্রোমারের কার্য্য-দক্ষতার বড়ই সুখ্যাতি।

আশ্চর্য্য বিবাহ—চারণ্ট নামক দুই যমজ ভাই রেনড নাম্নী দুই যমজ ভগিনীকে

বিবাহ করিয়াছেন। উভয় বরই প্রসিদ্ধ চিত্রকর, কন্যাদ্বয়ের বয়স ১৮ বৎসর মাত্র। ইহাদের সৌসাদৃশ্যে কৌতুকাবহ ভ্রম ঘটিয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছদ দ্বারা ইহাদের ভিন্নতা বুঝা যায়।

গো-তিমি—অধ্যাপক মুলার নিউ ইঙ্গলণ্ড দ্বীপে ৫০টী গো-তিমি পুষিয়া-, ইহাদের এক একটী হইতে প্রতি ৫।৭ পিপা দুগ্ধ পাওয়া যায়। গো-দুগ্ধ অপেক্ষা ইহা অধিক ঘন ও পুষ্টিকর এবং ইহা কডলিবার তৈলের গুণবিশিষ্ট।

দান—সিন্ধুর খয়েরপুরের রাজ-দেওয়ান উত্তম সিং হাইদ্রাবাদে বিধবাশ্রম জন্য ১৫০০০, দাতব্য চিকিৎসালয় জন্য ২৫০০০ এবং সক্করে অনাথাশ্রম জন্য ৮০,০০০ টাকা দান করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ দানেই অর্থের সার্থকতা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাফল—১৯০৫ সালের এম এ পরীক্ষায় ৪৮ জন উত্তীর্ণ এবং বি এল পরীক্ষায় ১০৩ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। বাবু রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম এ রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

ষ্টেট্‌সম্যানের নিগ্রহ—ইনি মন্ত্রী রিজলীর প্রতি লর্ড কর্জ্জনের তিরস্কারের এক গুপ্তলিপি প্রকাশ করাতে মন্ত্রি-প্রবরের বিরাগ ও উৎপীড়ন-ভাজন হইয়াছিলেন। সামান্যভাবে ত্রুটি স্বীকার করিয়া অব্যাহতি পাইয়াছেন। ইহা বঙ্গচ্ছেদের আনুষঙ্গিক।

শ্রীমতী রাণাডে—মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের বিধবা পত্নী সামাজিক সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা হইয়াছেন। ইঁহার মহানুভব স্বামী ৫ বৎসর হইল পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি পতির প্রিয়ব্রত সাধনে আত্মসমর্পণ করিয়া স্ত্রী-সমাজে অতি সাধু দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন।

মহাকালী পাঠশালা—লেডী মিণ্টো ইহার পরিপোষিকা (patroness) হইয়াছেন। হাতোয়ার মহারাণী ইহার ফণ্ডে এককালীন ৫ হাজার এবং মাসিক ৫০৲ টাকা দাতব্য স্বীকার করিয়াছেন।

টাউনহলে বিরাট সভা—গত ৩১এ জানুয়ারি বঙ্গের নানা স্থানের প্রতিনিধি লইয়া পুনরায় এক মহা সভাধিবেশন হয়। রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় সভাপতির কার্য্য করেন। নূতন ষ্টেট সেক্রেটারীর নিকট বঙ্গচ্ছেদ খণ্ডনার্থ আবেদনপত্র যাইবে।

অস্ত্রচিকিৎসালয়ের ভিত্তিস্থাপন—৫০ বৎসর পূর্ব্বে লর্ড ডালহাউসী কলিকাতা মেডিকাল কলেজের ভিত্তি স্থাপন করেন। গত ৩রা ফেব্রুয়ারি লর্ড মিণ্টো ইহার সার্জিকাল ওয়ার্ডের ভিত্তি স্থাপন করেন। খুব জাঁকজমকে ক্রিয়াটী সম্পন্ন হয়।

শীতকালে গরমে মৃত্যু—অষ্ট্রেলিয়ায় এ বৎসর পৌষ মাঘ মাসে এত গরম পড়িয়াছে যে, গরমে অনেক মানুষ মরিয়াছে। আমাদের দেশে যখন শীত, পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্দ্ধে তখন গ্রীষ্ম, এই বিবরণে তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি।

জাতীয় ফণ্ড—গত ১৬ই অক্টোবর যে

ফণ্ডের সূত্রপাত হয়, তাহাতে লক্ষাধিক টাকা জমিয়াছে শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। জাতীয় অভাব-সমুদ্রে ইহা শিশির বিন্দু, আরও অনেক লক্ষ চাই।

অনাথাশ্রমে বিবাহ—একটী ৩ বৎসরের নিরাশ্রয় শিশু এই আশ্রমে স্থান পায়। "প্রীতিবালা" তাহার নামকরণ হয়। আশ্রমে প্রতিপালিতা ও শিক্ষিতা হইয়া ১৬ বৎসর বয়সে গত ২১এ মাঘ তাহার বিবাহ হইয়াছে। আমরা জ্ঞাত হইলাম, এই আশ্রমে এইরূপ ৭টী বিবাহ হইয়াছে। এ আশ্রম না থাকিলে এ অনাথাদিগের কি দুর্দ্দশা হইত! আমরা আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ করি। ঈশ্বর এই আশ্রমকে স্থায়ী ও উন্নতিশীল করুন্।

গবর্ণরের অভিনন্দন—১৪ই ফেব্রুয়ারি মান্দ্রাজ নগরবাসিগণ সস্ত্রীক লর্ড আম্পহিলকে ভোজসহ অভিনন্দন দিয়াছেন। তাঁহারা দেশবাসীদিগের আশীর্ব্বাদসহ বিলাত যাত্রা করিয়াছেন।

লর্ড কর্জ্জনের পরিণাম—নূতন পার্লেমেণ্টে স্থান পান নাই। বিলাতে এ বৎসর তিনি "Romanese Lectures" বক্তৃতা দিবেন। কি ভাগ্য-বিবর্ত্তন!

বাগ্ভাষী যন্ত্র-গৃহ—কুন্তলীন-উদ্ভাবক সুবিখ্যাত এইচ বসু ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে এই গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তথায় ফনোগ্রাফ, গ্রামোফন প্রভৃতি যন্ত্রযোগে মানবভাষার অভিনয় প্রদর্শন হইয়া থাকে।

বস্ত্র-বয়ন স্কুল—কুষ্টিয়ায় "Tagore Weaving Institution" বস্ত্র-বয়ন বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষায় ২১টী ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহাঁরা ঠক্ঠকী তাঁত-বোনার পূর্ণ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। এখন দেশের সর্ব্বত্র যেমন তাঁতের কল বসিতেছে, সেইরূপ শিক্ষিত কর্ম্মকারকদিগের প্রয়োজন।

মহিষাদলের মহারাণী।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

মহারাণী মন্থরা দেবী।

বঙ্গীয় ১২১১ সালে রাজা মতিলাল উপাধ্যায় সিংহাসনে আরোহণ করিয়া অল্পকাল মধ্যে ভবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার পঞ্চত্ব প্রাপ্তির পূর্ব্বে তিনি অন্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এজন্য গুরুপ্রসাদ গর্গ নামক এক আত্মীয়কে রাজকার্য্যের ভার প্রদান করেন। রাজা মতিলালের মৃত্যু হইলে কৌশলী গুরুপ্রসাদ কৌশলক্রমে এমন ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন যে, বিধবা মহারাণীর সমুদয় অধিকার, ক্ষমতা, প্রভুত্ব ও প্রভাব একেবারে লুপ্ত হইয়া গেল। পতি-বিয়োগ-বিধুরা মহারাণী মন্থরা দেবী রাজপ্রাসাদের নিভৃত

কক্ষে উপবেশন করিয়া অতি নিঃসহায় অবস্থায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ন্যায়পরায়ণ রাজমন্ত্রী রামকুমার বর্ম্ম, গুরুপ্রসাদের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া মহারাণীর পক্ষ অবলম্বন করিলেন। মন্থরা দেবী তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া ইংরাজ রাজদ্বারে গুরু-প্রসাদের অবৈধ কার্য্যের বিরুদ্ধে অভি-যোগ উপস্থিত করিলেন। মোকর্দ্দমায় মহারাণীর জয় হইল। শ্রীমতী মন্থরা দেবী অধিক দিন জীবিতা ছিলেন না বটে, কিন্তু যে স্বল্পকাল তিনি রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রজার সুখস্বচ্ছন্দতা বর্দ্ধনে এবং রাজ্যের উন্নতিকল্পে তিনি যথেষ্ট যত্ন করিয়াছিলেন। মহারাণী মন্থরা সম্বন্ধে সকল কথা আমরা জানিতে পারি নাই; তাঁহার কীর্ত্তিমালার মধ্যে দুইটী সরোবর, কয়েকটী মন্দির, কয়েকজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও অধ্যাপকের গৃহনির্ম্মাণ এবং একটী অনাথাশ্রম স্থাপন করা প্রধান বলিয়া পরিগণিত। তিনি সচ্চরিত্রা, সুন্দরী, সরলস্বভাবা, শিক্ষিতা এবং স্থূলদেহী ছিলেন।

মহারাণী ইন্দ্রাণী দেবী।

মহারাণী ইন্দ্রাণী দয়ারাম মিশ্র নামক এক ব্যক্তির কন্যা এবং বালগোবিন্দ মিশ্র সর্দ্দার বাহাদুরের সহোদরা। রাজা জগন্নাথ গর্গ মহাশয় ইহাঁর পাণিগ্রহণ করেন। বিবাহের পরে কমলপুর গ্রামে যে সুরম্য প্রাসাদ ও পরিখা নির্ম্মিত হইয়াছিল, শ্রীমতী ইন্দ্রাণী দেবী সেই বৃহৎ ব্যাপারে যথাশক্তি সাহায্য করিয়া-ছিলেন এবং বহুবিধ পরামর্শ দান করিয়া ঐ সুবৃহৎ প্রাসাদ ও পরিখাকে অতি মনোহর করিয়া তুলিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ১২২৯ সালে রাণী ইন্দ্রাণী সিংহাসনাধি-রোহণ করেন। এই সময়ে শ্রীযুক্ত বালগোবিন্দ মিশ্র ও শ্রীযুক্ত রাম দুলাল ঘোষ মহাশয়দ্বয় মন্ত্রিপদে নিযুক্ত ছিলেন। মহারাণী ইন্দ্রাণীর সুচারু রাজ্যশাসনপ্রণালী এখনও সাধারণের নিকট দৃষ্টান্তের কথা বলিয়া গণ্য। ১২৩৪ সালে মহারাণী মহোদয়া বহুব্যয়ে এক প্রকাণ্ড রাসমণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার প্রতিষ্ঠা করেন। এতদুপলক্ষে নানাস্থান হইতে প্রধান প্রধান দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত এবং অধ্যাপকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া রাজ্ঞী মহোদয়া প্রভূত অর্থ, বস্ত্র, গ্রন্থ, শস্য, গাভী এবং তৈজস-পত্র দান করিয়াছিলেন। উপরি-উক্ত রাসমণ্ডপের খোদিত লিপি এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম :—

শাকেনার্গগুখাস্তচন্দ্রা বা মতে বারে কবোঃ।
হরকণ্ঠ কোকের গ্রহপ্রবেশদিবসে দিবায় ॥
রাসাখ্য শ্রীইন্দ্রাণী বিধিবন্দ্য দৌ নৃপ।
জগন্নাথস্য রাজ্ঞী মঠঃ গোপালায়নীলয় চরে।
গোপাঙ্গনাভিঃ সমেৎ। সন ১২৩৪ সাল।
তারিখ ১ মাঘ। (১৭৪৮ শক)।

রাজ্ঞী মহোদয়া কিছু দিবস পরে রাজ-প্রাসাদে সিংহবাহিনী ও দধিবামন নামক

বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাদের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে নানা স্থান হইতে সু-বিদ্বান্ পুরুষ, প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ও সাধু মহাত্মাদিগের আগমন হইয়াছিল। রাণী মহাশয়া যে নিমন্ত্রণ পত্র প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা এখনও পাওয়া যায়। ঐ সকল পত্রে তাঁহার নিজের স্বাক্ষর ছিল। পত্রখানি এই—

ঝিকিরা-নিবাসী রামনারায়ণ ন্যায়ভূষণ।
মাঘাংশে ভূমিসংখ্যে ভৃগুসুতদিবসে
দেবগোপালায় দেবপ্রাসাদস্য প্রতিষ্ঠা
শুভকর্ম সদৃশৈরেভ্য সম্পাদনীয়া॥
রাষ্ট্রমৈশাদলাখ্যে কমলপুরবর গ্রামকে
ব্যক্তি চৈতচ্ছ্রীন্দ্রানী নাম রাজ্ঞী নৃপতি-
জগন্নাথগর্গস্য পত্নী।

আমতা মহকুমার অন্তর্গত ঝিকরা গ্রামনিবাসী পণ্ডিত রামনারায়ণ ন্যায়-ভূষণ মহাশয় রাজ্ঞীর প্রধান অধ্যাপক ছিলেন, এই জন্য পত্র তাঁহার নামে প্রচারিত হইয়াছিল। রাণীর দস্তখত এইরূপ—

"সহায় ৺সিংহবাহিনী রাণী শ্রীইন্দ্রাণী"

মহারাণী ইন্দ্রাণী ১১২৯ সাল হইতে ১২৪৩ সাল পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশবর্ষ কাল ব্যাপিয়া অত্যন্ত যোগ্যতাসহকারে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। মহিষাদলের মহারাণী-দিগের মধ্যে আর কেহ এত দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন নাই।

মহারাণী নিস্তারিণী দেবী।

রাজা লছমন প্রসাদ গর্গ মহাশয়ের প্রথমা রাণী শ্রীমতী মাতঙ্গিনী দেবী প্রাণ-ত্যাগ করিলে পুত্রার্থী মহারাজ ১২৬৩ সালে লছমন পীড়ান নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যা শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবীর পাণিগ্রহণ করিলেন। মহারাণী নিস্তা-রিণীর দুই কুমার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; একের নাম ঈশ্বরপ্রসাদ, অপরের নাম জ্যোতিঃপ্রসাদ। মহারাণী নিস্তারিণীর শাসনকালে ইংরেজেরা বঙ্গদেশে সর্ব্ব-প্রথম লিবরপুল লবণের আমদানী করিয়া-ছিলেন, তৎপূর্ব্বে এই দেশেই লবণ প্রস্তুত হইত। প্রজারা আপত্তি করায় ইংরাজ সরকার বাহাদুর যে সকল জমিতে লবণ প্রস্তুত হইত, তাহা নিজের অধিকারভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন এবং যাহাতে বিলাতী লবণের খুব কাট্‌তি হয় ও দেশীয় লবণ বন্ধ হইয়া যায়, তৎসম্বন্ধে অনেক উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিছু দিন পরে সেই চিরস্মরণীয় ১২৭১ সালের ২০শে আশ্বিন (বুধবার) তারিখের পঞ্চমী তিথির ভীষণ ঝটিকা নদ, নদী ও সমুদ্র হইতে জলরাশি উথলিত করিয়া মহা অনিষ্টোৎপাদন করিল; তদ্ব্যতীত ঐ ভয়ানক ঝড়ে অসংখ্য গৃহ ও অট্টালিকা এবং তরু ও দেউল ভূমিসাৎ হইয়া গিয়া-ছিল। অগণ্য মনুষ্য, পশু, পক্ষী, নৌকা, জাহাজ প্রভৃতির সমাচার পাওয়া যায় নাই। যাহাহউক লিবারপুলের লবণে এবং ১২৭১ সালের মহাভীষণ ঝড়ে মহা-রাণী নিস্তারিণী দেবী বিষম ক্ষতিগ্রস্তা হইয়াও অসাধারণ ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, সাবধানতা ও যোগ্যতাবলে ক্রমে ক্রমে

সমুদয় ক্ষতি সম্পূরণ করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন। ১২৭৪ সালে মহিষাদলেশ্বরী একটি চিরস্মরণীয় কীর্ত্তির সূত্রপাত করেন। হোল্দী নাম্নী নদীর তীরে তখন নিবিড় অরণ্য ছিল। ঐ অরণ্যাভ্যন্তরে হিংস্র পশু এবং কোন কোন স্থানে গুপ্তভাবে দেশ-লুণ্ঠনকারী দস্যুদল বিচরণ করিত। পথিকেরা এই পথ দিয়া গমনাগমন করিতে সাহস করিত না। গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের ডাক পিয়নেরাও এস্থানে আসিতে ভীত হইত। রাণী মহোদয়া এই অরণ্য কাটাইয়া দিয়া প্রশস্ত ও সুন্দর বিপণি, প্রাসাদ, পান্থাশ্রম প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। স্থানে স্থানে বৃহৎ সরোবর খনন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। রাণী নিস্তারিণীর শাসনকালে ইংরাজি বিদ্যালয়, কতকগুলি দেবমন্দির, একটী দুর্গ এবং একটি সুবৃহৎ প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি যেমন শিক্ষিতা, তেমনি বুদ্ধিমতী ও পরিশ্রমপরায়ণা ছিলেন। অধ্যবসায় তাঁহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ। সহজে তাঁহাকে কোন কর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিতে পারিত না। তিনি যাহাতে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহা শেষ না করিয়া ছাড়িতেন না। মহারাণী নিস্তারিণী দেবী অনেকের অনেক প্রকার উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। এবম্প্রকারের রমণীগণ পৃথিবীর সকল দেশের, সকল সমাজের এবং সকল জাতির গৌরব-স্বরূপ।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

শতদল।

(৫০৯ সংখ্যা—২৮২ পৃষ্ঠার পর)

চতুর্থ।

"রমণী-চরিত্রে" দেবত্বের ভাব প্রকাশিত বলিয়া উহা সকলের স্পৃহণীয়। প্রাচীন পণ্ডিতগণ রমণী-চরিত্রে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের শক্তি দেখিতেন। কিন্তু এখন এই বিংশ শতাব্দীতে, হিন্দু রমণী কবি-কণ্ঠে যেন বিংশ পর্য্যায়ে ধ্বনিত। জানি না, ভারত-মহিলাবৃন্দের কোন্ প্রত্যবায়ে, পঞ্চাশৎ বর্ষ মধ্যে, তাঁহাদের পবিত্র জ্যোতিঃ ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হইতেছে! সেই স্বর্গীয় ভাবপুঞ্জ—সেই পবিত্র কিরণমালা—সেই শুভ শক্তিনিচয়ে আবার অনুপ্রাণিত হইয়া, পূত ভাবোচ্ছ্বাসে ভারত প্লাবিত হউক—মর্ত্ত্যধাম স্বর্গধাম হউক!

নারী-চরিত্রের প্রথম অঙ্ক 'কুমারী' অবস্থা। এই সময়ে সকলের চক্ষে রমণী সরলা, লাবণ্যময়ী এবং বাৎসল্য ভাবের তৃপ্তিদায়িনী মূর্ত্তি বলিয়া পূজিতা। এই কুমারী অবস্থায় রমণীতে দেবী-ভাবের অপূর্ব্ব বিকাশ দেখা যায়। সেই জন্য, দেবদর্শন, শক্তি-পূজা, যাগ-যজ্ঞ-ব্রতাদিতে

হিন্দু ধর্ম্ম মতে 'কুমারী-পূজার' বিধান আছে।

কুমারীই এই অসীম ব্রহ্মাণ্ড-প্রসবিনী শক্তির আধার। এই সময় হইতেই ইহাকে সংসারের ভাবী উন্নতিবিধায়িনী হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। কোমল হৃদয়-ক্ষেত্রে নানারূপ হিতোপদেশের বীজ-বপনের এই প্রশস্ত ও উপযুক্ত সময়।

অতঃপর রমণী-চরিত্রের দ্বিতীয় অঙ্কে 'সধবা' অবস্থা। এই অবস্থায় রমণী পতি-পুত্রাদি এবং স্বজন পরিজনমণ্ডলী লইয়া সাংসারিক কার্য্যে ব্যাপৃতা। এই অবস্থায় রমণীর 'পবিত্রতা' পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়; এই অবস্থায় প্রকৃতি-পুরুষ-সম্মিলনে রমণী-জীবনের আধ্যাত্মিক ভাবের অভ্যুদয় হয়। কুমারী-অবস্থায় রমণী একাকিনী ছিলেন, এক্ষণে সধবা-বস্থায় পতিরূপ গুরু-সহায়ে দ্বিগুণতর তেজ সহকারে সৃষ্টি-পালনে যত্নবতী।

হিন্দু-সমাজে যতদূর পাতিব্রত্য ধর্ম্ম শিক্ষা হয়, জগতে এরূপ কোথাও কোন সমাজে দেখা যায় না। হিন্দু-রমণী পতিকে দেবতা, গুরু, সুহৃদ্ ও সর্ব্বেসর্ব্বা বলিয়া জানেন। হিন্দু-রমণী জানেন যে, পতিসেবা ঐহিক ও পারলৌকিক অনন্ত সুখের নিদান। হিন্দু-রমণী ভিন্ন আর কোন দেশের রমণীরা সংসারের ঘোর যাতনার মধ্যেও একপ্রাণে স্বীয় ব্রত-পালনে নিষ্ঠাবতী নন। সর্ব্ববিধ মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠানে সধবারই অধিকার।

হিন্দু-রমণীর বিধবাবস্থায় তাঁহার হৃদয়ের পবিত্রতা ও চরিত্রের নির্ম্মলতা অন্তর্হিত হইবার নহে। এই অবস্থায় তাঁহার ইহলোকের অনুষ্ঠানের উপসংহার ও পারলৌকিক জীবনের সূত্রপাত।* পবিত্রমতি হিন্দু-বিধবা, হিন্দু-সমাজে পূর্ণ:দেবীমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি যে কিরূপ পবিত্রভাব-সমন্বিত, তাহা হিন্দু ভিন্ন অপর কেহই ধারণায় আনিতে পারেন না।

হিন্দু-বিধবা. পতির সঙ্গেই ইহসংসারের সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, আপন হৃদয় 'আধ্যাত্মিক ভাবে' পূর্ণ করিয়া, পতির বিয়োগ-জ্বালা সহ্য করেন।† এই অসহনীয়

* হিন্দু-বিধবা, তাঁহার পবিত্র হৃদয়ের স্বচ্ছতায় কখন কখন যেন তন্দ্রাবেশে, মৃত স্বামীর অমৃত রূপের পবিত্র মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া, আচম্বিতে—কাতর-ক্রন্দনে সত্য সত্যই বলিয়া উঠেন,—

"তুমি ছেড়ে ছিলে　　ভুলে ছিলে ব'লে
হের গো কি দশা হ'য়েছে।
মলিন বদন　　মলিন হৃদয়
শোকে প্রাণ ডুবে র'য়েছে!"

† অবিরল ছল ছল নেত্রে, তিনি শোক-সন্তপ্ত প্রাণে, পরম প্রেমময়ের চরণে কাতর নিবেদন করিতে থাকেন; শূন্য প্রাণে, চিরজীবন, তাঁহাকে করুণকণ্ঠে বলেন,—

"নাথ!
দুখ দিয়েছ, দিয়েছ ক্ষতি নাই,
কেন গো একেলা ফেলে রাখ"?
ডেকে নিলে, ছিল যেই কাছে,
তুমি তবে কাছে কাছে থাক'?
প্রাণ তাঁরি সাড়া সদা চায়,

অবস্থায় তিনি আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়া থাকেন! আদর, সোহাগ ও যশোবাসনা পরিবর্জ্জন করিয়া 'পরার্থ-সাধন' হেতু জীবন উৎসর্গ করেন! এরূপ পবিত্র চিত্র

হৃদি-মাঝে দেখিব তাঁহায়,
আমি যে বড়ই অসহায়,
মোর কাছে ডাক', প্রভু ডাক' ?
(আর) কে আমার আত্মীয়-স্বজন ?
মুখ পানে কেহ নাহি চায়।
চরাচর ঘুরি'ছে কেবল,
জগতের বিশ্রাম কোথায় ?
সবাই আপনা নিয়ে রয়,
কে কাহারে দিবে গো আশ্রয় ?
পতিহীনা নিরাশ্রয়া জনে
তোমার স্নেহেতে নাথ চা'ক।"

জগতে আর কোথায় দেখা যায় ? পরলোকে পতি-সম্মিলন ব্যতীত আর কোন আশাই থাকে না! "পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মফলে, নারী পতি হইতে বিচ্ছিন্না হইলে, তখন স্বার্থ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক পবিত্র হৃদয়ে পরমার্থ-চিন্তায় নিমগ্না থাকিলে, পরকালে অনন্তধামে অনন্তকাল পতি-পূজার অধিকারিণী হইবেন," এটি হিন্দু-বিধবা মাত্রেরই ধ্রুব বিশ্বাস। 'রমণী' শব্দের যাহা কিছু পবিত্র অর্থ, হিন্দু-রমণীতেই তাহা সম্যক্ প্রতীয়মান হয়! রমণীর গুণেই ভারত বিখ্যাত—রমণীর চরিত্র-বলেই ভারত উন্নত।

—বিম্বাবতী আবিয়ার।

বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সাধনসিদ্ধি।

আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ৫০০ অব্দের পূর্ব্বে হিমালয় পর্ব্বতপ্রদেশে রোহিনী নদী তীরস্থ কপিলবস্তু নগরে শুদ্ধোধন রাজার ঔরসে মায়াদেবীর গর্ভে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন। বুদ্ধদেবের পিতা মাতার প্রদত্ত নাম সিদ্ধার্থ। রাজকুমার সিদ্ধার্থের জন্মের অব্যবহিত পরেই মায়াদেবী ইহলোক ত্যাগ করেন। মহারাজা শুদ্ধোধন হরিষে বিষাদ প্রাপ্ত হইয়াও পুত্রের মঙ্গলার্থ দান, উৎসব, বন্দিমোচন ইত্যাদি রাজোচিত মহোৎসব করিতে ত্রুটি করেন নাই। রাজগণের নিয়মানুসারে রাজ-জ্যোতিষীগণ রাজকুমারের ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া বলিলেন—"রাজকুমার সিদ্ধার্থ" শাক্যকুলের একমাত্র তিলক, ভুবনের গৌরব, পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ এবং জ্ঞানের আলোকস্বরূপ হইবেন; কিন্তু তরুণ বয়সে ধনজন সম্পদ ঐশ্বর্য্য রাজ্যসুখ—এমন কি প্রিয়তমা ভার্য্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিবেন।" রাজা জ্যোতিষীর বচন শ্রবণ করিয়া সাতিশয় বিষাদিত হইলেন এবং দৈব-প্রতিবিধানে যত্নবান্ রহিলেন।

রাজকুমার শশিকলার ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন এবং যথাসময়ে বিদ্যাভ্যাসে রত ও অল্প দিন মধ্যে পণ্ডিত

শ্রেষ্ঠ হইলেন। ক্রমে যৌবনাবস্থা আগত দেখিয়া রাজা শুদ্ধোধন যুবরাজের বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন; কিন্তু যুবরাজ বিবাহ করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। পরে অনেক কৌশলে অনেক দিন পরে গোপা-নাম্নী পরমা সুন্দরী শাক্যবংশীয়া কুমারীর পাণিগ্রহণ করিলেন। রাজা কুমারের ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কা পরিত্যাগ করেন নাই। যাহাতে কুমার সংসারের কোনও দুঃখ ক্লেশ অবগত হইতে না পারেন, তদভিপ্রায়ে প্রমোদ-কানন নামে অতি সৌন্দর্য্যময় উপবন নির্ম্মিত করিয়া দিলেন। শত শত নর্ত্তকী ও রূপবতী গোপাসহ রাজকুমার সিদ্ধার্থ তথায় অবস্থিতি করিলেও তাঁহার মহান্ হৃদয়, উদার ও উচ্চান্তঃকরণ সেই অনিত্য সুখে শান্তি লাভ করিল না। তাঁহার চৈতন্য হইল, মায়াতে অশান্তি বোধ জন্মিল, বিলাস ক্ষণিকানন্দ-জ্ঞান হইল, স্ত্রী পুত্রাদি অসার ধারণা হইল এবং অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপার অজ্ঞাত বোধে আপনাকে আপনি ভ্রমান্ধ অজ্ঞস্বরূপ জ্ঞান করিলেন। তিনি প্রমোদকানন-রূপ কারাগারে নিপতিত আছেন, তাঁহার এমন দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল।

যথাসময়ে প্রতিদিনের ন্যায় রাজা, সিদ্ধার্থ ও পুত্রবধূকে দর্শন করিতে আসিলেন। পিতা পুত্রে যথাযোগ্য সম্ভাষণ হইল। যুবরাজ নগর-ভ্রমণেচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রাজা তচ্ছ্রবণে "সময়ান্তরে হইবে" বলিলেন, তাহাতেও যুবরাজকে নিবৃত্ত না দেখিয়া "আগামী কল্য ছন্দক সারথি রথ লইয়া আসিবে, নগর ভ্রমণ করিও", এরূপ আদেশ দিয়া প্রস্থান করিলেন। যাহাতে নগরে কেবল রাজকীয় মহোৎসব হয় এবং কোনও নিরানন্দ কি অশান্তির নিদর্শন না থাকে, তজ্জন্য রাজা শুদ্ধোধন মন্ত্রিগণের প্রতি বিশেষ আদেশ প্রদান করিলেন। রাজাজ্ঞা-প্রাপ্তে সকলি সুসম্পন্ন হইল। যথাকালে সারথি ছন্দক রথ লইয়া নগরভ্রমণার্থ নির্গত হইলেন। অতীব সতর্কতার সহিত শান্তিরক্ষকদ্বারা চারিদিকে শান্তি স্থাপন করা হইল। যাহাতে রাজবর্ত্মে অশান্তি-কর শোকতাপপূর্ণ কোনও ব্যাপার না ঘটে, স্বয়ং রাজা পর্য্যন্ত তজ্জন্য সতর্ক ও ব্যস্ত রহিলেন।

নগরভ্রমণোদ্দেশে যুবরাজ সিদ্ধার্থ ছন্দকসহ রথে প্রথমতঃ উত্তরদ্বারাভিমুখে গমন করিলেন। তথায় অতিশয় সুশৃঙ্খলায় শান্তি রক্ষা সত্ত্বেও এক স্থবির অতিবৃদ্ধকে দৃষ্টিগোচর করিয়া যুবরাজ বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। তিনি সারথিকে বলিলেন "ছন্দক! এ ব্যক্তি শুভ্রকেশ, দন্তহীন, লোল-মাংসযুক্ত, চলিতে অক্ষম এবং যষ্টিভরে ধীরে ধীরে গমন করিতেছে, ও কে? মানব না অন্য কোন-রূপ প্রাণী?" ছন্দক যুবরাজের বাক্যে মনে মনে হাস্য করিলেন এবং রাজা যে যুবরাজের নিকট বিশ্বের সমস্ত সংবাদ প্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়াছেন, ইহাতে আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"যুবরাজ শাস্ত্রে যে বৃদ্ধের

কথা পাঠ করিয়াছেন, ইহা তদ্ব্যতীত অন্য কোন প্রাণী নহে। মানবের শেষ দশাই এইরূপ।" যুবরাজ ছন্দকের বাক্য শ্রবণে মনে মনে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন 'হায়! মানবের শেষ দশা এই রূপ কুৎসিত! হায়! এই দেহের জন্য এত ভোগবিলাস! এই চন্দনচর্চ্চিত ভোগবিলাসপূর্ণ দেহ এমন বিসদৃশ হয়—চিক্কণ ত্বক্ লোল এবং সুচারুকেশ শণরজ্জুবৎ হয়। হায় হায়! অপরিণামদর্শী মানব ইহার এত আদর করে?' এই ভাবিয়া গৃহে ফিরিলেন।

তৎপরে আর এক দিন পূর্ব্ব দ্বারে রথ চলিল। পূর্ব্বদৃষ্ট বৃদ্ধের চিন্তায় চিত্ত আকুল ছিল, হৃদয়ের বেগ সম্বরণ হইতে না হইতে এক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি বুদ্ধদেবের দর্শনগোচর হইল। সেই পীড়িত ব্যক্তির পাষাণদ্রাবক কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া বুদ্ধদেব সারথিকে জিজ্ঞাসিলেন "ছন্দক! ঐ ব্যক্তি ওরূপ কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতেছে কেন? উহার শরীর অস্থিময়, চর্ম্মশূন্য ও জীর্ণ শীর্ণ অবস্থাপন্ন কেন? উহার স্বধর্ম্ম কি ঐরূপ?" ছন্দক বলিল—"যুবরাজ! ইহা দেহের এক অবস্থা, কেননা ও ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্ত। পীড়ার অসহ্য যন্ত্রণায় সে ওরূপ কাতরস্বরে ক্রন্দন করিতেছে। ইহা সমস্ত মনুষ্যেরই স্বধর্ম্ম, যেহেতু সকলেরই এই ব্যাধিতে নিপীড়িত হওয়া সম্ভব।" বুদ্ধের হৃদয় শতগুণে উত্তেজিত হইল। মানব-দেহের অবস্থা ভাবিয়া মনে কঠোর বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল। সুতরাং দিশেহারা হইয়া নির্ব্বাক্ হইলেন এবং সে দিনও গৃহে ফিরিলেন।

তৎপর দিন পশ্চিম দ্বারে রথ পৌঁছিল। অদূরে বস্ত্রাচ্ছাদিত এক শব-দেহ দাহ করিবার নিমিত্ত কতকগুলি লোক লইয়া যাইতেছে এবং উক্ত শবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আত্মীয় স্বজন হাহাকার শব্দে রোদন করিতেছে। ইহা দর্শন করিয়া যুবরাজ, পথিক যেমন পথিমধ্যে কালফণি-দর্শনে চমকিত হয়, তদ্রূপ ঘোর চিন্তান্বিত হইলেন। হাহাকার ও রোদনশব্দ শ্রবণে বিস্ময়ান্বিত হইয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "সারথে! এ কি ব্যাপার? এরূপ অপূর্ব্ব কাণ্ডত আমি স্বপ্নেও দর্শন করি নাই। ঐ পালঙ্কোপরি শায়িত মনুষ্য বস্ত্রাচ্ছাদিত কেন? আর উহার পশ্চাদ্বর্ত্তী লোকেরা অবিরাম নিরানন্দসাগরে ভাসমান কেন?" সারথি কহিলেন "যুবরাজ! ইহাই মনুষ্যের শেষ পরিণাম; ইহাকেই মৃত্যু বলে।" যুবরাজ বলিলেন "কি বলিলে—মৃত্যু? মৃত্যুহস্তে কি সকলেই পতিত হইবে? না এ উহার কুলধর্ম্ম?" সারথি বলিলেন "যুবরাজ! রাজা নাই, ভিক্ষুক নাই, বলবান্ নাই ও দুর্ব্বল নাই—সকলকেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে। জন্মমাত্রেই জীবের মৃত্যু নিশ্চিত।" এইক্ষণে বুদ্ধদেব আত্মহারা হইলেন। সংসার অশান্তির আলয় স্থির হইল ও দেহ নশ্বর দৃঢ় ধারণা হইল। সমস্ত মিথ্যা, সমস্ত মায়া, সমস্তই অনিত্য, সমস্তই অসার এবং সমস্তই অশান্তিপূর্ণ জ্ঞান হইল।

সম্পদ-ঐশ্বর্য্য রাজ্য ধন, প্রেমময়ী পত্নী এবং ভক্তিভাজন পিতা প্রভৃতি ভাল লাগিল না। তাঁহার প্রাণ অশান্তিময় হইল, জ্ঞানপিপাসা বর্দ্ধিত হইল এবং হৃদয়ে অপূর্ব্ব বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল। পরম জ্ঞানী ও মহান্ চিন্তাশীল যুবরাজ যতই আলোচনা করিতে লাগিলেন, ততই নিজ অজ্ঞানান্ধতা দর্শন করিতে লাগিলেন। সংসার নিতান্তই অসার ও অশান্তিময় কেবল ইহাই ভাবিতে লাগিলেন।

অবশেষে নগরভ্রমণ হইতে গৃহে প্রত্যাগমনকালে এক পরম সাধু সন্ন্যাসীর দর্শন প্রাপ্ত হইলেন। কৌপীনধারী, কামিনীকাঞ্চনত্যাগী, শান্ত ও সহাস্য জ্যোতির্ম্ময় বদনমণ্ডল, মুখে প্রণবধ্বনি ভিন্ন অন্য কথা নাই, দণ্ড কমণ্ডলু ভিন্ন অন্য সম্বল নাই, ভস্মাচ্ছাদিত দেহ, জটাজূট কেশ, সাংসারিক চিন্তা-পরিশূন্য এবং পরম ধ্যানে নিমগ্ন! এমন অলৌকিকস্বভাবসম্পন্ন মহাত্মাকে দর্শন করিয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "উনি কে?" রাজকুমারের প্রশ্ন শ্রবণান্তে সারথি প্রকাশ করিলেন "উনি সাধু সন্ন্যাসী। উঁহার কার্য্য কেবল ঈশ্বরারাধনা। উনি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞানালোচনা করিতেছেন।" বুদ্ধদেব তৎশ্রবণে আশা প্রাপ্ত হইলেন। উদাস মন শান্ত হইল, কঠোর বৈরাগ্যের আধার সন্ন্যাসগ্রহণ শান্তির কারণ, তাহা জানিতে পারিলেন। যথাসময়ে গৃহে উদাসভাবে প্রত্যাগমন করিলেন।

প্রমোদকাননের ক্ষণভঙ্গুর বন্ধন কি মত্ত মাতঙ্গরূপ পরম জ্ঞানী বুদ্ধকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে? অনতিবিলম্বে ঘোর নিস্তব্ধ রজনীতে পিতা, পত্নী, মাতৃস্বসা, নবজাত কুমার আর অন্যান্য আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগপূর্ব্বক ছন্দক-সারথিসজ্জিত বেগবান্ ঘোটকে আরোহণ করিয়া বুদ্ধদেব গৃহত্যাগ করিলেন। বুদ্ধদেব যখন ছন্দকের সমীপে অশ্ব ও আভরণ চাহেন, তখন সে বিষণ্ণভাবে কুমারকে অশেষ প্রকারে প্রবোধ দিয়া বলিল "আর্য্য! কমললোচনা মণিরত্নভূষিতা মেঘমুক্ত-সৌদামিনীর ন্যায় লাবণ্যময়ী পত্নীকে উপেক্ষা করিয়া যাইবেন না। সুন্দরী নর্ত্তকীগণের এমন মৃদঙ্গবংশবেণুসংযুক্ত সুললিত তানলয়বিশুদ্ধ সঙ্গীত পরিত্যাগ করিবেন, না। এরূপ সুগন্ধ দ্রব্যে অনুলিপ্ত স্রকচন্দনাদি বা কি বলিয়া উপেক্ষা করেন? বিবিধরসপূর্ণ উপাদেয় আহার্য্য ও মিষ্টান্ন ছাড়িয়াই বা কোথায় যাইবেন? গ্রীষ্মে শীতলতা-সঞ্চারী ও শীতে উষ্ণতাপ্রদায়ী এরূপ পরিচ্ছদ ও উদ্যানভূমি—বিশেষতঃ এমন অতুল সম্পদ ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবেন? অতএব অগ্রে এই সুখদ বস্তু সকল উত্তমরূপে উপভোগ করুন, পরে উপযুক্ত সময়ে সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিবেন।"

রাজকুমার প্রত্যুত্তরে প্রকাশ করিলেন "ছন্দক! দেখ আমি রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শজনিত বিবিধ সুখ অপরিমিতরূপে

ভোগ করিয়াছি, স্ত্রী পুত্রের রসাস্বাদও অনুভব করিয়াছি। প্রভূত ঐশ্বর্য্যে আমি পরিবৃত হইয়াছি। কিন্তু দেখিলাম এই সকল অনিত্য বিষয়ভোগে কেবল বাসনাই প্রবল হয়, তাহাতে আবদ্ধ থাকিলে কেবল তৃষ্ণাই বাড়ে, তবে আর তৃপ্তি কোথায়? এই বাসনা-তৃষ্ণাই সকল দুঃখের মূল। বাসনাহীন তৃষ্ণাহীন ব্যক্তি কেমন সুখী ও শান্ত! পার্থিব কোন পদার্থে যাঁহার প্রবৃত্তি নাই, ইন্দ্রিয়জনিত কোন প্রকার সুখে যাঁহার অভিলাষ নাই, তিনি প্রকৃতিস্থ আত্মজ্ঞানে নিমগ্ন ও জিতেন্দ্রিয়। তাঁহার চিত্তেই পরম সন্তোষ। তাঁহার জীবনের আশা নাই, মরণেরও ভয় নাই। তিনি নিষ্কাম ও পৃথিবীতে জীবন্মুক্ত, সদানন্দ এবং জন্মমৃত্যুজরা-ব্যাধির অতীত। সুতরাং আমি এই বিষম অসার সংসার উপেক্ষা করিতেছি।”

যুবরাজ সেই নিশাকালে ঘোরতিমিরাবৃত, বিপদাকীর্ণ, নানা-হিংস্রজন্তুপরিপূরিত নিবিড় অরণ্যানী দিয়া অশ্বোপরি ভ্রমণ করিতে করিতে উষাকালে অনোমা নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি সারথির নিকট বিদায় গ্রহণ করতঃ খড়্গদ্বারা কেশগুচ্ছ ছেদন করেন। তজ্জন্য এ স্থানে এক চৈত্য স্থাপিত হয়। ঐ স্থানকে “চূড়া-প্রতিগ্রহণ” বলা হয়। তদনন্তর তিনি এক ব্যাধের নিকট তাহার কষায় বস্ত্র গ্রহণ করতঃ রাজ-পরিচ্ছদ পরিবর্তন করিয়া লইলেন। যে স্থানে পরিচ্ছদ পরিবর্তন হয়, তথায় “কষায় গ্রহণ” নামক এক চৈত্য স্থাপিত হয়। বুদ্ধ প্রথমতঃ ভ্রমণ করিতে করিতে শাকী-নাম্নী ব্রাহ্মণীর আশ্রমে, তৎপরে পদ্মা-নাম্নী ব্রাহ্মণীর আশ্রমে, তদনন্তর রৈবত-নামা ব্রহ্মঋষির আশ্রমে গমন করেন। অতঃপর বৈশালী নগরে অরাড় কালাম-নামক জনৈক শ্রাবক সন্ন্যাসীর আবাসে উপস্থিত হন। শ্রাবক সন্ন্যাসীর অনেক শিষ্য ছিল। বুদ্ধ তাঁহার সমীপে গিয়া ব্রহ্মচর্য্য আচরণের অভিপ্রায় জ্ঞাত করিয়া তথায় অবস্থিতি করেন। শ্রাবকের ধর্ম্মে মোক্ষ সম্ভাবনা নাই দেখিয়া তিনি মোক্ষান্বেষণে তথা হইতে বহির্গত হইয়া মগধরাজ্যে বিহার করিতে লাগিলেন। অবশেষে একাকী তিনি মগধেশ্বর বিম্বসার রাজার রাজধানী রাজগৃহ নগরে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ নগরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে বুদ্ধদেব তথায় অবস্থিতি করিতে অভিলাষ করেন। রাজা বিম্বসার তাঁহাকে তৎসকাশে চিরদিন বাস করিতে অনুরোধ করায় বুদ্ধদেব তাঁহাকে বলিলেন “পরম শিবং বরবোধি প্রাপ্তকামঃ” ‘আমি এখন পরম মঙ্গলজনক শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভার্থী হইয়া বিপুল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছি। বাসনাতে যে জীবের অশেষ ক্লেশ, ইহা যে লবণাক্ত জলের ন্যায় অতৃপ্তিকর, এমন অসার বিষয়সুখে কি কখন কেহ তৃপ্তি লাভ করিতে পারে? অসার সংসারের অনিত্য বিষয়সুখে বদ্ধ হইয়া জীব নিরন্তর ক্লেশ পাইতেছে।’ শাক্য সিংহের সুমধুর বচন

শ্রবণে রাজা বিম্বসার দ্রবীভূত হইয়া গেলেন। সংসারের প্রতি তাঁহার বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল এবং মনে অপূর্ব্ব শান্তিরসের উদয় হইল। তিনি শাক্যসিংহের নিকট তদীয় বিবরণ আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া চমকিত হইলেন। শাক্যসিংহ তদনন্তর রুদ্রকনামক এক সুবিজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকট ব্রত তপ আচরণ করিবেন বলিয়া গমন করেন। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকট পূর্ব্বতন দর্শনাদি ও নির্ব্বাণের তত্ত্ব বিষয়ে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার লক্ষ্য সাধন হইল না, কারণ শুদ্ধ শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া চিত্তে নির্ব্বাণ ও জীবনে জ্ঞান কদাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মোক্ষ যে সাধন-সাপেক্ষ, তাহা তাঁহার মনে প্রতীত হইল। সুতরাং তিনি সাধনার্থী হইয়া গয়ার শীর্ষ পর্ব্বতে বিহার করিতে লাগিলেন।

কিছু দিন পরে রুদ্রকের পাঁচজন ব্রহ্মচারী ছাত্র গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধার্থের সহিত মিলিত হইলেন। তদনন্তর তাঁহারা উরুবিল্ব গ্রামে উপস্থিত হইয়া সিদ্ধার্থের সহিত মিলিত হইলেন। এই নগর নৈরাঞ্জন নদীতীরে বুদ্ধগয়ার নিকটে অবস্থিত। নৈরাঞ্জন নদীতীরে তিনি ছয় বর্ষকাল ঘোর দুশ্চর তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। কঠোর সাধনে তাঁহার তপ্ত-কাঞ্চননিভ দেহ কালিমায় পরিণত হইল, রক্ত মাংস শুষ্ক হইয়া গেল, কণ্ঠা বাহির হইয়া পড়িল, নয়নদ্বয় কোটরস্থ হইল, পঞ্জর ও পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড দেখা যাইতে লাগিল এবং তিনি জীর্ণ শীর্ণ-কলেবর ও উত্থানশক্তি-রহিত হইলেন। তাঁহার কৃচ্ছ্রসাধন দর্শনে শিষ্যেরা বারাণসীতে গমন করিল। অতঃপর সিদ্ধার্থ সিদ্ধকাম না হওয়াতে তাঁহার চিত্তে এরূপ আন্দোলন উপস্থিত হইল যে, তিনি ভাবিতে লাগিলেন কেন তিনি পিতার স্নেহপাশ, প্রিয়তমা পত্নীর প্রেম-বন্ধন, বন্ধু বান্ধবের প্রণয় ও আত্মীয় স্বজনের উপদেশ এবং অতুল সম্পদ ঐশ্বর্য্য উপেক্ষা করিয়াছেন। ভাবিলেন অসার জীবন ধারণের প্রয়োজন নাই, কেননা যে মুক্ত হইয়া জীবের সেবায় প্রাণসমর্পণ করিতে না পারিল, তাহার জীবনই বৃথা। এইরূপ চিত্তের আন্দোলিতাবস্থায় মার নামক দুরাত্মার ভীষণ প্রলোভন তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিল। সে তাঁহাকে প্ররোচিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ব্যক্ত করিল "হে শাক্যপুত্র! তুমি যোগক্ষেমপ্রাপ্তির আশয়ে ও ভাবী মহৎ পুণ্যলাভার্থে কেন বৃথা এই সুন্দর শরীর-পাত করিতেছ? নির্ব্বাণের প্রয়োজন কি? এমন দুঃখমার্গে চিত্তনিগ্রহ করিয়া ফল কি? আমি তোমাকে প্রচুর ধন ও রাজ্য দান করিব। অতএব এই ক্লেশকর ব্রত পরিত্যাগ কর।" মারের প্ররোচন বাক্যে বুদ্ধ প্রলোভিত না হইয়া বীরদর্পে বলিলেন "নৈবাহং মরণং মন্যে মরণান্তং হি জীবিতং। অনিবর্ত্তী ভবিষ্যামি ব্রহ্ম-চর্য্যাপরায়ণঃ॥ বরং মৃত্যুঃ প্রাণহরো ধিগ্‌গ্রাম্যং নোচ জীবিতং। সংগ্রামে

মরণং শ্রেয়ো নচ জীবেৎ পরাজিতঃ॥” রে পাপাত্মন্! আমি ত মরণ মানি না, কারণ মরণান্তই আমার জীবন। আমি ব্রহ্ম-চর্য্য-ব্রত-ধারী হইয়াই অবস্থিতি করিব। ইহা হইতে নিবৃত্ত হইব না। বরং প্রাণহর মৃত্যু শ্রেয়ঃ, জঘন্য নীচতম জীবনে ধিক্। রিপু দ্বারা পরাজিত হইয়া জীবিত থাকা অপেক্ষা সংগ্রামে মৃত্যুই শ্রেয়স্কর ইত্যাদি।” বুদ্ধদেব এই প্রকারে আত্মপ্রভাবে স্থিরতর প্রজ্ঞাতে প্রলোভন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তাঁহার চিদাকাশের মেঘ বিলীন হইয়া গেল। নিরাশার অন্ধকার তিরোহিত এবং বিশ্বাস-বল ও আত্মনির্ভর উজ্জ্বলরূপে বিকশিত হইল। তিনি ক্রমশঃ পান ভোজন করিয়া সবল হইয়া উঠিলেন।

তত্ত্বলিপ্সু সিদ্ধার্থ পুরাতন প্রণালীতে অতৃপ্ত হইয়া এবং তাহা বৃথা ক্লেশ স্বীকার মাত্র মনে করিয়া এখন অন্যতর মার্গ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রথমে হিন্দু শাস্ত্রোক্ত সমাহিত ঋষিদিগের প্রদর্শিত তপস্যা প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন। নির্ব্বিকল্প সমাধি সাধনে বিধি অনুসারে তাঁহাকে রত হইতে হইয়াছিল। তিনি এখন পুরাতন প্রচলিত পথে চলিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার লভনীয় ও ধ্যেয় বস্তু স্বতন্ত্র। যাহা হউক, তিনি নৈরাঞ্জন নদীতে অবগাহন করিয়া বিশুদ্ধ হইয়া তত্রত্য বোধিদ্রুমতলে গমন করিলেন। তথায় উপবিষ্ট হইয়া চিত্তকে অবস্থান্তরে লইয়া গেলেন অর্থাৎ যাহাতে নবজীবন লাভ হয়, তজ্জন্য সমাধি আরম্ভ করিলেন। তিনি স্বীয় শরীর ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় ও ইন্দ্রিয়জনিত সুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং “সর্ব্বে অনিত্যা অধ্রুবাঃ সর্ব্বে অনিত্যং সুখ-মিতি” স্বাবলম্বধ্যানে এই জ্ঞান তাঁহার প্রত্যক্ষ হইল। সুতরাং তিনি একেবারে পার্থিব সুখ দুঃখের অতীত অবস্থায় উপনীত হইলেন এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্যকে জয় করতঃ দয়া, প্রেম ও একাগ্রতার পবিত্র স্বভাব ধারণ করিলেন।

পূর্ব্বতন আর্য্য পণ্ডিত কপিল, পাতঞ্জলি, কণাদ ও ব্যাস প্রভৃতি দার্শনিক ঋষিগণ মানবজীবনের চরম গতি মুক্তিই প্রদর্শন ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। চৈতন্য ও নানক প্রভৃতি ধর্ম্ম-সংস্কারকগণ জীবের মুক্তি-লাভই একমাত্র লক্ষ্য ও চরম গতি, ইহা জীবন ও উপদেশ দ্বারা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। “আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি মুক্তি” এই লক্ষণ দ্বারা দর্শনকারগণ মুক্তিতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। বাসনা, বিকার, তৃষ্ণা, পাপ সাংসারাসক্তি এবং রিপুপর-তন্ত্রতা জন্য জীবের ক্লেশ এবং এই দুর্ব্বিষহ ক্লেশ হইতে মুক্ত হওয়াই জীবনের চরম লক্ষ্য। শাক্য মুনিও তাহা অনুভব করিলেন। তিনি অগ্রে স্বয়ং মুক্ত হইয়া তবে অপরকে মুক্ত করিতে অর্থাৎ মুক্তির পথ প্রদর্শন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, মানবগণ অবিরত ধনতৃষ্ণা, জীবনতৃষ্ণা, স্ত্রী-তৃষ্ণা, পুত্র-

তৃষ্ণা, কামতৃষ্ণা, মানতৃষ্ণা ও ধনৈশ্বর্য্য-তৃষ্ণা এবং সুখতৃষ্ণার অস্থির। এই বাসনা ও তৃষ্ণাগ্নিতে মানবের চিত্ত দগ্ধ হইতেছে। এই বিষম তৃষ্ণার মূল কি এবং কিসে ইহার বিনাশ হয়, তজ্জন্য তিনি নির্ব্বাণ মুক্তির অনুসরণ করেন। অতঃপর তিনি মগধরাজ বিম্বসার এবং তাঁহার পিতা, মাতা ও পত্নী কর্ত্তৃক বিশেষরূপে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন। অত্যন্ত উৎসাহ ও অনুরাগের সহিত ধর্ম্মতত্ত্ব ও সূত্র সকল ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। সুতরাং ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ নরনারী সকলে তদীয় নির্ব্বাণ মুক্তির উপদেশ শ্রবণ করিয়া নব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল। জন্ম, জরা, মৃত্যু, শোক, দুঃখ, দৌর্মনস্যে দহ্যমান মানব নিয়ত অশেষ ক্লেশ ভোগ করে, এই বিবেচনা করিয়া অনেকেই নির্ব্বাণের চরম লক্ষ্য পবিত্রতা ও প্রেমকে সার জ্ঞান করিল। নির্ব্বাণ অত্যুচ্চ শান্তি, ইহা নির্ব্বাণবিরুদ্ধ ইন্দ্রিয়পরায়ণ লোকের অপ্রাপ্য এবং যাঁহারা শুদ্ধাত্মা ও উন্নত, তাঁহারা এই পরম শান্তি প্রাপ্ত হয়েন, এই বিবেচনা করিয়া রাজা বিম্বসার বুদ্ধের সমীপে তাঁহার নবপ্রচারিত ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

বেলা শেষে।

১

কত যুগ হল শেষ,
আসিয়াছি এ বিদেশ,
কোথা হে স্বদেশী সখা হৃদয়ের ধন!
কোথা তুমি হে আত্মীয়!
চিরানন্দ চিরপ্রিয়!
খুঁজিছ না—ডাকিছ না, এ আর কেমন?

২

এ দেশে বিফল "গেহ"
দোষর হ'ল না কেহ,
শুধুই তোমারে ভুলে পাতিলাম খেলা;
আজি দেখিলাম সবি,
পশ্চিমে পড়িছে রবি,
অবনী জবাব দিল "ফুরায়েছে বেলা"!

৩

ফিরে দেখি আমি একা,
মুছিয়াছে সব রেখা,
সাধের বাঁধন যত গিয়াছে খসিয়া;
শূন্যময় মরুভূমি,
তাই ডাকি কোথা তুমি,
কি সুখে ছিলাম বেঁচে তোমারে ভুলিয়া!

৪

বুঝিলাম এত দিনে,
সবি মিছা তোমা বিনে,
সংসারের স্নেহ দয়া সকলি অসার;
সুহৃদের বেশ ধরে,
গোপনে শত্রুতা করে,
ধন, যশঃ, প্রাণনাশী নির্ম্মম সংসার!

৫

শত শত ত্রুটি খোঁজে,
পরে "স্বার্থপর" বোঝে,
ধনীর শরণাগত, দরিদ্রে নির্দয় ;
শিখিয়া মহত্ত্ব ভাণ
নাশিছে ক্ষুদ্রের প্রাণ,
এমনি দেখিনু নাথ, সংসার-হৃদয় !

৬

আর কাজ নাহি ভবে,
দেশে যদি যেতে হবে,
কেন গো "করুণা-ভিক্ষা"—সেধে কেন
মান ?
চোখে কেন অশ্রুধার,
বুকে কেন হাহাকার,
আমারি রয়েছ যদি বিশ্ব ভগবান্ ?

৭

জগৎ ঠেলেছে পায়,
মা' আমারে নাহি চায়,
তাই মনে হয় এটা বড় "শুভ দিন" ;
সবারি যে হেয়, ঘৃণা,
কেহ নাহি তোমা ভিন্ন—
—হোক সে অভাগা পাপী পঙ্কিল
মলিন।

৮

—স্নেহে মুছি মলা ধূলি,
তুমি নেবে কোলে তুলি,
তুমি ভেঙে দিবে তার ভ্রান্তিময়ী খেলা ;
গণিয়া সে ভাবী দিন,
র'ব আর কত দিন,
কখন ডাকিবে মোরে, ফুরা'ল যে বেলা ?

শ্রীমা—

অমলা।

(৫০৯ সংখ্যা—২৬৯ পৃষ্ঠার পর)

সুরেশ মহিমার আত্মোৎসর্গ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন এবং বাবাজীকে কাতরস্বরে কহিলেন, "প্রভু! আমি মৃত্যুকেও ভয় করি না; তবে কিনা আমার জীবনের একটী মহৎ উদ্দেশ্য আছে, তাহা এখনও পূর্ণ হয়নি; সেই জন্যই কিছু দিনের জন্য জীবন ভিক্ষা চাই।"

তখন মহিমা বলিয়া উঠিলেন "ওগো, তোমার কোনও ভয় নাই; বাবা আমার কখনও হিংসা জানেন না।"

এই কথা বলিয়া মহিমা পুনরায় পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বাবা, তোমার কি এঁকে দেখে দয়া হচ্ছে না?"

বাবাজী। আচ্ছা মহিমা, তোমার এঁর প্রতি এত দয়া হলো কেন?

মহিমা। ওঁকে দেখে আমার সেই দাদাকে মনে পড়ে। আহা! মা বাবা মারা যাবার পর দাদা আমাকে কত যত্ন করতেন; এখনও আমার সে সব কথা বেশ মনে পড়ে। দাদার মুখ চোখ ঠিক্ এঁরই মত ছিল; গায়ের রংটি পর্য্যন্ত

এঁর মত ছিল। তিনি এঁরই মত নম্র ছিলেন; তাঁর কথাগুলি এঁরই মত মিষ্ট ছিল। এত দিন সে সব কথা ভুলে গিয়েছিলুম; আজ এঁকে দেখে মনে হয় একবার প্রাণ খুলে 'দাদা' বলে ডেকে প্রাণটা জুড়াই।

বাবাজী। আচ্ছা মহিমা, তোমার কথায় আমি উহাকে ক্ষমা করলেম।

মহিমা। বাবা, তবে জল আনি।

বাবাজী। যাও; পার ত কুটীরে ফল মূল যা কিছু থাকে, আনিও।

মহিমার হৃদয়ে আর আনন্দ ধরে না। তিনি কলসী কক্ষে লইয়া ঝরণা হইতে বারি আনয়ন করিলেন এবং কুটীর হইতে ফল আনিয়া সুরেশের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন।

মহিমা ফল লইয়া উপস্থিত হইলে, বাবাজী সুরেশকে ফলাদি আহারের পর তাঁহার গুহায় লইয়া যাইবার জন্য মহিমাকে আদেশ করিলেন। বাবাজীর আনন্দের সীমা নাই; তিনি ঈশ্বরের অভাবনীয় কার্য্য দেখিয়া অত্যাশ্চর্য্য হইলেন। মন যে কিরূপে আপন পর জানিতে পারে, তাহা তিনি সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিলেন। তিনি বুঝিলেন মহিমা ভ্রান্ত নহে; মহিমার মন যথার্থই আজি নিজ ভ্রাতার সাক্ষাৎকারলাভে পুলকিত হইয়াছে।

বাস্তবিক সম্পর্কে মহিমা সুরেশের খুড়তুতো ভগ্নী। অনেকেই জানেন যে, পূর্ব্বে কুলীন ব্রাহ্মণগণ বহুবিবাহ করিতেন। ইহা তাহাদের মধ্যে একটা বাতিক ছিল। কেহ কেহ ৭০।৮০টী বা শতাধিক রমণীরও পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। পবিত্র ধর্ম্মের বন্ধনকে তাঁহারা অতিশয় নিম্নশ্রেণীর শিথিল সামাজিক বন্ধনে পরিণত করিতেন। কেহ বা অর্থলোভে, কেহ বা খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া অসংখ্য দারপরিগ্রহ করিতেন। পত্নীদিগের মধ্যে পরস্পরের বড় একটা দেখা শুনা হইত না। তাঁহারা শ্রবণ করিতেন মাত্র যে, দশ পনর গণ্ডা সপত্নী আছে, কিন্তু তাঁহাদের পিত্রালয় যে কোথা, তাহাও অধিকাংশ স্ত্রীই জানিতেন না। এই প্রকারে গুণধর কুলীনসন্তান ছই একটী স্ত্রীকে নিজগৃহে লইয়া গিয়া সহধর্ম্মিণীভাবে স্থান দিতেন এবং যখনই অর্থের অভাব হইত, তখনই ২।৪টী শ্বশুরালয়ে দেখা দিয়া অতি জঘন্য ভাবে দরিদ্র শ্বশুরের অর্থ শোষণ করিয়া লইয়া আসিতেন।

মহিমার মাতার নাম সরমা, পিতার নাম হরিশ্চন্দ্র। হরিশ্চন্দ্র সুরেশের খুল্লতাত। হরিশ্চন্দ্রের ৪৮টী বিবাহ; হতভাগিনী সরমাও হরিশ্চন্দ্রের দ্বাদশ গণ্ডা পরিণীতা স্ত্রীর মধ্যে একজন। হরিশ্চন্দ্রের বাটী হইতে সরমার পিত্রালয়ের ব্যবধান ৪৫ ক্রোশ মাত্র। যতদিন সরমার পিতা যশোরে ছিলেন, ততদিন বৎসরে দুই একবার করিয়া হরিশ্চন্দ্র শ্বশুরালয় গমন করিতেন। তাহার পর চাকরীর অনুরোধে সরমার পিতা স্ত্রী